বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

তস্কর

কাজী মায়মুর হোসেন

সুবা প্রকাশনী

SUVOM

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

তস্কর

কাজী মায়মুর হোসেন

জে-হকার্স। দুর্ধর্ষ তস্কর তারা। এখন ভয়ানক চতুর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের নেতৃত্বে একজোট হয়েছে। তাদের ফাঁকি দিয়ে গরু নিয়ে যেতে হবে টেক্সাস থেকে সুদূর ক্যানসাসে। গরুর পাল নিয়ে রওনা হলো মাইক বোল্ডার। একের পর এক আক্রমণ আসছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ওর গরুর পাল। জান নিয়ে পালাল ওর ক্রুরা। ধরা পড়ে গেল মাইক ডাকাতদের হাতে। ওকে খুন করার এক অভিনব বুদ্ধি বেরোল ডাকাত সর্দারের মাথা থেকে। অথচ সুন্দরী মেয়েটা ওর ভরসায় আছে। মাইক নিজেই বাঁচবে না তো অন্যকে কি ভরসা দেবে! জটিলতা বাড়াতেই যেন হাজির হলো ইন্ডিয়ানরা। মৃত্যু মাত্র এক চুল দূরে! শুরু হলো পট পরিবর্তন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

তস্কর

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

চৌত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-8200-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

TASHKAR
A Western Novel
By Qazi Maimur Husain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

রকিব চাচাকে

ওয়েস্টার্ন

তস্কর

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী সেলুন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা। **খোন্দকার আলী আশরাফ :** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমন:** অপবাদ।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

লস্ট ক্রীক। গোলিয়াড কাউন্টি। টেক্সাস।

র‍্যাঞ্চার আর সেটলাররা এখানে বিরোধে জড়িয়ে নেই, কিন্তু গরুর ব্যবসা করে লাভবান হতে পারেনি কেউ এখানে। অথচ শান্তিপূর্ণ অঞ্চল। রাউন্ড আপ বা ফসল কাটার সময় সেটলার এবং র‍্যাঞ্চাররা পরস্পরকে বরং সাহায্যই করে। সবখানে সেটলাররা এমনিতেই গরীব। এখানে র‍্যাঞ্চাররাও তাই। প্রতিবছর গরু বিক্রি শেষে আশা করে বসে থাকে পরের বছর আগের চেয়ে ভাল দাম পাবে। কোনমতে কায়ক্লেশে চলে তাদের দিন।

দিন চলেছে এতদিন। এখন আর চলবে না। গতবার বায়লারের অধীনে প্রচুর গরু পাঠিয়েছিল ওরা। ক্যানসাসে ঢুকতেই সমস্ত গরু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে জেইকারের দল। কুখ্যাত ডাকাত তারা। ক্যানসাসের খাস বাসিন্দা। তাদের এড়িয়ে কোথাও গরু পাঠানোর উপায় নেই।

ওই এক মারেই কোমর ভেঙে গেছে বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চারের। তবুও হাল ছাড়েনি তারা। এবারও রাউন্ড আপ করেছে। সামান্য গরুই আছে একেকজনের, ঝোপঝাড়ে খুঁজে তাও জড় করেছে এবার। ঠিক হয়েছে একসঙ্গে সবার গরু নিয়ে রওনা হবে কিছু দুঃসাহসী কাউবয়।

সবাই মাইক বোল্ডারের মুখ চেয়ে ছিল। আশা করছিল সে

দায়িত্ব নেবে ট্রেইল হার্ডের। দলে যুবক মাইক বোল্ডারের গরুই বেশি। আটশো গরু। সঙ্গে করে প্রতিবেশীদের গরু নিয়ে যেতে তাকে অনুরোধ করেছে সবাই মিলে। একাকী মানুষ মাইক। কারও সাতে পাঁচে নেই। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে সে।

র‍্যাঞ্চাররা আশা করছে মাইক বোল্ডার গরু নিয়ে জে-হকারদের পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবে। এই আশাটুকু ছাড়া আর কিছুই বলতে গেলে নেই তাদের। যে যেকটা গরু পেরেছে রাউন্ড আপ করেছে। গরু বিক্রি হলে আবার নগদ অর্থের মুখ দেখবে তারা। এবারও যদি গরু ডাকাতি হয়ে যায় তাহলে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে বেশিরভাগকে।

রাউন্ড আপের শুরু থেকেই ছোটখাট ঝামেলা লেগে আছে সর্বক্ষণ। বেশিরভাগ গরুই বয়স্ক, বুনো। ওগুলোকে সামলানো সহজ নয়। নতুন করে কিছু ব্র্যান্ডিং করতে হচ্ছে। কাউবয়দের মধ্যে এমন একজনও নেই যার শরীরের চামড়া ছড়ে যায়নি বা একটানা কাজ করতে করতে যার হাতে ফোস্কা পড়েনি।

মাইক বোল্ডারের ওপর দিয়ে মারাত্মক চাপ যাচ্ছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে না-চেঁচিয়ে বা ধমক না দিয়ে কথা বলতে পারছে না সে। ধমক দেয়ার বেলায় কোন পক্ষপাত নেই তার। র‍্যাঞ্চাররাও ধমক খেয়ে মুখ বুজে সহ্য করে নিচ্ছে। সবাই বোঝে মাইকের ওপর দিয়ে কি যাচ্ছে।

কাজটা হাতে নেবার পর থেকেই ভাবছে মাইক, এত লোকের অস্তিত্ব রক্ষা এবং উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো ঠিক হয়নি। শুধু ওর আটশো গরু হলে এতদিনে ট্রেইলে রওনা হয়ে যেতে পারত সে। সঙ্গে কাউবয়ও কম লাগত। ক্ষতি যদি হয় তো হতো শুধু ওর নিজের। একা স্বাবলম্বী থাকাই ওর অভ্যেস। অনুরোধে ঢেঁকি গিলে এখন পস্তাচ্ছে। একা যাত্রা করলে অনেক দ্রুত এগোতে পারত সে। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন

উপায় নেই। রাজি হয়ে বসে আছে র‍্যাঞ্চারদের কথায়।

'ক্যানসাসে পৌঁছাবে কবে, মাইক?' জানতে চাইল বুড়ো বারিস্। দলে তিরিশটা গরু আছে তার।

কোন জবাব দিল না মাইক। বোকার মতো প্রশ্ন করেছে বুড়ো বারিস। পথে কতরকম বাধা বিঘ্ন আছে কে জানে। বন্যাস্ফীত নদী, ঘাসহীন বিরান প্রান্তর, গ্রীষ্মের ঝড়–আরও কত কি! সঠিক সময় কিভাবে বলা সম্ভব। তারওপর ক্যানসাসের লোকরা টেক্সাসের গরুর ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। টেক্সাসের গরুর নাকি জ্বর রোগ আছে যেটা ক্যানসাসেও ছড়িয়ে যাবে–এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে। নির্জন এলাকা দিয়ে ক্যানসাস পার হতে হবে ট্রেইল হার্ড নিয়ে।

বাড়তি ওয়্যাগনটা পেকের স্টোর থেকে রসদ নিয়ে ফিরে আসছে ঝড়ের গতিতে। যেখানে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে সেজায়গাটা পার হয়ে গেল গতি না কমিয়েই। ওয়্যাগনটা চালাচ্ছে ক্যাম্পের কূক। লোকটা ডাচ। সাঙ্ঘাতিক মেজাজ। একমাত্র তার সঙ্গেই একটু নরম সুরে কথা বলে মাইক। কিন্তু এখন নিজেকে সামলাতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথামোটা গর্দভ কোথাকার!'

একটা ধেড়ে বাছুর অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে উঠে দৌড় দিয়েছে। ওটার সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল কাউবয়রা।

এড নট একশো তিরিশটা গরুর মালিক, মাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাইকের গালাগাল শুনে নিচু স্বরে বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা করো, মাইক। রাগারাগি করে কোন লাভ হবে না।'

তার কথায় সায় দিল কাছে দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চাররা। বুড়ো বারিস অভিযোগের সুরে বলল, 'একটা ভদ্র কথাও শুনিনি আজ ওর মুখ থেকে। এত খেপে ওঠার কি আছে। কই আমরা কেউ রাগ করছি?'

ওয়্যাগনটার পেছনে ঘোড়া ছোটাবে কিনা একবার ভাবল মাইক, তারপর সিদ্ধান্ত বদলে র‍্যাঞ্চারদের দিকে ঘোড়া ফেরাল।

পরস্পর চেপে বসে আছে ওর ঠোঁট। কালো দু'চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুখের বাদামী চামড়া এখন লালচে দেখাচ্ছে। 'কি কথা হয়েছিল তোমাদের আমার সঙ্গে? মনে আছে? তিন হাজার গরু নিয়ে রওনা হবার কথা ছিল। এখন কি দেখছি? এগারোশো গরু কম। বিক্রি হয়ে গেছে! রাগের কারণ আছে আমার!'

জোয়েল রুপ বাস্তববাদী লোক। সে বলল, 'শোট আর অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। নগদ টাকা দরকার বলেই গরু বিক্রি করে দিয়েছে ওরা।' হাতের পাইপের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'অবশ্য বায়লারের ড্রাইভের সর্বনাশ হবার পর আমাদের সবারই নগদ টাকার দরকার। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না, যারা গরু বেচেছে তাদের ক্ষতিটাই বায়লারের ড্রাইভের সময় বেশি হয়েছিল। যেমন ধরো হেনরি বেল। আমি জানি ওর ছেলেরা জ্যাকর‍্যাবিট শিকার করে মাংসের চাহিদা মেটাচ্ছে। চিন্তা করো, হেনরি বেল, একসময়ের আর্মি কর্নেল!'

'তোমার বিচক্ষণতাকে আমি শ্রদ্ধা করি, জোয়েল,' বলল মাইক। 'কিন্তু গরু কম হয়ে যাওয়াতে লোক বেড়ে গেছে আমার। এত লোক আর বাড়তি ঘোড়া দিয়ে করব কি আমি! এত লোকের পাওনা মেটাতে হলে আর লাভের মুখ দেখতে হবে না। অনেককে ছেঁটে ফেলতে হবে। অনেক ব্যাপারেই নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক। তারওপর তোমরা এসে জুটেছ, একের পর এক অযথা প্রশ্ন করে বিরক্ত করছ আমাকে। জাহান্নামে যাও তোমরা! ভেবো না তোমাদের গরু মার্কেটে নিয়ে যেতে পারব সেব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দেব। এটুকুই বলতে পারি, সাধ্যমতো চেষ্টা করব আমি।'

'কেউ তোমার কাছে নিশ্চয়তা চাইছে না। আমরা···

'সেক্ষেত্রে বকবক বন্ধ করে নিজের কাজে যাও, আমাকেও একটু কাজ করতে দাও। ভদ্র ভাষা শুনতে চাও? বলছি, শোনো,

জাহান্নামে যাও তোমরা! দূর হও!'

'এ-ই ওর ভদ্র কথা!' অভিযোগের সুরে বলল এব সন্ডার্স। 'তবে এটা ঠিক যে বোঝা যাচ্ছে ও-ই মাইক যোল্ডার।'

'আমরা একটু বেশি চিন্তিত, বোঝোই তো,' বলল বারিস।

'তাহলে সেই বাড়তি চিন্তার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না। আমি আগে উত্তরে রওনা হয়ে যাই তারপর যত ইচ্ছে চিন্তা কোরো তোমরা।' থামল মাইক, নিজেকে মনে করিয়ে দিল এই লোকগুলো ওর প্রতিবেশী। ওকে বিশ্বাস করে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। এদের তিনজনের চেয়ে ওর একার গরু পালে বেশি। কিন্তু ওদের চিন্তা তার চেয়ে বেশি। পরিবারকে খাওয়াতে পরাতে হবে ওদের। মাইকের মতো ঝাড়া হাত-পা নয় কেউ।

'দেখো,' আগের চেয়ে গলা নরম করে বলল মাইক, 'এখনও সময় আছে, পিছিয়ে যেতে পারো তোমরা। যতদূর জানি কালাহান এখনও গরু কিনছে। যতদূর বুঝছি টাকার কোন অভাব নেই তার।'

কিছুদিন আগে গোলিয়াড কাউন্টিতে এসেছে কালাহান। সেই থেকে সস্তায় টেক্সাসের গরু কিনছে। উত্তরে নিয়ে গিয়ে বেচবে। টেক্সান নয় লোকটা। ক্যাটলম্যানও নয়। তবে দরদাম করতে জানে বটে। গরু প্রতি ছয় ডলার করে দেবে, ঘোষণা দিয়েছে। র‍্যাঞ্চারদের কারও কারও আর্থিক অবস্থা এতই করুণ যে এই দামেই গরু বেচে দিয়েছে তার কাছে। মাইকের পাঁচ প্রতিবেশীও আছে তাদের মধ্যে। মাইকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলেও পরে কালাহানের কাছে গরু বেচে মাইকের সমস্ত হিসেব নিকেশ উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে তারা। মাইকের মাত্রাতিরিক্ত খেপে ওঠার সেটাই মূল কারণ।

লস্ট ক্রীকের ভাটিতে আধ মাইল দূরেই কালাহানের ক্যাম্প। কটনউড গাছের নিচে তাঁবু ফেলে আরামদায়ক ক্যাম্পের আয়োজন করেছে সে। ওর গরুর ডাক এত দূরেও ভেসে

আসছে। শেল বিঁধছে যেন মাইকের কানে।

'ও যে দাম দিচ্ছে তাতে তোমার গরু বেচবে তুমি ওর কাছে?' জিজ্ঞেস করল এব সন্ডার্স।

'পাগল নাকি!' জবাব দিল মাইক। 'উত্তরে একেকটা গরুর দাম তিরিশ ডলার!'

'উত্তর পর্যন্ত তুমি যেতে পারলে তবেই। বায়লার পারেনি।'

মাইক ছাড়া অন্য র‍্যাঞ্চাররা প্রত্যেকেই বায়লারের কাছে গরু দিয়েছিল। গরু ডাকাতি হওয়ায় মস্ত লোকসান হয়েছে তাদের। শুধু যে হাতে নগদ টাকা নেই তাই নয়, গত শীতে রসদ কিনতে গিয়ে ধারের সাগরে ডুবে গেছে ওরা। দক্ষ লোক ছিল বায়লার, গরু বিক্রির র‍্যাপারে যথেষ্ট সুনামও ছিল, অথচ উত্তরে গরু নিয়ে বেচতে পারেনি। গরুর দাম উত্তরে চড়া। র‍্যাঞ্চাররা আশা করেছিল ভাল দাম পাবে। নতুন বুট, স্যাডল আর মহিলাদের জন্যে জামা কিনতে পারবে।

কিন্তু ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে ঢোকার পরপরই গরুর দল খুইয়েছে বায়লার নিজের ঘোড়াটাও চুরি গেছে। লোক হারিয়েছে তিনজন। তাদের একজন ছিল তার নিজের চাচাতো ভাই। ভাঙা মন নিয়ে অসুস্থ দেহে ফেরত এসেছে বায়লার। ফতুর হয়ে গেছে। মাইকের ওই একই অবস্থা হতে পারে। কিন্তু গরু বিক্রি করতে হলে এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

'শুধু বায়লারের গরু ডাকাতি হয়েছে তা নয়,' মন্তব্যের সুরে বলল জোয়েল। 'উইলসন কাউন্টির লোকরা বলাবলি করছিল..'

'ঝুঁকি তো আছেই,' তাকে থামিয়ে দিল অধৈর্য মাইক। 'লাভের মুখ দেখতে চাইলে ঝুঁকি নিতেই হবে। উত্তরে ওরা গরুর জন্যে উদগ্রীব এখবর আমরা সবাই জানি। গত শীতে যথেষ্ট গরু যায়নি উত্তরে। ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চাররা চাইছে টেক্সাস থেকে যাতে গরু না যায়। তাহলে তাদের লাভ আরও বাড়বে। চড়া দাম হাঁকতে পারবে ওরা।'

'বায়লারও এসব জানত,' তিক্ত স্বরে বলল বারিস। 'তাতে ওর কোন লাভ হয়নি।'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। টেক্সাসের গরুর মড়কের ভয়ে ভীত র‍্যাঞ্চারদের কারণে ব্যর্থ হয়নি সে।' সুদক্ষ বায়লারের দু'চোখে তাড়া খাওয়া প্রাণীর দৃষ্টি দেখেছিল, মনে পড়ল মাইকের। 'জে-হকারদের কারণে ব্যর্থ হয়েছে বায়লার। ক্যানসাসে ঢোকার আগেই ওর ওপর আক্রমণ আসে। ওরা র‍্যাঞ্চার নয়, সংগবদ্ধ ডাকাত দল। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে অভ্যস্ত একদল পশু।'

'উইলসন কাউন্টির ওরা বলছিল গরু স্ট্যাম্পিড করায় ওরা,' বলল জোয়েল। 'গরুর সঙ্গে কাউকে পেলে প্রাণে মেরে ফেলে। তার আগে নাকি বিচার নামের প্রহসনের আয়োজনও করে।'

অস্বস্তির সঙ্গে সরু কাঁধ ঝাঁকাল বারিস। 'র‍্যাঞ্চারদের বিরোধিতাই যথেষ্ট। তারওপর জে-হকারদের আক্রমণের ভয়।' সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাইকের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'যা শুনছি তা কি সত্যি? ওরা সবাই নাকি ইয়াঙ্কি?'

'জে-হকাররা?' শ্রাগ করল মাইক। 'যা খুশি বলা যায় ওদের। ইউনিয়ন আর্মি থেকে বহিস্কৃত সৈন্য, মরু তস্কর, রাসলার, ব্যাঙ্ক আর ট্রেইন ডাকাত, ইন্ডিয়ান এলাকায় লুকিয়ে থাকা আউট-ল– কি নেই তাদের দলে! ওরা নিজেদের ক্যানসাসের লোক বলে দাবি করে। বলে যে ক্যানসাসকে টেক্সাসের গরুর জ্বর রোগ থেকে বাঁচাচ্ছে। আসলে এটা একটা ভাঁওতা। ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চারদের দলে রাখার কৌশল। গরু কেড়ে নিয়ে সম্ভবত র‍্যাঞ্চারদের মাধ্যমে বিক্রি করে তারা।'

'আর গরুর জ্বর?'

'গরুর জ্বর উত্তরে ছড়ায়নি। শীতকালে ছড়ায়ও না। ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চারদের অবশ্য একথা বিশ্বাস করানো যাবে না। আসলে বিশ্বাস করতে চায় না ওরা। ভয় পায় ওদের গরুগুলোও

অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

প্রতি বছরই একথা রটে যে টেক্সাসের গরুর পালে জ্বর রোগ দেখা দিয়েছে। এ রোগ টেক্সাসের গরুর কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু গরম কালে রোগটা ছোঁয়াচে হয়। তখন উত্তরে ক্যানসাসের গরুর পাল আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত হলে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা না করা যায় তাহলে প্রচুর গরু মারা পড়বে। তবে যতটা বলা হয় রোগটা ততটা ছড়ায়নি। বেশিরভাগটাই স্রেফ গুজব। টেক্সাসের সব গরুই সংক্রমিত নয়। তাছাড়া শীতের পর এখন ওই রোগ নেই বললেই চলে। কিন্তু সেকথা র‍্যাঞ্চার তো দূরের কথা, দশটা গরু আছে ক্যানসাসের এমন কোন সেটলারও মানবে না। নিজের জমির ওপর দিয়ে টেক্সাসের লোকদের গরু নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই।

বারিস মুখ খুলল। 'আশা করি তুমি জানো কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছ।'

'দু'একবার আগেও গেছি আমি,' বলল গম্ভীর মাইক।

প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছে সবাই। আসল কথায় এলো মাইক। 'তোমরা বায়লারের সঙ্গে গরু পাঠানোর অনেক আগে থেকেই এই ড্রাইভের কথা ভাবছি আমি। কেউ যদি এখনও পিছাতে চাও তো বলে ফেলতে পারো। আর কারও গরু না থাকলেও আমার আটশো গরু নিয়ে ড্রাইভে যাব আমি।'

মাইক থামার পর এ ওর দিকে তাকাচ্ছে সবাই। একটু পর গলা খাঁকারি দিল এব সন্ডার্স। সবার পক্ষ হয়ে বলল, 'পালে আমাদের গরু থাকছে, মাইক। ধরে নাও জুয়া খেলছি আমরা। আশা করি তুমি আমাদের জিতিয়ে দিতে পারবে।'

'তাহলে এই কথাই রইল।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হবার আগে বলল মাইক।

গরুর পাল আর ব্র্যান্ডিঙের জায়গা এঁড়িয়ে ধুলোর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল মাইক। ঘর্মাক্ত কাউবয়দের পাশ কাটিয়ে একটু

আগে আসা ওয়্যাগনের দিকে চলল।

বুড়ো বারিস বিড়বিড় করে বলল, 'আশ্চর্য! ছেলেটাকে আমি একবারও হাসতে দেখিনি!'

কিছুক্ষণ ভাবল জোয়েল, তারপর বলল, 'আমার মনে হয় ওকে একবার হাসতে দেখেছিলাম।'

'হাসতে নিশ্চই কষ্ট হয় ওর!'

'হাসির আছেটা কী!' নীরস স্বরে বলল সন্ডার্স। 'ধারের টাকায় রসদ কিনে গরুর পাল নিয়ে চোর ডাকাতদের স্বর্গ পেরতে হবে এতে হাসির তো আমি কিছু দেখি না! নির্ভর করতে হচ্ছে যখন, আমি তো চাইব কঠোর কারও হাতে দায়িত্ব দিতে।'

'কঠোর লোকই পেয়েছি আমরা,' বলল বারিস। ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে থুতু ফেলল। 'না, মাইক বোল্ডার কখনও হাসে না।'

'ওকে তো ছোটবেলা থেকে দেখছ, তাই না, সন্ডার্স?'

'হ্যাঁ। ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলতাম আমরা। তখন প্রচুর হেসেছি। তখনও বোঝার বয়সই হয়নি যে আমরা খুবই গরীব, সেজন্যেই বোধহয়।'

'এখন তুমি আবার গরীব হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, আমি হয়েছি। মাইক বোল্ডার হয়নি। এবারের ড্রাইভে ফতুর হওয়ার ঝুঁকিটা নিচ্ছে ও। হয় বড়লোক হয়ে যাবে নয়তো পথের ফকির। অবশ্য প্রাণে বাঁচলে তবেই। এটা ওর বাঁচা মরার প্রশ্ন।'

দুই

আজকে কূকের সাহায্যকারী হিসেবে রেমিরেজের দায়িত্ব পড়েছে। মাইক যখন পৌঁছুল ততক্ষণে ওয়্যাগন থেকে ঘোড়া দুটোর হার্নেস খুলে ফেলেছে সে। ওয়্যাগনে মাত্র এক বস্তা ময়দা পড়ে আছে।

'মালামাল খুব তাড়াতাড়ি নামিয়েছ দেখছি!' মন্তব্য করল মাইক পাশে থেমে।

পাশের চাক ওয়্যাগনে ডিনারের আয়োজন করছে কূক। গরুর মাংস। একটা বাছুর পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছিল; জবাই করা হয়েছে সেটাকে।

কূক লোকটার দৈহিক আকৃতি গোল একটা ড্রামের মতো। এমনিতে অন্য কূকদের তুলনায় সে যথেষ্ট হাসিখুশি। কিন্তু রাগলে হুঁশজ্ঞান থাকে না। তখন বাসনকোসন এদিক ওদিক ছোঁড়ে আর গালাগাল দিতে থাকে।

'কিছুই নামায়নি ও,' মাইককে বলল সে। 'পেকের দোকানে গিয়ে ওই এক বস্তা ময়দাই শুধু পেয়েছি আমি।'

মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল মাইকের, কিন্তু শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আর বেকন, কফি আর যা যা আনতে বলেছিলাম সেসবের কি হলো?'

'কালাহান,' বলল কূক। 'পেকের কাছে যা কিছু আছে সব নগদ টাকায় কিনে নিয়েছে কালাহান।'

'কীহ্! কিন্তু পেক আমাকে কথা দিয়েছিল দরকারী সবকিছু

বাকিতে দেবে। তুমি বোধহয় ভুল করছ। পেক জানে এক বস্তা ময়দায় কিছুই হবে না আমাদের।'

'ওকথা পেককে বলো গিয়ে,' চড়া গলায় জানিয়ে দিল কূক।

'তাই যাচ্ছি,' ভ্রূ কুঁচকে ঘোড়াটা ফিরিয়ে নিল মাইক, শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

লস্ট ক্রীকে পেকের দোকানটাই একমাত্র দোকান যেখানে দরকারী সমস্ত কিছু কিনতে পাওয়া যায়। ছোট দোকান, তুলনামূলক ভাবে মালপত্রও খুব বেশি কিছু আছে তা বলা যাবে না। তারওপর সবকিছু আগে থেকে স্টক করে রাখায় নগদ টাকায় প্রায়ই টান পড়ে তার। পেক লোকটা চিন্তিত চেহারার ছোটখাট একজন মানুষ বায়লারের ব্যর্থতা তাকেও ভালরকম একটা ব্যবসায়ীক আঘাত দিয়েছে। তাছাড়া আছে ক্ষতিগ্রস্ত র‍্যাঞ্চাররা। সারা বছর বাকিতে রসদ নিয়েছে তারা। প্রায় ফতুর অবস্থা এখন পেকের।

একটা বেইলিং হূক হাতে বড় একটা ওয়্যাগনে মাল তুলছে লম্বা এক হাড় সর্বস্ব কাউহ্যান্ড। ওয়্যাগনের সামনেটা ইতিমধ্যে ভরে গেছে মালামালে। কাজ দেখছে কালাহান। পাশেই দাঁড়িয়ে বিগলিত ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছে স্টোর মালিক। ওয়্যাগনের পেছনে হালকা একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। বাকবোর্ডের ঘোড়া দুটো শক্তপোক্ত। বাদামী রঙের। মাইককে এগিয়ে আসতে দেখে তাকাল কালাহান, কিন্তু চেহারায় পরিচিতির কোন ছাপ দেখা গেল না। স্যাডল থেকে নেমে স্টোরের সামনের হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধল মাইক। পেকের হাসিখুশি চেহারায় কালো একটা ছোপ লাগল তাকে দেখে।

'আর কিছু বাকি নেই, পিল,' সন্তুষ্ট হয়ে কাউবয়কে বলল কালাহান। দোকানের দিকে ফিরে গলা উঁচিয়ে বলল, 'তোমার কেনাকাটা শেষ হয়েছে, জোলিন?'

কালাহান লোকটা মাঝবয়সী। যত্ন করে ছাঁটা দাড়িতে সাদার

ছোপ লেগেছে। শক্ত পোক্ত গড়ন। এই গরমের মধ্যেও নেকটাই আর কালো একটা কোট পরে আছে। বড় একটা কুমড়োর সমান মাথায় ফ্ল্যাট ব্রীম হ্যাট চাপিয়েছে। লোকটাকে দেখে মরমন প্রৌঢ়, ব্যাঙ্ক মালিক, খামার মালিক থেকে শুরু করে সবকিছুই মনে হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই তাকে র‍্যাঞ্চার ভাবার উপায় নেই।

পেকের সামনে থামল মাইক। কালাহানকে আগেও দেখেছে ও, যদিও পরিচয় হয়নি। গরু কিনতে এদিক ওদিক প্রচুর ঘুরেছে কালাহান। দেখাটা সেই সময়েই হয়েছে। তার দিকে মনোযোগ দিল না মাইক, অভিযোগের দৃষ্টিতে পেককে বিদ্ধ করল। 'তুমি আমার কূককে এক বস্তা ময়দা দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছ।' আঙুল তুলে ওয়্যাগনটা দেখাল। 'এগুলো কি আমার জন্যে রাখা মালামাল?'

মাথা নাড়ল খর্বকায় দোকানি। কথা বলতে গিয়ে তোতলামিতে পেয়ে বসল তাকে। 'দু···দুঃখিত, মাইক! ওগুলো মিস্টার কালাহানের। ও···ওই এক বস্তা ময়দা ছাড়া তোমাকে দেবার মতো আর কিছু নেই এখন দোকানে।'

প্রায় গর্জে উঠল মাইক। 'আমি এক সপ্তাহ আগে থেকে তোমাকে বলে রেখেছি!'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝছ,' ক্রমাগত মাথা নাড়ছে দোকানি। 'আমি বলেছিলাম বা···বাকি দেব। যখন বলেছিলাম তখন দিতাম। স্টকে ছিল।'

'মিথ্যে কথা!'

'মিস্টার বোল্ডার! আমি একজন সম্মানী লোক···'

'আমাকে কথা দেয়ার পর জিনিসগুলো তুমি আমার বদলে কালাহানের কাছে বেচেছ! ইয়াঙ্কি লোকটা···'

'এক মিনিট!' বাধা দিল কালাহান। তার দৃষ্টি কর্তৃত্বের। নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত ভাবভঙ্গি। 'যার কাছে ইচ্ছে মাল বেচার

অধিকার আছে মিস্টার পেকের। সে ইচ্ছে করলে...'

'তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে,' তাকে থামিয়ে দিল মাইক। 'এখন আমি পেকের সঙ্গে কথা বলছি।' কড়া চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল মাইক। দোকানির দিকে মনোযোগ দিল। 'দোকানে আর কি কি আছে এখন?'

'তোমার কাজে লাগবে তেমন কিছু নেই,' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল দোকানি। 'বুঝতে চেষ্টা করো। বাকি দিতে দিতে প্রায় ফতুর হয়ে গেছি আমি। ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে নগদ টাকা দেবে যে তার কাছেই মাল বেচতে হবে আমাকে। বাড়তি কিছু থাকলে তখন বাকির প্রশ্ন।'

হতাশার কারণে উরুতে চাপড় মারল মাইক। এখানেও সেই একই ঘটনা। র‍্যাঞ্চাররা যেমন অভাবের তাড়নায় অভাবনীয় কম দামে গরু বেচতে বাধ্য হয়েছে, ঠিক তেমনি নগদ প্রাপ্তি ঘটায় মাল বেচেছে পেক। এদের কাউকেই আসলে দোষ দেয়া যায় না। দোষ দিতে হলে ভাগ্যকে দোষ দিতে হয়। কথা পালটে ফেলেছে পেক। কিন্তু সেটা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই।

'ঠিক আছে পেক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইক। 'তোমার যুক্তি আমি মেনে নিলাম। কিন্তু মনে রেখো, আমাকে কোণঠাসা করে দিয়েছ তুমি। আঘাত হানা ছাড়া উপায় নেই এমন একটা জন্তুর অবস্থা করে ছেড়েছ।'

পেছন থেকে ধাক্কা খেল মাইক। ওর শার্টের কাঁধ ছিঁড়ে গেছে বেইলিং হূকের খোঁচায়। কালাহানের লম্বু কাউবয় ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। তির্যক স্বরে বলে উঠল, 'সাহস থাকলে নিজের সমান কারও সঙ্গে হম্বিতম্বি করো, টেক্সান!'

'তুমি তাহলে আমার সমান!' ধীর কণ্ঠে কথাটা বলল মাইক। পরক্ষণে এক পা এগিয়ে চড়াৎ করে চড় মেরে বসল কাউবয়ের গালে। হাতের উল্টো পিঠে আবারও মারল। খুশি হয়ে উঠেছে হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পেরে। বেইলিং হূকটা টান দিল

কাউবয়। ফড়ফড় করে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে গেল মাইকের শার্ট।

'না! পিল!' চেঁচাল ব্যবসায়ী।

কালাহানের নিষেধ অমান্য করে প্রায় ছুটে সামনে বাড়ল লোকটা। মারামারি তার বেশ পছন্দ, বোঝা যায় উদগ্রীব চকচকে চোখ দুটো দেখে।

বাক্সটার স্প্রিং থেকে সঙ্গে করে লোক নিয়ে এসেছে কালাহান। তাদের একজনও টেক্সান নয়। কঠোর লোক সবাই। কাউবয় নয় একজনও। পিস্তলবাজ। গরুর পাল পাহারা দেয়ার জন্যেই এদের ভাড়া করা হয়েছে। কালাহান শুনেছে টেক্সানরা গরু নিয়ে ক্যানসাস পার হতে পারে না তার অন্যতম একটা কারণ হলো তারা গানম্যানের বদলে কাউবয় নিয়ে রওনা হয়। লড়াই করতে অক্ষমতাই গরু ডাকাতির মূল কারণ। শক্ত লোক ভাড়া করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে কালাহান। ভেবেছে টেক্সানদের গরুর পাল ক্যানসাস পেরোতে না পারলেও ওর লোকরা ঠিকই লড়াই করে পথ করে নেবে, গরু পৌঁছে দেবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

পিল দেখতে যেমনই হোক, দেহে প্রচুর শক্তি রাখে। চোখের পলকে পাল্টাতে পারে জায়গা। চড় খেয়ে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলেও শীঘ্রি সামলে নিল সে, বামহাতে ঘুসি হাঁকাল মাইকের বুকে। পরক্ষণে ডানহাতের টানে বেইলিং হূকটা পিছিয়ে নিয়ে গায়ের জোরে চালাল মাইকের মাথা লক্ষ্য করে। এক বাড়িতে লড়াই শেষ করার ইচ্ছে। চট করে মাথা সরিয়ে নিল মাইক। পুরোপুরি বাঁচল না। লোহার বাঁকা অংশটা ওর চোয়ালে লেগে পিছলে গেল। টলে উঠে এক কদম পিছাল মাইক।

এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল পেক। লড়াইয়ের পরিণতি কি হতে পারে সেটা বুঝতে পেরে কালাহানের বাহু ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল। 'মিস্টার কালাহান! ওকে থামাও!'

হাত তুলল কালাহান। সে কিছু বলার আগেই পিলের হাঁটুতে সবুট লাথি চালিয়েছে মাইক। এক হাতে ধরে ফেলল বেইলিং

হূক, হ্যাঁচকা টান দিল। একই সঙ্গে থাবায় উঠে এলো সিক্সগান। 'ওটা ফেলো!' কড়া স্বরে নির্দেশ দিল।

মুহূর্তের জন্যে উজবুকের মতো চেহারা হলো পিলের। অস্ত্রের নলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আস্তে আস্তে আঙুল সোজা করল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত থেকে ছেড়ে দিল দণ্ডটা। একদম খালি হাতে লড়ার কথা সে ভাবেনি, কিন্তু তাই বলে পিছিয়েও গেল না। চোখ সরু করে মাইকের দিকে তাকাল। বুঝতে চেষ্টা করল মাইক কতটা সতর্ক। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল শত্রুকে হোলস্টারে সিক্সগান পুরতে দেখে।

'এবার দেখা যাক তুমি কেমন লড়ো,' এক পা সামনে বেড়ে শীতল স্বরে মন্তব্য করল মাইক। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতও চালিয়েছে। পিলের কানের ওপর সজোরে আঘাত করল ওর হাতের তালু। টুটু বোর রাইফেলের গুলির মতো আওয়াজ হলো। অজান্তেই পিছিয়ে গেল পিল। চোখ পিট পিট করে তাকাল, চেহারা দেখে মনে হলো কোথায় আছে মনে নেই। অপমানের বোধ তার মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে দিল। রাগে একটা গর্জন ছাড়ল পিল, দু'হাত একসঙ্গে চালাল মাইকের মুখ লক্ষ্য করে।

তাকে কাছে আসতে দিল মাইক। ঘুসি হজম করল নির্বিকার চেহারায়। পালটা মারল। পরপর দু'বার পিলের পেটে আঘাত হানল ওর মুঠো। লোকটাকে একটু বেসামাল করে সোজা স্ল্যাম করে বসল বুকে। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে পিল। সুযোগটা নিল মাইক, আবার চড় মারল পিলের গালে। পাঁচ আঙুলের ছাপ ফেলে দিল। এক মুহূর্ত পর বামহাতে ঘুসি মারল সরাসরি পিলের মুখে। ফচ করে একটা আওয়াজ হলো। নাকটা বসে গেল লোকটার। এত সহজে তাকে ছাড়ার ইচ্ছে নেই মাইকের। ওকে বেইলিং হূক দিয়ে পেটাতে চেয়েছিল লোকটা। একে উপযুক্ত পিট্টি দিয়ে অচল করে দেবে ও। অন্তত কয়েকদিনের জন্যে।

মাইকের একটা ঘুসি পিলের বামচোখের কোনায় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে গেল চোখটা। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছে না পিল। বুঝতে পারছে জেতার কোন আশা আর নেই। তবুও সামনে বাড়ল সে অন্ধ আক্রোশে। এতই ক্রোধান্ধ যে লড়াইয়ের সাধারণ নিয়ম এবং সতর্কতা ভুলে গেছে। মুখে আরও একটা ঘুসি খেয়ে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল লোকটা।

চট করে লোকটার ডানহাত ধরে ফেলল মাইক, গায়ের জোরে মোচড় দিল হাতে। পিল ঘুরে যেতেই পা তুলে লাথি মারল ওর পাছায়। ওয়্যাগনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পিল। বেকায়দা ভঙ্গিতে তাকে আসতে দেখে কয়েক পা সরে গেল ঘোড়া দুটো।

ঘোড়া দুটোকে শান্ত করতে দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল কালাহান। ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে এনে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল মাইকের দিকে। বলল, 'ওকে এভাবে পেটানোর দরকার ছিল?'

এখনও উপুড় হয়ে পড়ে আছে পিল। অল্প অল্প নড়ছে। কারও সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

'দরকার ছিল পেটানোর,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মাইক, 'বয়স কম হলে তোমাকে পেটাতাম। মারটা পাওনা হয়েছে তোমার।'

'জানোয়ার!' তীব্র রোষান্বিত কণ্ঠস্বর। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

খুব বেশি হলে বিশ হবে মেয়েটার বয়স। চোখের রং কুচকুচে কালো, একেবারে মাইকের মতো। অপূর্ব সুন্দরী। একবার দেখলে সহজে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। একে চেনে মাইক। কালাহানকে যেমন চেনে তেমন। এ মেয়ে নাকি কালাহানের ভাতিজি। গরুর পালের সঙ্গে একটা মেয়ে। ব্যাপারটা ঠিক মানানসই নয়। আগেও দু'একবার কথাটা ভেবেছে মাইক, হয়তো আত্মীয়তা ভাঁড়িয়ে কালাহানের সঙ্গে রয়েছে মেয়েটা।

কালাহানের সঙ্গে চেহারায় অন্তত মিল নেই কোন ।

'আমাকে বলছ?' চড়া গলায় জানতে চাইল মাইক।

'হ্যাঁ!' দোকানের দরজার বাইরে এক পা ফেলল মেয়েটা। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে তার নীল মখমলের পোশাক। 'টেক্সানরা বোধহয় সব তোমার মতোই জানোয়ার?'

মাথা নাড়ল মাইক। 'পড়ে পড়ে মার খাবে তেমন ভাল মানুষও আছে।'

'তবুও ওরা মানুষ। শুনে ভাল লাগল। অন্তত তোমার মতো জানোয়ার নয়।'

'তুমি তো ভদ্রমহিলা,' বলল মাইক। এক মুহূর্ত পার হতে দিল। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বলল, 'হয়তো আমাদের দু'জনের মতামতই পরস্পর সম্বন্ধে ভুল।'

কাউবয়কে ওয়্যাগনে ওঠাতে সাহায্য করছিল কালাহান, লোকটা ওয়্যাগন চালাতে পারবে না বুঝে নিজেই বসল ড্রাইভারের সীটে। হাতে রাশ তুলে নিয়ে ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলল, 'চলো এখান থেকে চলে যাই, জোলিন।'

মাইককে পাশ কাটানোর সময় স্কার্ট ধরে রাখল জোলিন। নাক কুঁচকে রেখেছে, যেন মাইকের গায়ে ভয়ানক দুর্গন্ধ।

রাগে মাইকের গা জ্বলে গেল। একটু আগেই বাড়ি থেকে গোসল করে এসেছে সে। মেয়েটা ইচ্ছে করে ওকে অপমান করতে চেষ্টা করছে। জোলিনের পেছনে পা বাড়াল মাইক। মেয়েটা ওয়্যাগনে ওঠার জন্যে স্কার্ট উঁচু করেছে, বগলের তলায় দু'হাত ঢুকিয়ে মেয়েটাকে শূন্যে তুলে ধরল মাইক, ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করল। বুঝতে পারল কে ধরেছে টের পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে মেয়েটার শরীর। বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা অবশ্য করল না জোলিন। বুঝেছে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। সীটে তুলে দিয়ে জোলিনকে ছাড়ল মাইক। একবারও ওর দিকে তাকাচ্ছে না জোলিন, সোজা সামনে চোখ। ধন্যবাদ দিল না। চাচার হাত

থেকে ওয়্যাগনের চাবুকটা নিল।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে মাইক, দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে থমকে গেল। বাতাসে শিস তুলে ওর ঘাড়ে আছড়ে পড়েছে চাবুকটা। অসহ্য ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল মাইক, বোর্ডওয়াকে বসে পড়ল, নাহলে দ্বিতীয়বারও চাবুক লাগত, ওর মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল চামড়ার চাবুক। হাতের ঝাঁকিতে ওয়্যাগন সামনে বাড়াল কালাহান। সোজা সামনে তাকিয়ে আছে জোলিন।

ধীর গতিতে ক্যাম্পে ফিরল মাইক। ওকে প্রায় ছেঁকে ধরল অপেক্ষমাণ র‍্যাঞ্চাররা। বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল?'

'কালাহানের এক ক্রুর সঙ্গে মারামারি,' সংক্ষেপে সারল মাইক, হাত দিয়ে ডলছে ঘাড়ের কাছটা। 'মেয়েটার সঙ্গেও একচোট হয়েছে।'

'কালাহানের ভাতিজির সঙ্গে?'

'ভাতিজি হলে ভাতিজি।...কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'তোমার ফোরম্যান বলছিল প্রায় শেষ। আগামীকাল তুমি রওনা হতে পারবে।'

'তাই হবো। বেশ কিছুদিন বিস্কুট আর গরুর মাংস খেয়ে থাকতে হবে ছেলেদের। পেকের দোকান খালি করে সব কিনে নিয়েছে কালাহান।'

মাথায় হাত দিল এব সন্ডার্স। 'ঈশ্বর! এরপর আর কি বাকি থাকল! গরীব হওয়াই কি যথেষ্ট নয়! সবদিক দিয়ে কপালপোড়া হতে হবে?'

'লকহার্টে পৌঁছে রসদ কিনব,' গম্ভীর গলায় জানাল মাইক। 'কফি আর বেকনের বেশি এমনিতেই কিনতে পারব না, টাকা নেই। পথে বাড়তি ঘোড়া বেচে দেব। তাতে যদি হাতে কিছু টাকা আসে তো সুস্বাদু কিছু কেনা যাবে। চলে যাবে আমাদের।'

'খুব কঠিন একটা কাজের ভার নিয়েছ, মাইক। মনে কোরো না তোমার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ নই।' শ্রাগ করল সন্ডার্স, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে আসতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু অবস্থা তো জানোই। বউ বাচ্চা ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। র‍্যাঞ্চে কাজের লোক একজনও নেই। বেতন দেব সেই পয়সা থাকলে তো!'

'পয়সার জন্যে বউ আর বাচ্চাকে কালাহানের কাছে বেচে দিয়ো না আবার!'

একটু থতমত খেল সন্ডার্স, তারপর হেসে উঠল। 'ছয় ডলার দামে? তার বদলে ওই ক্যানসাসের রক্তচোষা কালাহানের হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খাব আমি। আমাদের সবকয়জনের ভাগ্য মারতে এসেছে ব্যাটা!'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইক। 'এখন ট্রেইলে আমার সঙ্গে লোকটার দেখা না হলে বাঁচি।' পিঠ চুলকাল ও। আনমনে বলল, 'আশ্চর্য, মেয়েটার কি ব্যবস্থা করবে কালাহান! সঙ্গে নিশ্চই নেবে না? এত বোকা না লোকটা।'

'একটা কথা,' কাজের কথায় এলো সন্ডার্স। 'ওই মেক্সিকান হুয়ানই কি তোমার ফোরম্যান থাকবে নাকি! লম্বা ট্রেইলে ঝামেলা হবে না মেক্সিকান কেউ ফোরম্যান থাকলে?'

'অনেকদিন ধরে ওকে আমি চিনি,' জবাব দিল মাইক। 'আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল, তাছাড়া কাজ ভাল বোঝে। হ্যাঁ, ও-ই সেগুয়েন্ডো থাকবে।'

'বেশ অনেক দিন তুমি টেক্সাসের বাইরে ছিলে,' নরম গলায় বলল এব। 'কিছু ব্যাপার হয়তো ভুলে গেছ তুমি। টেক্সানদের বেশিরভাগই কোন মেক্সিকানের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে চাইবে না। তোমার ক্রুদের মধ্যেও তেমন লোক থাকা স্বাভাবিক।'

'যদি থাকে তাহলে তাকে চাকরি থেকে বের করে দেব।'

আর এই বিষয়ে কথা বলল না র‍্যাঞ্চারদের কেউ। একটু পর

তাদের ছেড়ে কাউবয়দের ডাক দিয়ে জড় করল মাইক, জানাল পেকের দোকান থেকে কোন রসদ আনতে পারেনি, ট্রেইলে একই খাবার খেতে হবে দিনের পর দিন। এখনই জানিয়ে রাখা ভাল। পরে কেউ আপত্তি জানাতে পারবে না।

*

পরদিন রোববার লস্ট ক্রীক থেকে ক্যানসাসের উদ্দেশে রওনা হলো মাইক বোল্ডারের গরুর পাল। অনেকে বলে দিনটা যাত্রার জন্যে শুভ নয়। ঈশ্বর এই দিনটাকে প্রার্থনার জন্যে রেখেছেন। কালাহানের আগেই ট্রেইলে নামতে চেয়ে ওসব কুসংস্কার পাত্তা দেয়া হয়ে ওঠেনি মাইকের। কালাহানের গরুর পালও শীঘ্রি রওনা হবে। দুই পাল গরু একই রেঞ্জে চরেছে এতদিন। এখন একটু ছাড় পেলেই পুরোনো সম্পর্ক নতুন করে ঝালাই করতে চাইবে। এক হয়ে যাবে পাল দুটো। ওদের বেছে আলাদা করতে অনেক সময় নষ্ট হবে। মুখ কালাকালি হওয়া তো নিশ্চিত। ক্যানসাসের অ্যাবিলিনে পৌঁছার আগে একদিন নষ্ট করারও ইচ্ছে নেই মাইকের। কাউবয় আর র‍্যাঞ্চারদের কথার জবাবে ও বলেছে ঈশ্বর ওদের সমস্যা সম্বন্ধে ভাল করেই জানেন। রবিবার কাজে রওনা হওয়ায় তিনি খুব একটা রাগ করবেন না।

কুসংস্কারাচ্ছন্নদের বিরোধিতার মুখে রওনা হলেও ড্রাইভের শুরুটা ভাল হলো। সবাই চরম বিশৃঙ্খলা আশা করছিল বলেই প্রত্যেকে সাধ্যমতো খেটেছে। ড্রাইভের শুরুটা চমৎকার হওয়ার সেটাই কারণ। এক মাইল দীর্ঘ হয়েছে গরুর লাইন। পেছন থেকে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে র‍্যাঙলার। বিরাট একটা বাছুর নিজেকে দলের নেতা ভেবে নিয়েছে। আগে আগে চলেছে ওটা মাথা দোলাতে দোলাতে। অন্য বাছুরগুলো সঙ্গী বেছে নিয়েছে। পাশাপাশি দুটো বা চারটে করে হাঁটছে বাছুরগুলো।

গরুগুলোকে দীর্ঘ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করতে প্রথম কয়েকদিন দ্রুত এগোল ওরা। কাউবয় আর তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন গরুর পাল

দৈনিক একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পেরোতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। পথে ঘাসের কোন অভাব নেই। চলতে চলতে পেট পুরে খাচ্ছে গরুর পাল। ইতোমধ্যেই ওগুলোর গায়ে মাংস লাগতে শুরু করেছে।

লকহার্টে পৌঁছে বাড়তি ঘোড়া বেচে দিল মাইক। যে টাকা পেল তা দিয়ে রসদ কিনল। এতদিনে কূকের মুখে হাসি ফুটল। ক্রুরাও খুশি তামাকের যোগান পেয়ে। রসদ পাওয়ার পর সবার মনোবলও যেন বেড়ে গেছে। ওরা অনুভব করল কাজের একটা গতি স্থির হয়েছে ওদের। নিজের কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করছে হুয়ান বোজাক। ক্রুদের বাড়তি আনন্দও দিচ্ছে। সঙ্গে করে একটা গিটার এনেছে সে। চটুল গান গাইছে অবসর সময়ে। তাকে ঘিরে জমিয়ে আড্ডা বসে সন্ধের পর।

মাইকের কাছে স্বীকার করেছে হুয়ান, চটুল গান শিখেছে সে ড্রাইভ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে। উদ্দেশ্য: ক্রুদের মন জয় করা। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে, ধূসর হয়ে গেছে আকাশ। মাইক আর হুয়ান দু'জন এখন গরুর পালের আগে আগে চলেছে। আজকে রাতের মতো বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজছে ওরা।

নিরবতা কাটাতে গিয়ে গানের কথা হচ্ছিল ওদের মাঝে। মনের কথা বলে ফেলল হুয়ান। 'যদিও টেক্সাসের গান আমার ভাল লাগে না, তবুও গাই কারণ মেক্সিকোর গান আবার টেক্সানরা পছন্দ করে না।'

'মেক্সিকান গান আমার কিন্তু খারাপ লাগে না।' সামনে তাকিয়ে আছে মাইক।

'তুমি তো মেক্সিকোতে ছিলে কিছুদিন,' বলল হুয়ান, 'সেকারণে মেক্সিকান গান ভাল লাগে। স্প্যানিশ না জানলে ভাল লাগত না।'

'পারি কাজ চালাবার মতো। গানের কথা অতশত বুঝি না।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল হুয়ান, মাইল খানেক দূরের একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'সামনের ওখানটা আমার পছন্দ হচ্ছে। পরখ করে দেখতে যাচ্ছি আমি। আমার ঘোড়াটার একটু দৌড়ানোও দরকার।'

স্পারের খোঁচা খেয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটল মেক্সিকানের ঘোড়া। পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল মাইক, অতীতের কথা ভাবছে। প্রথম পরিচয়ের দিনই পরস্পরকে ভাল মতো বুঝে নিয়েছিল ওরা। দু'জনই পৌরুষ দীপ্ত। দু'জনই সাহসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দু'জন দু'জনকে যাচাই করে নিয়েছিল প্রথম কয়েক মিনিটে। পরস্পরকে পছন্দ করে ওরা। যদিও দু'জনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু মিলও আছে অনেক।

হুয়ান যখন গেছে তখন চিন্তার কোন কারণ নেই, ঠিকই ভাল একটা জায়গা বাছবে। ফিরতি পথ ধরল মাইক। আপন মনে বিড়বিড় করল, 'এরচেয়ে ভাল ক্রু আর পেতাম না।'

অবশ্য সেকথা এখনই বলা উচিত হলো না। সামনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শেষে বোঝা যাবে সত্যিই ওর ক্রুরা কতটা দক্ষ। কালাহানের কথা মনে পড়ল ওর। লোকটা নিশ্চই সঙ্গে করে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হবে না। ক্যাটল ড্রাইভে মেয়েদের কোন স্থান নেই। এ পুরুষের কাজ। শক্ত পুরুষের। মেয়ে থাকলে দলে হিংসাহিংসি মারামারি লাগার প্রবল সম্ভাবনা। বিশেষ করে কালাহানের ক্রুদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা বেশি। কালাহানের লোকগুলো বেশিরভাগই গানম্যান।

'ওই মেয়েকে নিয়ে আমার চিন্তা না করলেও চলবে,' নিজেকে ধমক দিল মাইক।

*

কয়েক দিন পর অস্টিনের উত্তর দিয়ে কলোরাডো নদী পার হলো ওরা। একে একে পাশ কাটাল রাউন্ড রক, জর্জটাউন, স্যালাডো শহর, পৌঁছে গেল ব্রাজোসের কাছে। ক্লেবার্নের পশ্চিম দিয়ে

ব্রাজোস পেরোল। তিনদিন পর ফোর্ট ওয়র্থের পুবে হেল্‌স্‌ হাফ এক্‌র পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল।

ফোর্ট ওয়র্থ পার হবার পর শুরু হলো ঘোড়াচোরদের দৌরাত্ম। সাধারণ চোর বলা যাবে না তাদের। অতি দুঃসাহসী ডাকাতের ছোট ভাই বললে বরং মানায়। রাতে তারা আসে। প্রহরীর চোখ এড়িয়ে করাল থেকে কয়েকটা করে ঘোড়া বের করে নিয়ে যায়। পাহারার ব্যবস্থা আরও জোরদার করে ঘোড়াচুরি কমানো হলো। এদিকে গোল হয়ে আসছে চাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো এতই বেড়ে গেল যে কোমাঞ্চিদের পক্ষেও আর ক্যাম্পের ধারে কাছে যাওয়া সহজ হতো না। ঘোড়া চুরি বন্ধ হয়ে গেল।

বৃষ্টি, ঝড়-বাদল, প্রখর রোদের কথা বাদ দিলে মোটামুটি ভালই আছে ওরা।

রেড রিভারে প্রথম ক্ষতির সম্মুখীন হলো অভিযাত্রীরা। দু'দিন লাগল গরুর পুরো পালটাকে নদী পার করতে। পানিতে ডুবে মারা গেল সাতটা গরু।

শুরু হলো ইন্ডিয়ান টেরিটোরি। আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। নির্বিঘ্নে যদিও পার হওয়া গেল এলাকাটা। নেশন বীভার ক্রীক, রাশ স্প্রিংস পার হয়ে ওয়াশিটা ক্রসিং। মাঝেমধ্যে ইন্ডিয়ানদের ছোট ছোট দলের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে ওদের। দুটো একটা গরু দান করেই ঝামেলা এড়ানো গেছে।

একটানা চল্লিশদিন পার হয়ে গেছে, এখনও অন্য কোন গরুর পাল দেখেনি ওরা। এবছর ড্রাইভ করার সাহস করে উঠতে পেরেছে খুব কম র‍্যাঞ্চার।

ক্যানাডিয়ান রিভারের সাউথ ফর্ক পার হলো ওরা। ক্রুরা খুশি। আর কয়েকদিন পরই অ্যাবিলিনে পৌঁছে যাবে গরুর পাল। শহরে পৌঁছে কে কি করবে সেটা নিয়ে গালগল্প চলছে গত দু'দিন ধরে। ওরা জানে না কত ভয়ঙ্কর বিপদ সামনে ওঁৎ পেতে আছে।

তিন

'আগন্তুক!' চেঁচিয়ে জানান দিল বোজাক। অনেকদূর সামনে ছিল সে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে এখন।

দলনেতা গরুটার পাশে পাশে চলছে মাইক, চোখ সরু করে আগুয়ান মেক্সিকানের দিকে তাকাল। বিকেল চারটে বাজে। এবড়োখেবড়ো জমিতে আছে এখন ওরা। মাঝে মাঝে জন্মেছে ওক গাছ। জমিতে ঢেউ খেলিয়েছে ব্লুস্টেম ঘাস। বাঁশেরই ছোট সংস্করণ।

একসঙ্গে আসছে দলটা। বোজাকের বেশি পিছে নেই। বেশির ভাগেরই মুখে দাড়ি। দীর্ঘ চুল কাঁধে লুটাচ্ছে। জামাকাপড় অপরিচ্ছন্ন, নোংরা। ঘোড়াগুলো যদিও দেখার মতো। তেজী ঘোড়া প্রত্যেকটা। তাদের আরোহীরা সব কয়জন অস্ত্র বহন করছে। সব কয়জনের হাত হোলস্টারের কাছে।

'জে-হকার্স?' বোজাক কাছে চলে আসায় জিজ্ঞেস করল মাইক। 'ওরা জে-কোর্স?' ওর গলা শান্ত, কিন্তু চেহারা থেকে উত্তেজনার ছাপ দূর করতে পারেনি।

'হ্যাঁ।' শক্ত হাতে রাশ ধরে ঘোড়াটাকে অগ্রসরমান দলটার দিকে ফেরাল বোজাক। 'আগেও এদের মতো লোক দেখেছি আমি। জে-হকার্স, কোন সন্দেহ নেই।'

মাইকের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে সামনের লোকটা তার ডান হাত উঁচু করল। সঙ্গীরা প্রত্যেকে ইশারা পেয়ে থামল তার

পেছনে। মোটমাট ছয়জন। সামনের লোকটাই দলনেতা। হ্যাটের বদলে মাথায় সবুজ একটা রুমাল বেঁধেছে সে। উরুর দু'পাশে ঝুলছে দুটো সিক্সগান। বেল্টের ডানদিকে একটা বড়সড় ছোরাও আছে। বাকস্কিনের স্ক্যাবার্ড থেকে উঁকি দিচ্ছে কারবাইনের নল। ওটার পাশে দেখা যাচ্ছে একটা দোনলা বন্দুক।

সময় নষ্ট না করে সরাসরি কাজের কথা পাড়ল সে। 'এই গরুর পাল আর এগোবে না। তোমাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হলো।'

'আইনের লোক তোমরা?' জিজ্ঞেস করল মাইক। জবাবটা কি হবে তা জানে।

'টেক্সাসের গরুর জ্বর রোগ থেকে ক্যানসাসকে বাঁচাচ্ছি আমরা। তোমাদের গরু আটক করা হবে।'

নরম গলায় আপত্তি জানাল মাইক, 'আমরা এখনও ইন্ডিয়ানদের অঞ্চলে আছি। ক্যানসাসের আইন এখানে খাটবে না।'

জবাবটা শুনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকগুলো। স্যাডলে কুঁজো হয়ে আরাম করে বসে আছে। জানে তাদের বাধা দেবার মতো কেউ নেই। ঝুঁকিহীন কাজ। কোন বিপদ হবে না।

'কাজ শুরু করো,' বলেই স্ক্যাবার্ড থেকে বন্দুকটা বের করল দলনেতা। এখনই গরুর পালে গুলি করবে যাতে গরুগুলো উল্টোদিকে ছুট দেয়।

একবার স্ট্যাম্পিড শুরু হয়ে গেলে সহজে আর থামানো যাবে না। কোনরকম সতর্ক না করেই সিক্সগান ড্র করল মাইক। ট্রিগারে চেপে বসল ওর আঙুল।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে হুয়ান বোজাক, মাটিতে পা ছোঁয়ার আগেই দু'হাতে সিক্সগান বের করে আনল। উরুর পাশে একটাই মাত্র হোলস্টার রাখে সে। দ্বিতীয় অস্ত্র কোথা থেকে বের করল সেটা সে-ই জানে।

মাইক আর বোজাক একই সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জে-হকারদের দল। ঘোড়াগুলো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেগুলোকে সামলানোর ফাঁকে পাল্টা গুলি শুরু করল তারা। লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না কেউ। ঘোড়াগুলো নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জে-হকারদের নেতা পরপর দুটো গুলি খেয়ে স্যাডল থেকে পড়ে গেল। একটা পা আটকে গেছে স্টিরাপে। ঘোড়াটা তাকে পাথুরে জমির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। আগেই মারা গেছে লোকটা, নতুন করে ব্যথা পেতে হলো না। চেঁচিয়ে গাল দিচ্ছে একজন। ঘোড়ার লাফালাফিতে স্যাডল থেকে খসে পড়ে গেল। করুণ মৃত্যু। শরীরটা থেঁতলে গেল ঘোড়াগুলোর খুরের তলায়। সাহায্য চেয়ে চেঁচাল একজন। মাঝপথে চিৎকার থেমে গেল। বুকে গুলি খেয়েছে। কেউ কারও দিকে তাকানোর সময় নেই। মাইক আর বোজাক মুহূর্মুহূ গুলি করছে। সিক্সগান খালি হতেই রাইফেল বের করে পরপর তিনটে গুলি করল মাইক। তারপর ঘোড়াটাকে সামলাতে তাকে রাশ ধরে যুঝতে হলো। নিজের অস্ত্রের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সামনে বাড়ছে বোজাক। দক্ষ পিস্তলবাজ। একটা গুলিও ফস্কাচ্ছে না। গরুর পালের পাশে যেকজন কাউবয় ছিল তারাও ঘোড়া ছুটিয়ে লড়াইতে অংশ নিতে আসছে।

ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল দু'জন জে-হকার। পেছন থেকে তাদের গুলি করল না কেউ। মনে হলো মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল এতবড় লড়াই।

'চারটা খতম,' মাইকের পাশে এসে ক্লান্ত স্বরে বিড়বিড় করল বোজাক।

'জানতাম তোমার ওপর ভরসা করা যায়,' জবাবে বলল মাইক।

পরস্পরের চোখে তাকাল ওরা। হাসল হুয়ান। বলল, 'আমিও

জানতাম আমার সঙ্গীর ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারি।'

'ঈশ্বর!' উত্তেজিত কাঁপা গলায় বলল এক কাউবয়। 'লাশগুলো নিয়ে কি করব আমরা?'

'কবর দেব,' বলল মাইক। 'যত খারাপ লোকই হোক, মানুষ ওরা। এমনি ফেলে চলে গেলে শকুনের খাবার হবে।...মনে হয় না এদের সঙ্গীরা ফিরে এসে কবর দেবে।'

আধঘণ্টা ব্যয় হলো জে-হকারদের কবর দিতে। মাইক সিদ্ধান্ত নিল আজকে চাঁদের আলোয় রাতে গরুর পাল এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কথাটা কাউবয়দের জানাতেই গাঁইগুঁই শুরু করল সবাই।

'কি! রাতে সাপার খাব না!'

'রাতে আবার কিসের ট্রেইল ড্রাইভ।'

'রাতে না এগোলে হয় না!'

সবার আপত্তি শোনার পর মাইক বলল, 'আজকে রাতে বিসকুট দিয়ে খাবার পালা সেরে নেব আমরা। যতটা পারা যায় এগিয়ে থাকতে চাই। যারা এসেছিল তারা জে-হকারদের ছোট্ট একটা দল। দল আরও বড় করে ফিরে আসতে পারে ওরা। একবার যদি স্ট্যাম্পিড করায় তাহলে গরু একত্র করতে গিয়ে লড়াইতে হেরে যাব আমরা। এগিয়ে থাকা ভাল। অ্যাবিলিনে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কেউ আমরা নিরাপদ নই, কাজেই সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে।'

যুক্তিযুক্ত কথা। পছন্দ না হলেও যেহেতু উপায় নেই তাই মেনে নিল সবাই। একজন বলল, 'এগিয়ে থেকে তো আর উনিশশো গরু লুকিয়ে রাখতে পারব না, তাহলে এখানেই থামছি না কেন আমরা?'

জবাবটা হুয়ান বোজাক দিল। 'এখানে খোলা জমিতে আক্রমণ করা সোজা। ক্যাম্প যদি করতেই হতো তাহলে সামনে কোন ভাল জায়গা দেখে করতাম। গরু লুকাতে পারব না ঠিকই,

কিন্তু জে-হকারদের উদ্দেশ্য যাতে সহজে পূরণ না হয় সে-ব্যবস্থা করতে পারব।'

সারারাত গরুর পাল খেদিয়ে নিল ওরা। প্রচুর আপত্তি জানাল গরুগুলো। হাঁকডাক করল। কিন্তু কাউবয়দের দক্ষতায় দল ছুট হয়ে পিছিয়ে পড়ে পার পেল না।

ভোরের খানিক আগে পাহাড়ী একটা জায়গা ক্যাম্পের জন্যে পছন্দ হলো মাইক আর বোজাকের। জায়গাটা ট্রেইলে থেকে বেশ দূরে। লুকিয়ে এগোবার উপায় নেই, কাজেই চট করে কেউ হানা দিতে পারবে না। অনেক সময় লাগল ওদের গরুগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় জড় করতে। তারও বেশ অনেকক্ষণ পর শান্ত হয়ে ঘাস চিবুনোতে মন দিল গরুর পাল। চাক ওয়্যাগনটা অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিল, সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা পর ক্যাম্পে পৌঁছুল ওটা। ডাচ ভাষায় কাকে যেন অভিশাপ দিতে দিতে সকালের নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হলো কূক। ততক্ষণে কাউবয়রা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতই ক্লান্ত যে খাবার জন্যে অপেক্ষা করেনি কেউ। প্রথম প্রহরার দায়িত্ব নিয়েছে মাইক আর বোজাক। দু জন দু'পাশ থেকে গরুর পালকে ঘিরে চক্কর মারছে। সামনাসামনি হলে কথা হচ্ছে দু'জনের। এবার দেখা হতে বোজাক কৌতুক করে বলল সাধারণত র‍্যাঞ্চার আর ফোরম্যান ক্রুদের সঙ্গে খাটুনির কাজ ভাগাভাগি করে না।

জবাবে শ্রাগ করল মাইক। 'আমরা না খাটলে খাটবে কে? ছেলেরা চব্বিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘোড়ায় চেপেছে। ঘুমাক ওরা। পালা এলে আমরাও ঘুমিয়ে নেব।'

মাথা ঝাঁকাল বোজাক। 'আগেও বহুবার ঘুম ছাড়া কাটিয়েছি আমি। তুমিও নিশ্চই নির্ঘুম রাত কাটাতে অভ্যস্ত?'

'তা অভ্যস্ত।' স্যাডল হর্নে হাত রেখে সামনে ঝুঁকল মাইক। 'দেরি না করে আজকে বিকেলে আবার রওনা হয়ে যাব আমরা। দিনের আলো শেষ হবার আগেই তাহলে নর্থ ফর্ক পার হতে

পারব।'

'তোমার কি ধারণা রাতে পথ চললে জে-হকারদের আমরা এড়াতে পারব?'

'ধরে নাও এছাড়া আর কোন বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি। রাতে ওরা আমাদের দেখা পাবে সে সম্ভাবনা কম। দিনের বেলা সবাই যদি সতর্ক থাকি তাহলে বিপদের সম্ভাবনা কমে যাবে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না। কিন্তু স্বস্তি পেতাম ক্যানসাসের কাছে পৌঁছে গেলে। আর এক কি দুই রাত, তারপরই ওরা বুঝে যাবে আমাদের উদ্দেশ্য। তখন, মাইক?'

'পরের চিন্তা পরে ভাবা যাবে।'

'ধরো আক্রমণ এলো। অবস্থা যদি খারাপ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমরা কি টেক্সাসে ফেরার চিন্তা মাথায় রাখব?'

'এতদূর আসার পরে? কক্ষনো না।...চলো দু'জনকে ডেকে তুলি। আমাদের পাহারার পালা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে না পড়লে এতক্ষণে নিশ্চই নাস্তা তৈরি করে ফেলেছে কূক।'

*

সূর্যাস্তের আগেই বড় ধরনের কোন গোলমাল ছাড়া নর্থ ফর্ক পার হতে পারল ওরা। উত্তর দিকে চলেছে এখন। বাছুরগুলো নাক কুঁচকে হারানো সঙ্গীদের ডাকাডাকি করছে। নদী পার হবার সময় ওদের সঙ্গী বদল হয়ে গেছে।

নদী পেরোনোর পরই বিদ্রোহ করে বসল কূক। কিছুতেই সে গরুর পালের পেছন পেছন আসবে না। অনেক ধুলো নাকি খেয়েছে সে। যা খেয়েছে যথেষ্ট।

সামনের জমিতে মোটামুটি ভাল ঘাস আছে। খুব একটা ধুলো ওড়ার কথা নয়। কিন্তু কূককে সে কথা কিছুতেই বোঝানো গেল না। তাছাড়া পেছন পেছন যাওয়াতে তার নাকি অপমান হয়েছে। আর কোন অপমান সে সহ্য করতে রাজি নয়। গোবরের গন্ধ তার

অসহ্য লাগে। সোজা জানিয়ে দিল, তাকে যদি গরুর পালের আগে আগে মুক্ত পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিতে না দেয়ার কথা স্থির হয় তাহলে সে এক্ষুণি চাকরি ছেড়ে নিজের পথে রওনা হয়ে যাবে।

বাধ্য হয়ে কূকের কথা শুনতে হলো মাইকের। চাক ওয়্যাগনের নিরাপত্তার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হলো। বিজয়ীর মতো হাসতে হাসতে ওয়্যাগন নিয়ে সামনে চলে গেল কূক।

বোজাক মাইককে সান্ত্বনা দিল, সে নাকি আগেও চাক ওয়্যাগন সামনে রেখে ড্রাইভ করতে দেখেছে। এতে একটা সুবিধাও আছে। বিশ্রামের সময় হলে আগেই ক্যাম্প করে কূক। কাউবয়রা পৌঁছুতে পৌঁছুতে খাবার তৈরি হয়ে যায়। অবশ্য ক্যাম্পের জায়গা বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সেক্ষেত্রে বর্তায় কূকের ওপর।

'চাক ওয়্যাগন আগে যায় সেটা আমিও জানি,' জবাবে বলল মাইক। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের কূক মনের সুখে এগিয়ে যাবে। ও যেখানে ক্যাম্প করবে সেখানে হয়তো পরেরদিন গিয়ে পৌঁছুব আমরা। এমনিতেই হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে লোকটার জুড়ি মেলা ভার।'

ওরা এখন যে ট্রেইলে আছে সে ট্রেইল ধরে গত বছর গরুর বেশ কয়েকটা পাল গেছে। পথে ঘাস নেই। কোথাও কোথাও দেখলে মনে হয় স্টেজ যাওয়ার রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে দেখতে দেখতে অনেকদূর চলে গেল চাক ওয়্যাগন।

এখানে ট্রেইলটা এমনই সোজা যে এমনকি কূকের মতো আনাড়ীও সহজে হারাতে পারবে না। মাঝরাতে একজন কাউবয়কে ওয়্যাগনের পেছনে পাঠাল মাইক। বলে দিল, 'ওকে বোলো আমাদের জন্যে যেন থেমে অপেক্ষা করে। আগে যাওয়ার পর লোকটাকে আমি একবারের জন্যেও দেখিনি।'

কাউবয়ের ফিরতে বেশ দেরি হলো। হাসি মুখে মাইকের সঙ্গে দেখা করল সে। জানাল, তিন মাইল সামনে ওয়্যাগনের দেখা পেয়েছে সে। ইতিমধ্যেই আগুন জ্বেলেছে কূক। কফি চাপিয়েছে। আপন মনে গুনগুন করে গান করতে করতে কাজ করছে সে।

'কফি করছে ভাল কথা,' বলল মাইক। 'কিন্তু আমরা গরু নিয়ে যাওয়ার আগেই ওর আগুন নিভিয়ে ফেলা দরকার।'

রাতে পথ চলায় গরুর পালে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, গোঁয়ার ধরনের কিছু বাছুর ঝামেলা করার তালে আছে, তবুও ঘণ্টায় এক মাইল গতিতে এগোচ্ছে পালটা। যথেষ্ট গতি। কিন্তু মাইকের পাশে এসে হুয়ান বোজাক জানাল এত কম গতিতে জীবনে সে ক্যাটল ড্রাইভ করায়নি।

হাসল মাইক। 'তাই বলে তুমি নিশ্চই চাও না স্ট্যাম্পিড হোক? বিপজ্জনক এলাকা এখনও পার হইনি আমরা। কে জানে তোমার ইচ্ছে মতো গতি হয়তো দেখতে পাবে তুমি।'

একঘণ্টা পর আঙুল তুলে বোজাককে সামনে দেখাল মাইক। 'ওই যে বেয়াড়া কূকের আগুন। ওকে গিয়ে বলো...' বাকিটা বলতে পারল না মাইক। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল। সংবিৎ ফিরে পেতে বলল, 'ঈশ্বর! ওটা...ওটা তো রান্নার আগুন না!' রাশে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াটাকে আগে বাড়াল ও। 'এসো, বোজাক, জলদি!'

গরুর পালকে পেছনে ফেলে ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল মাইক আর বোজাক। বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। ট্রেইলের দু'পাশে গাছ। গাছের মাঝ দিয়ে আগুনটা দেখা যাচ্ছিল। বাঁক ঘুরে হায় হায় করে উঠল বোজাক। 'আরে, হারামজাদা কূক ওয়্যাগনে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে!'

দাউ দাউ করে জ্বলছে ওয়্যাগনটা। এক ঝলক বাতাস বয়ে যাওয়ায় তেজ আরও বাড়ল অগ্নিশিখার। ইতিমধ্যেই ওয়্যাগনের

অর্ধেকটা গনগনে কয়লায় পরিণত হয়েছে। মাইক আর বোজাকের ঘোড়া দুটো বেশ দূরে থামল, সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে। ও দুটোকে ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা।

গেল আমাদের সমস্ত রসদ, তিক্ত মনে ভাবল মাইক। ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো কোথাও নেই। একটা ওক গাছের নিচে ওয়্যাগনটা নিয়ে এসে আগুন ধরানো হয়েছে। আগুনের ঠিক ওপরে গাছের একটা ডালে চোখ আটকে গেল মাইকের। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে বাধল। ডাল থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে ডাচ কূক। একটা শেকল দিয়ে পা বেঁধে গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। পুরো শরীর ঝলসে গেছে। কুঁচকে গেছে চামড়া। বাতাসে চামড়া আর মাংস পোড়ার কটু গন্ধ।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে বলল বোজাক। অস্ত্র বের করে ফেলেছে। সাবধানে চারপাশে নজর বুলাল। 'ইন্ডিয়ান, নাকি...' ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল তার কণ্ঠ। কথা শেষ করতে পারল না।

গলা শুকিয়ে গেছে মাইকের, ঢোক গিলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। একটু পাগলাটে কিসিমের মানুষ হলেও লোক খারাপ ছিল না ডাচ কূক। কোন অস্ত্র ছিল না তার। এমনকি একটা বন্দুকও নয়। অথচ টেক্সাসের ট্রেইল ড্রাইভের সঙ্গে থাকার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাকে। ওরা জে-হকারদের প্রথম আক্রমণ ঠেকিয়েছিল। তার মাশুল দিল বেচারা কূক। 'জে-হকার্স!' বিড়বিড় করে বলল মাইক।

'হয় ইন্ডিয়ান নইলে জে-হকার্স। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আগে গুলি করে মেরে তারপর ঝুলিয়েছে ওকে।'

'তাই যদি হতো তাহলে এত কষ্ট করে লোকটাকে ঝোলাতে যেত না।'

এত বড় নিষ্ঠুরতা মানতে পারল না বোজাক। বলল, 'হয়তো আমাদের হুমকি দেয়ার জন্যে ঝুলিয়েছে। ভয় দেখাতে চেয়েছে। চেয়েছে আমরা যাতে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে যাই।' মুখে হাত

চাপা দিয়ে বমি আটকাল সে। বুঝতে পারছে ওর ধারণা সঠিক নয়।

'ফিরে যাও,' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল মাইক। 'ট্রেইল ছেড়ে দূর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাও গরুর পাল। ততক্ষণে ওকে কবর দিতে পারব আমি। ক্রুরা এ দৃশ্য না দেখলেই ভাল।'

'ওদের জানাবে না? প্রশ্নের জবাব দেবে কিভাবে? ওয়্যাগন নেই, কূক নেই, কোন খাবারও নেই।'

'জানাব। আগে বেচারাকে কবর দিয়ে নিই। ক্রুদের নিয়ে ঘুরতি পথে সামনে এগোও, কাজ সেরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।'

'সাবধান থেকো, জে-হকাররা বেশিদূরে যায়নি হয়তো। ওরা যদি তোমাকে বাগে পায়...'

'জীবিত পাবে না।'

'আমিও তাই দোয়া করি। মরণ যদি থাকে তো আমাদের কাউকে যাতে ওরা জীবিত না পায়।'

*

পরদিন সকালে ক্যাম্প করার পর সব কয়জন কাউবয়কে ডেকে গত রাতের কথা বলল মাইক। কূকের মৃত্যুর বিষয়টা যতটা পারা যায় সংক্ষিপ্ত করে দুঃসংবাদটা জানাল। ছেলেরা আগেই বুঝে ফেলেছে চাক ওয়্যাগনটা গেছে। গরুর পালের দুই পাশে যারা ছিল তারা দূর থেকে আগুনটা দেখেছে। তারা বলেছে অন্যদের। এখন মাইকের কথায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না। প্রায় সবাই শান্ত ভাবে দুঃসংবাদটা নিল। দু'জন তরুণ ক্রুকে শুধু অসুস্থ দেখাল।

'একটা বাছুর জবাই করে ঝলসাও,' বলল মাইক। মনে মনে প্রার্থনা করল ঝলসানোর কথাটা যাতে ক্রুরা খেয়াল না করে। 'এখন থেকে দিনের বেলা এগোব আমরা। এখানে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম, তারপর আবার চলতে শুরু করব।'

'গরুগুলোর ওপর অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে,' একটু পর মাইককে একা পেয়ে বলল বোজাক। 'ওদের রওনা করানো সহজ হবে না। ঝামেলা করবে সর্বক্ষণ।'

'সবার ওপরই অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে,' সায় দিল মাইক। 'কিন্তু বলো আর কি করতে পারি! জে-হকারদের ফাঁকি দিতে হলে কখন আমরা কোথায় আছি সেটা জানতে দেয়া চলবে না।'

'যুদ্ধে তোমার কৌশলটা বেশ কাজে লাগে। যুদ্ধে, ভালবাসায় আর পোকার খেলায়। কাজে লাগে যতক্ষণ তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেটা শত্রুপক্ষ না জানলে।'

'ঠিকই বলেছ। আমি চাচ্ছি ওরা যাতে আগে থেকে জায়গা বেছে অ্যাম্বুশ পাততে না পারে।'

'আমরা যদি শুধু একটু দ্রুত যেতে পারতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোজাক। 'ওরা জানে আমরা কোথায় আছি। আমার অনুভূতি বলছে আমাদের চোখে চোখে রাখা হচ্ছে। ওদের বোকা বানানোর মতো কোন বুদ্ধি আমার মাথায় আসছে না।'

'এখানে কিছু করার উপায় নেই,' ভাবনাজড়িত স্বরে বলল মাইক। 'তবে আজকে আমরা ট্রেইলে চলব না। এভাবে ওদের খানিকটা অনিশ্চিত করে তুলতে পারব। সহজে অ্যাম্বুশ করতে পারবে না। ওরা জানে না আমরা ঠিক কোনদিক দিয়ে যাব।'

গরুগুলোর ব্যাপারে ওদের ধারণাই সঠিক হলো। গোলমাল শুরু করল গরুর পাল। কিছুতেই এগোতে চায় না। সারারাত হেঁটেছে, এখন বিশ্রাম চাইছে। এঁড়ে বাছুরগুলো প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে কিছু ষাঁড়। ওদের বশ করে রওনা হতে হতে প্রায় বিকেল হয়ে এলো।

ট্রেইল ছেড়ে সরে আসায় ঝামেলা আরও বেড়েছে। ঘন জঙ্গলের কারণে গরুর পাল ছড়িয়ে যেতে চাইছে। মাঝে মাঝেই আছে দু'পাড়ে ঘন ঝোপ সমৃদ্ধ ক্রীক। ওগুলো পার হতে গিয়ে গতি যাচ্ছে কমে। কাউবয়রা একে অন্যের ওপর বিরক্ত হয়ে

উঠছে, এ ওর দোষ ধরছে, মেজাজ দেখাচ্ছে। ঘোড়াগুলোও খেপে উঠেছে। তাদের মনোভাবের ছোঁয়া লেগেছে যেন গরুর পালে। ট্রেইল ছেড়ে আসায় বিপদ আরও আছে। মাইক চোখের আড়ালে গেলেই কাউবয়রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে কোনদিকে যাবে। বারবার পিছিয়ে কাউবয়দের পথের নির্দেশ দিতে হচ্ছে মাইককে।

এরকম একবার মাইক ফিরতেই তার পাশে চলে এলো হুয়ান বোজাক, নিচু স্বরে বলল, 'তোমার টেক্সান ক্রুদের তোমাকে প্রয়োজন। কূকের পরিণতি ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সামনে কি আছে, কি ঘটে এসব ভেবে মাথা গরম করছে।'

'ওদের তুমি সামলাতে পারবে না?'

'চেষ্টা করেছি। কি শুনতে হয়েছে, জানো? এই প্রথম ওদের মুখে শুনলাম আমি মেক্সিকান। আমার নির্দেশ মানতে ওরা বাধ্য নয়। বিদ্রোহটা একজন করেনি–সবাই।'

'ঠিক আছে,' বলল মাইক, 'তুমি আমার জায়গা নাও। এখন আমরা ট্রেইলের এক মাইল পাশে আছি। এভাবেই এগিয়ো।' গরুর পালের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। ভ্রূ কুঁচকে আছে। বোজাকের প্রতি ক্রুদের আচরণ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। জাতিগত পার্থক্য নিয়ে সুস্থ মানুষ গোলমাল পাকায় না। মানুষ তো মানুষই। কিন্তু বর্তমান এই কঠিন পরিস্থিতিতে বেসামাল হয়ে গেছে ক্রুরা। আশ্চর্যের বিষয় যে বোজাক নিজে এখনও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে। ক্রুদের সঙ্গে আর কখনোই স্বাভাবিক হবে না ওর সম্পর্ক। সেজন্যে ড্রাইভের ক্ষতি হবে তা অবশ্য মনে হয় না। ক্রুরা সবাই কাউবয় হিসেবে যথেষ্ট দক্ষ।

কাউবয়দের পাশ কাটানোর সময় ক্ষণিকের জন্যে থামছে মাইক, হালকা দু'একটা কথা বলছে। ভঙ্গিটা এমনই যেন কোন কিছু ঘটেনি। মারা যায়নি কূক, পুড়িয়ে দেয়া হয়নি ওয়্যাগন, বোজাকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়নি। মাইক জানে, সহজ

আচরণ দিয়ে ছেলেদের একজোট রাখতে হবে। দীর্ঘ কঠিন যাত্রায় সামান্য কারণেই বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে, দানা বেঁধে উঠতে পারে অসন্তোষ, ব্যহত হতে পারে ড্রাইভের আসল উদ্দেশ্য।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। এরমধ্যে একবারও দেখা দেয়নি হুয়ান বোজাক। সামনের কাউবয়রা দিশেহারা বোধ করছে। বুঝতে পারছে না কোনদিকে নিয়ে যাবে গরুর পাল।

মাইককে দেখে সামনের কাউবয় বলে উঠল, 'তোমার মেক্সিকান ভেগেছে নিশ্চই!'

'ব্যাটা জে-হকার কিনা কে জানে!' মন্তব্য করল পাশের জন।

'ঝগড়াটে বাচ্চাদের মতো আচরণ কোরো না,' তিরস্কারের সুরে বলল মাইক। 'মনে হচ্ছে বাড়ি ফেরার দেরি হওয়ায় জেদ করে বাজে বকছ। ঠিকই ফিরবে হুয়ান। আরও সামনে স্কাউটিং করছে বলে দেরি হচ্ছে নিশ্চই।'

আরও দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, ফিরল না হুয়ান বোজাক। চিন্তিত হয়ে উঠল মাইক। পালাবে না হুয়ান, এটা নিশ্চিত। কাউবয়রা ধারণা করছে বোজাক আসলে জে-হকারদের দলের লোক। মরে গেলেও একথা মানতে পারবে না মাইক। বোজাককে চেনে সে। বিশ্বাসঘাতকতা করার মানুষ নয় বোজাক। কিন্তু বোজাক ফিরছে না। গেল কোথায় লোকটা? নিশ্চই কোন বিপদে পড়েছে। কিন্তু কঠোর লোক বোজাক, পিস্তলে তার হাতও চালু, সহজে হার মানার কথা না তার। কি গোলমাল হয়ে থাকতে পারে? গোলাগুলির কোন আওয়াজ হয়নি, কাজেই ধরে নেয়া যায় গোলাগুলি হয়নি। তাহলে কি কাউবয়দের ধারণাই ঠিক? চলে গেছে বোজাক? হতেও পারে। হয়তো ক্রুদের আজকের আচরণ পছন্দ হয়নি বলে চলে গেছে নিজের পথে। কিন্তু তাহলে বলে তো যেত। নাহ্, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

সামনের অশ্বারোহীর পাশে চলে এলো মাইক। সামনের পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, 'ওদিকে গরু নিয়ে এগোতে থাকো।

আমি যাচ্ছি আগে, ক্যাম্পের জায়গা খুঁজে তারপর ফিরব।'

রুক্ষ প্রান্তরে ঝোপ-ঝাড় আগাছা জন্মেছে প্রচুর। বড় গাছেরও অভাব নেই। তবে পাহাড়ের দিকে গাছের সারি কিছুটা হালকা। সেদিকে চলল মাইক। গরুগুলোকে বেশিদূর পেছনে ফেলেও আসেনি, দেখা হয়ে গেল হুয়ান বোজাকের সঙ্গে।

রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা দেখে প্রথমে কিছুই মনে হলো না মাইকের। একটা ওক গাছের ডালের সঙ্গে হাত দুটো বাঁধা হয়েছে। পা দুটোও বাঁধা, মাটি স্পর্শ করেছে। দেখে মনে হচ্ছে হাঁটু ভাঁজ করে বেকায়দা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। মাথা ঝুঁকে আছে বুকের ওপর। গা থেকে শার্টটা খুলে নেয়া হয়েছে। বুক-পেট-পিঠে চামড়া বলতে কিছু নেই। দগদগ করছে লালচে থেঁতলানো মাংস।

দেহটার পাশে ঘোড়া থামাল মাইক। গলা শুকিয়ে কাঠ। বমি এলো। সামলে নিল ও। চুল ধরে মুখটা উঁচু করল। পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকল ক্ষতবিক্ষত চেহারাটার দিকে। তারপর আস্তে করে ছেড়ে দিল চুল। বুকের কাছে নেমে গেল মাথা। স্থাণুর মতো স্যাডলে বসে আছে মাইক। আগুয়ান গরুর দলের আওয়াজ এখন ওর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, চারপাশে কি ঘটছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেহটার দিকে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে হুয়ান বোজাকের মতো সতর্ক একজন দক্ষ পিস্তলবাজ খুন হয়ে গেছে জে-হকারদের হাতে।

কোন না কোন কৌশলে বোজাককে অসতর্ক অবস্থায় পেয়েছিল ওরা। অস্ত্র, ঘোড়া, বুটজুতো, হ্যাট—যা পেয়েছে নিয়ে নিয়েছে। শার্ট খুলে গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধেছে, তারপর পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। থেঁতলে গেছে শরীরটা! অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে বোজাক।

হুয়ান বোজাকের বেল্টের মধ্যে একটা কাগজ। ওটা হাতে

নিয়ে খুলল মাইক। হাত কাঁপছে থরথর করে।

একটা টালি বই থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে কাগজটা। তিনটে শব্দ কেবল লেখা আছে কাগজে:

ধৃত–রায় প্রাপ্ত–বিচারকৃত।

নিষ্ঠুর কৌতুক করেছে নৃশংস তস্করের দল।

চার

সামনের সারির গরুগুলোর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে তাজা রক্তের গন্ধে। তাদের সামলানো বাদ দিয়ে মাইকের পাশে এসে দাঁড়াল কাউবয়রা। কমবয়সী এক কাউবয় হড়হড় করে বমি করে দিল।

মাথা থেকে হ্যাট খুলল মিগুয়েল অ্যাপোডাকা, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লাশের পায়ের কাছে। মাথা দোলাল। বলল, 'ওকে এখানে মারা হয়নি।'

তার দিকে তাকাল মাইক। 'কি করে বুঝলে?'

'এভাবে মারলে চারপাশে রক্তের ছিটে থাকত। রক্ত নেই এখানে।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো মাইক। 'ওরা ওকে এখানে নিয়ে এসে ঝুলিয়ে দিয়েছে যাতে আমাদের চোখে পড়ে।' প্রাথমিক রাগটা কেটে যেতেই সুস্থ ভাবে চিন্তার ক্ষমতা ফিরে পেল ও। 'বেশিক্ষণ আগের কথা নয়। বড়জোর বিশ মিনিট। ওরা এখানে অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে যে আমরা এপথে আসব।

বড় কিছু একটা করতে যাচ্ছে ওরা। বোধহয় হামলা চালাবে।'

সামনের গরুগুলো থেমে যেতেই তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু করল পেছনের গরুগুলো। হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। নাক ঝাড়ছে অস্বস্তিতে। সব কটার চোখ পুব দিকে, যেন ওদিক থেকে আসছে কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

'কিসের গন্ধ পেয়েছে ওরা!' বলল এক কাউবয়। নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকল বাতাসে। 'আমি কিসের গন্ধ পাচ্ছি!'

মাইকও পেল ঘ্রাণ। পুরোনো একটা কৌশলের কথা মনে পড়ে গেল ওর। গরুর পাল স্ট্যাম্পিড করানোর জন্যে যেদিক থেকে গরুর পালের দিকে বাতাস বইছে সেদিক থেকে বাফেলোর পশম পোড়াত ইন্ডিয়ানরা, অস্থির করে তুলত গোটা পালকে। পোড়া গন্ধ নাকে এলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গরু, অস্থির হয়ে যায়। তখন সামান্যতেই তাদের তাড়িয়ে নেয়া সম্ভব।

'গরুর কাছে চলো!' হঠাৎই উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল মাইক। 'পশ্চিমে নিয়ে যেতে হবে ওদের। যেভাবে হোক!' নিজেকে দুষল ও। কাউবয়রা পাল ছেড়ে ওর পাশে চলে এসেছে দেখেই তাদের ফেরত পাঠানো দরকার ছিল। আসলে বোজাকের পরিণতি দেখে মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল, স্বাভাবিক সতর্কতা ভুলে গিয়েছিল ও। এখন বুঝতে পারছে ঠিক এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল জে-হকাররা।

স্ট্যাম্পিড!

গরুগুলো এমনিতেই খেপে আছে। খুব সহজেই ওদের দিশেহারা করে দেয়া যাবে।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে বসে আছে। দীর্ঘ ছায়া পড়েছে গাছগুলোর। স্বল্প আলোয় জ্বলন্ত লণ্ঠনের মতো দেখাচ্ছে উত্তেজিত গরুগুলোর বিস্ফারিত চোখ। সামান্য কিছুতেই এখন স্ট্যাম্পিড হতে পারে। হয়তো কারও মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ল, বা হোঁচট খেল একটা ঘোড়া–একটা গরুও যদি বেদিশা

হয়ে দৌড় দেয়, তাহলে বাকিগুলো অন্ধের মতো সেটাকে অনুসরণ করবে।

সামনের সারির গরুগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সামলানোর চেষ্টা করল মাইক আর কাউবয়রা। শুনতে পাচ্ছে, গরুর পালের পেছন থেকে নেকড়ের মতো করে চেঁচাচ্ছে জে-হকাররা। আওয়াজটা তীক্ষ্ণ, এমনই যে আতঙ্কে দিশে হারাচ্ছে গরুগুলো। সামনের ষাঁড়টা ছুটতে শুরু করল। পেছনে সাগরের উন্মত্ত ঢেউয়ের মতো তেড়ে আসছে গরুর পাল। ডাকছে গলা ছেড়ে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘোড়া আর অশ্বারোহীদের। একজন কাউবয় গুলি ছুঁড়ে গরুর পালকে অন্যদিকে ফেরাতে চাইল। নলের মাথায় আগুনের ঝিলিক দেখা গেল শুধু, খুরের আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গেছে সিক্সগানের হুঙ্কার। মাটি কাঁপছে ছুটন্ত গরুর পায়ের নিচে। খটাখট আওয়াজ হচ্ছে শিঙের সঙ্গে শিং বাড়ি খাওয়ায়।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল মাইকের ঘোড়া, ঘুরেই ছুট দিল, দিশেহারা গরুর পালের আগে থাকতে চাইছে। দ্রুত এক পাশে সরল। সামনে ঝোপের বাধা, একেবারে নিরেট দেয়ালের মতো। সোজা সেঁধাতে চেষ্টা করল ঝোপের ভেতরে। এতই ঘন ঝোপ যে একটা পাখিও ওটায় বাসা বাঁধতে পারবে না। দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখল মাইক। দু'পাশে ছুটন্ত গরু। ঝোপ-ঝাড় মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। ওর ঘোড়াটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে গরুগুলোর কাছ থেকে দূরে সরতে। ঝোপ পেছনে ফেলার আগেই দু'বার পড়তে পড়তে বেঁচে গেল মাইক। এখনও ওর মনের কোণে ক্ষীণ আশা আছে, হয়তো গরুগুলোকে রাউন্ডআপ করা যাবে। যদিও ও নিজেই জানে, তা সম্ভব নয়। এতক্ষণে গরুর পাল ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তে। জে-হকাররা না থাকলেও ওগুলোকে আবার রাউন্ডআপ করা কঠিন হতো। কাউবয়দের কি অবস্থা ঈশ্বর জানেন!

ওর ঘোড়াটাও দিশে হারিয়েছে। কোনদিকে যাবে বুঝে

উঠতে পারছে না। যেদিকেই যাক, সব জায়গাই একই রকম বিপজ্জনক।

তিন জন অশ্বারোহী মাইককে মনস্থির করতে সাহায্য করল। এক ঝাড় ওক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা। সত্তর গজ দূরে। মাইককে চিনতে পেরেই ঘোড়া থামাল, রাইফেল বের করল তারা তাড়াহুড়ো করে। তাদের সঙ্গে অযথা লড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মাইকের, স্ট্যালিয়নটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গরুর পালের কি অবস্থা দেখতে ছুটল ও। ওর কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস তুলে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। রাইফেলের আওয়াজটা বাম দিক থেকে এলো। পশ্চিমে ডুবন্ত সূর্যের পটভূমিতে আরও দু'জন অশ্বারোহীকে থেমে দাঁড়াতে দেখল মাইক। তারা রাইফেল তোলার আগেই একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ওর ঘোড়াটা। ভাব দেখে মনে হলো কোথায় যাচ্ছে তা জানে।

ইতোমধ্যে বজ্রপাতের মতো আওয়াজটা দূরে চলে গেছে, ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের নেকড়ের ডাক। বাপ-মা তুলে লোকগুলোকে গাল দিল মাইক। হারামজাদারা এখনও গরুগুলোকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে ওগুলো।

আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেল ও। কাছিয়ে আসছে, ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠছে। দ্রুত গতিতে ছুটছে একপাল ঘোড়া। কান খাড়া হয়ে গেল ওর স্ট্যালিয়নটার। দিক বদলে শব্দ লক্ষ্য করে এগোল। লম্বা লম্বা লাফে পার হয়ে যাচ্ছে খানাখন্দ, ঝোপ-ঝাড়। শীঘ্রিই ঘোড়ার দলের দেখা পেয়ে গেল ওরা। স্ট্যালিয়নটার ভাব দেখে বেশ গর্বিত মনে হলো মাইকের, এত দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছেছে। মাইক নিজে খুশি হতে পারল না। দিন শেষের আবছা আলোয় দেখল ঘোড়ার দলের পেছনে ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে একদল জে-হকার।

স্ট্যালিয়নটা ঘোড়াগুলোর সঙ্গে ভিড়তে চাইছে। ওটার

মতলব টের পেয়ে রাশে টান দিয়ে ঘোড়ার মুখ অন্যদিকে ফেরাল মাইক। সিক্সগান বের করে জে-হকারদের লক্ষ্য করে গুলি করল। জবাব দিল একসঙ্গে সাত-আটটা রাইফেল। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে নির্দেশ পালন করছিল স্ট্যালিয়নটা, গুলির আওয়াজে মাথা থেকে ত্যাড়ামি দূর হয়ে গেল, ঝেড়ে দৌড় দিল ওটা কাছের ঝোপ লক্ষ্য করে। দেখতে দেখতে মাইককে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতরে।

*

পরদিন মাঝ সকালে ঘোড়ার দাগ অনুসরণ করে একটা গালচে পৌঁছুল মাইক, দলের চারজন কাউবয়ের দেখা পেল সেখানে। লুকিয়ে আছে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলো। ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে ঘন ঝোপে। প্রথম সুযোগেই এই অপরিচিত এলাকা পার হয়ে বাড়ির পথ ধরবে। এখনও বাইরে বের হওয়া নিরাপদ বলে মনে করছে না কেউ। আউট-লরা আশেপাশেই থাকতে পারে।

'আমি গরুর পালের সঙ্গেই ছিলাম,' বলল টম স্পিটেল। 'তারপর ওরা গুলি করল আমাকে। ব্র্যাঞ্চ আমাকে তুলে না নিয়ে এলে মারা পড়তাম। মাঝরাত পর্যন্ত আমাদের ধাওয়া করেছে জে-হকাররা।'

ব্র্যাঞ্চের বয়স বেশি। কম কথা বলে। শুধু বলল, 'অনেক খুঁজেছে ওরা আমাদের, ঘুমাতে দেয়নি, সর্বক্ষণ সরে যেতে হয়েছে।'

'আমি নিজেও ঘুমাতে পারিনি,' বলল মাইক। 'অন্যদের কি খবর, কেউ জানো?'

পা থেকে প্রিকলি পেয়ারের কাঁটা বের করছে তরুণ বব হিল্ডেস, এমনিতে সে হাসিখুশি, কিন্তু এখন অত্যন্ত গম্ভীর। বলল, 'ভোরে ওদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আলাপ করে বুঝলাম অ্যাবিলিনে যাবে ওরা। আমিও ওদের সঙ্গে যেতাম, কিন্তু টম অসুস্থ বলে শেষ পর্যন্ত আর যাইনি। আজ রাতে রওনা হবো

আমরা।'

'অ্যাবিলিনে? কোন গরু ছাড়াই?'

'ওখানে হয়তো কাজ মিলতে পারে।'

ব্র্যাঞ্চ বলল, 'সত্যি কথা বলতে গেলে, বাড়ি ফিরতে পারছি না আমরা লজ্জায়। কি করে মুখ দেখাব? গরুর পাল হরিয়েছি আমরা। সবকয়জন র‍্যাঞ্চার এখন পথের ফকির। আমাদের বিশ্বাস করে আস্থা রেখেছিল ওরা।'

'দায়িত্ব আমার ওপর ছিল,' বলল মাইক। 'আমি তোমাদের ট্রেইল বস্।'

'কিসের বস্, মাইক!' তিক্ত স্বরে বলল স্পিটেল। 'সব শেষ। গরু, ওয়্যাগন, রসদ–সব। দলের অর্ধেক কাউবয় আহত। একটার বেশি ঘোড়া অবশিষ্ট নেই কারও। ঘোড়াগুলো পৌঁছে গেছে ক্লান্তির শেষ সীমায়। মুখ দেখাতে পারব না বলে বাড়ি ফিরতে পারছি না আমরা কেউ। এক কথায় বলতে গেলে, হেরে ভূত হয়ে গেছি আমরা।'

'সবাইকে ফকির বানিয়ে দিয়েছি আমরা!' আফসোস করে বলল হিন্ডেস। 'আমিও বাড়ি ফিরছি না আর জীবনে।'

'তুমি?' মাইকের দিকে তাকাল ব্র্যাঞ্চ। 'তুমি দেশে ফিরবে?'

মাথা নাড়ল নিরব মাইক, তারপর গম্ভীর চেহারায় বলল, 'গরুর পালটা খুঁজে বের করব।'

'আমি বলছি ওগুলো কোথায় আছে,' বলল টম। 'ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে ছড়িয়ে পড়েছে ওগুলো।'

'হয়তো তাই। কিন্তু সেজন্যে হাল ছেড়ে দেব না আমি।'

'তুমি পাগলের মতো কথা বলছ, মাইক! ভুলে গেছ কূকের কি অবস্থা করেছিল ওরা? মনে নেই মেক্সিকানের অবস্থা? তোমাকে পেলে মেরে ফেলার আগে নতুন কোন অত্যাচারের পদ্ধতি আবিষ্কার করবে ওরা।'

সিঞ্চ ঢিলে করেছিল মাইক, এখন আবার শক্ত করে বেঁধে

নিল। দাঁতে দাঁত চেপে বসায় চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। ঘোড়ায় উঠতে গিয়েও থেমে গেল। মানি বেল্টটা খুলল। বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে বলে ব্যক্তিগত কিছু টাকা ওখানে রেখেছিল ও, এমন বেশি কিছু নয়, সেগুলো ব্র্যাঞ্চের হাতে দিয়ে দিল। ঝোপে ভরা এই এলাকায় অনেক দিন থাকতে হতে পারে ওকে। এখানে টাকা-পয়সা কোন কাজে আসবে না। তার চেয়ে কাউবয়দের কাজে লাগবে অ্যাবিলিনে গেলে। কাউকে অনুরোধ করা এখন ওকে মানায় না, বুঝতে পারছে মাইক কাজেই কাউকে সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল না ও। ঘোড়ায় ওঠার পর শুধু বলল, 'টাকা কয়টা অন্যদের সঙ্গে দেখা হলে ভাগ করে দিয়ো।'

'আর তুমি? তুমি গরুর পাল খুঁজবে?'

ক্লান্ত ঘোড়াটার মুখ ফেরাল মাইক। বলল, 'বাঁচতে হলে একটা না একটা কাজ তো মানুষের চাই। হয় শেষ হয়ে যাব, নয়তো গরুচোরদের শেষ দেখে ছাড়ব।'

'বিদায়, মাইক,' বিষণ্ন চেহারায় ওকে বিদায় জানাল কাউবয়রা। ওরা প্রত্যেকেই জানে, সম্ভবত এই শেষবার মাইক বোল্ডারকে দেখছে ওরা। অসমসাহসী লোকটা চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত নিরবে তাকিয়ে থাকল সবাই।

*

তিনদিন প্রেয়ারিতে ঘোরাফেরা করল মাইক। তৃতীয় দিনের শেষে ক্যাম্প করল চ্যাপ্টা পাথরে ভরা একটা প্রান্তরে। পাথরগুলো সামান্য হলেও শীতল কনকনে হাওয়া থেকে আড়াল দিল ওকে। ছোট করে আগুন জ্বালল ও, চামড়া ছিলে দুপুরে শিকার করা খরগোসটা রোস্ট করতে বসল। কাঠির মাথায় দ্রুত রোস্ট হলো ওটা অল্প চর্বিতে। প্রতিদিন খরগোস খেতে খেতে রুচি মরে গেছে ওর, খাচ্ছে স্রেফ কিছু একটা খেতে হয় বলে। এদিক থেকে ওর ঘোড়াটার অবস্থাও একইরকম। দানা খেতে পাচ্ছে না, ঘাস

চিবুচ্ছে শুধু। মাইক এখন আর আগের মতো করে খাটাচ্ছে না সেজন্যে ঘোড়াটাকে।

এই এলাকা চষে দেখেছে ও, গরুর কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তবে ট্র্যাক আছে প্রচুর। ঘোড়া, গরু আর বুটের দাগ। আগামীকাল, ঠিক করেছে মাইক, চিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে শুরু করবে ও। এমনও হতে পারে যে চিহ্ন সব একই জায়গায় গেছে। জে-হকাররা আনন্দের জন্যে গরু স্ট্যাম্পিড করায়নি, স্ট্যাম্পিড করেছে একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে। ভীত গরুগুলোর পিছু নিয়েছে তারা, কোথাও গিয়ে হয়তো ওগুলো রাউন্ডআপ করেছে, তারপর ভাল কোন জায়গা বেছে বদলে নিয়েছে ব্র্যান্ড।

বাতাসের ধাক্কায় চ্যাপ্টা পাথরের ফাঁক ফোকরে বিচিত্র আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে নানা স্বরে ডাকছে হরেক রকম প্রাণী। নীল ধোঁয়া এসে লাগছে মাইকের মুখে। খরগোসটা উল্টো করে আগুনের ওপর ধরল ও। আস্তে আস্তে মাংসে বাদামী রং ধরছে। চিন্তামগ্ন হয়ে আছে ও। ভাবছে, সত্যি যদি গরুর পালের দেখা পাই, কি করব? আইনের আশ্রয় চাইতে ছুটবে? এই এলাকায় ফেডারেল মার্শালরা ছাড়া আইন বলতে কিছু নেই। তাদের কাউকে এপর্যন্ত দেখেনি ও। দেখবে সে আশাও ক্ষীণ।

তাহলে?

নিষ্ফলা চিন্তা থেকে ওকে টেনে কঠোর বাস্তবে নিয়ে এলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। একসঙ্গে আসছে ওরা, বেশ কয়েকজন। এই এলাকায় আর কেউ থাকতে পারে ভুলেও ভাবেনি মাইক, ফলে ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়েছে ও, আগুন জ্বেলেছে খুব একটা সতর্কতার বালাই না রেখে। বাতাসের আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজের জন্যে সতর্ক ছিল না ওর কান। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিয়ে রাইফেলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল মাইক, দ্রুত সরে গেল আগুনের আভার আওতা থেকে।

চারজন ওরা। আগুনের আলোয় খানিক আবছা দেখাচ্ছে, ঘোড়া থামিয়ে সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ভাব দেখে মনে হলো বিপদের প্রথম আভাস পেলেই ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। ওদের একজন গলা ছাড়ল অবশেষে:

'হ্যালো, ক্যাম্পে কেউ আছো?'

'ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এসো,' বলল মাইক। একটা উঁচু পাথরের আড়াল নিয়েছে।

'সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে। নামব?'

'নামো।'

ঘোড়াগুলো কয়েক পা সামনে বাড়াল লোকগুলো। কথা যে বলছে সে বলল, 'আমরা মার্শাল নই। তোমার ভয় পাবার কারণ কি!' লোকটার মাথায় একটা নোংরা ব্যান্ডেজ। ডান চোখের অর্ধেকটাও সেই ব্যান্ডেজে ঢাকা পড়েছে। হ্যাটটা একটা চামড়ার ফিতে থেকে ঝুলছে কাঁধের ওপর। চারজনই কঠোর চেহারার পোড় খাওয়া লোক। মাইকের চোখ বলে দিচ্ছে ওরা গানম্যান।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে সাবধানে সামনে বাড়ল মাইক, কোমরের কাছে আড়াআড়ি ধরে আছে রাইফেল, প্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে ওখান থেকেই গুলি করতে পারবে।

আগন্তুকদের চেহারায় ওর সতর্কতা বোধ শ্রদ্ধার ছাপ এনে দিল। চট করে একবার আগুনের দিকে তাকাল মাইক। পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে খরগোসটা। বিজবিজ আওয়াজ করে তেল-চর্বি পুড়ছে।

'আমার সাপারটা গেল,' নিচু স্বরে বলল মাইক। 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। ঠিক সময়ে এসে সাপারের বারোটা বাজিয়েছ।'

'এই অবস্থা তোমার,' হতাশ গলায় মন্তব্য করল একজন, 'আর আমরা ভেবেছিলাম তুমি কোন টেক্সান র‍্যাঞ্চার, বাড়ি নিয়ে চলেছ গরু বেচা টাকা।' লোকটা মাইকের কাছে ঘোড়া নিয়ে এসেছে। মাটিতে রাখা স্যাডলটা দেখল একবার। ডাবল সিঞ্চটা

দেখেই চোখ বিস্ফারিত হলো। সতর্ক করার সুরে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'টেক্সাসের লোক। টেক্সাসের স্যাডল!'

সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে গেল বাকি তিনজন। অস্ত্রের কাছে হাত চলে গেছে ওদের। ড্র করবে যেকোন মুহূর্তে!

পাঁচ

'হ্যাঁ, টেক্সাসের একটা আউটফিটের সঙ্গে ছিলাম। তখনই এলো মার্শাল হারামজাদা। ফোরম্যানের ঘোড়াটা নিয়ে পালালাম।' হাসল মাইক।

হাসির ছাপ পড়ল আগন্তুকদের চেহারায়। একজন সহানুভূতির সঙ্গে মাথা দোলাল। 'কপাল খারাপ থাকলে এমনই হয়।'

'মিথ্যে বলছে কিনা কে জানে,' মন্তব্য করল আরেকজন।

'আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?' খেপে ওঠার ভান করল মাইক। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। লড়াইয়ের ঝুঁকি থাকলেও টেক্সান না তা বোঝাবার এটাই একমাত্র উপায়। ক্ষুধার্ত ওরা সবাই, ঝগড়াটে হয়ে আছে মানসিকতা। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হলো।

একপা সামনে বাড়ল মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা লোকটা। মাথা উঁচু করল মাইককে ভাল করে দেখার জন্যে। নিচু স্বরে বলল, 'রেগে ওঠা তোমার জন্যে স্বাস্থ্যকর হবে না, বন্ধু।'

'রাগব না তো কি করব! তোমরা কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে

আমার সাপারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। রাগ করার কারণ আছে আমার।'

'আমরা এখানে চারজন। আমাদের রসদও কম। মেজাজ বেশি।'

'হুমকি দিচ্ছ মনে হয়?'

'প্রায় তা-ই।'

'জাহান্নামে যাও!'

হঠাৎ হেসে উঠল ব্যান্ডেজওয়ালা, সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক ফোঁটা বদলায়নি ব্যাটা! চিন্তার কিছু নেই, ওকে অনেকদিন পর দেখলাম বলে একটু বাজিয়ে নিলাম। ওর চেহারা ভোলা যায় না। তার ওপর জাহান্নামে যেতে বলল যখন, বুঝতে পারলাম ও ঠিকই আছে। হাওডি, মাইক বোল্ডার!' হাত বাড়িয়ে দিল সে মাইকের দিকে। হাতটা ধরে ঝাঁকাল মাইক। সে মুখ খোলার আগেই ব্যান্ডেজওয়ালা বলে উঠল, 'আমাকে চিনতে পারছ না? রিচি ম্যাকগিল। অ্যারিজোনার সোনার খনিতে একসঙ্গে গার্ডের চাকরি করেছিলাম কিছুদিন। মনে পড়ে না? ওই যে ইন্ডিয়ানরা হামলা করে আমাদের সব ঘোড়া কেড়ে নিল, তারপর...'

'বাকিটা ওকে বলতে দাও, রিচি,' বলল অতি সতর্ক একজন। 'এমন হতে পারে তুমি ভুল করছ।'

মাইক মাথা দোলাল, হাসছে। 'সুপারস্টিশন মাউন্টিনের কাছে, তাই না? পায়ে হেঁটে পালাতে হয়েছিল আমাদের। সে মাসের বেতন আর কোনদিনই পাইনি।' ব্যান্ডেজটা দেখল ও। 'কি হয়েছে?'

'গাছের নিচু একটা ডালে বাড়ি খেয়েছি অন্ধকারে।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল রিচি। 'ছেলেরা নেমে পড়ো। আমার বন্ধুর ক্যাম্প। গরুর মাংস আর বিস্কুট বের করো, আমরা আজকে খাবার শেয়ার করছি। মদের জাগ বের করো।'

আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, আবার নতুন করে ওটা জ্বালল ওরা, আয়েস করে বসল চারপাশে। শীতের মাঝে গা গরম করতে করতে ধীরেসুস্থে শেষ করল রাতের খাবার। হাতে হাতে ঘুরছে হুইস্কির জাগ। রিচির কথা মাইকের ভালই মনে আছে। আইনের বাইরে খুব একটা যেতে না হলে যেকোন কাজে রিচি রাজি হয়, অবশ্য পয়সার পরিমাণ সন্তোষজনক হতে হবে। একটা সময় রিচির বেলায় একথাগুলো সত্যি ছিল। রিচিকে এক নজর দেখল মাইক। এখন আর ওসব কথা সত্যি নয়। পুরোপুরি অস্ত্র বেচে খাওয়া গানম্যানে পরিণত হয়েছে লোকটা, ওর অভিজ্ঞ চোখ অন্তত তা-ই বলছে। আউট-ল হয়ে গেছে রিচি। মাইককেও সে আউট-লই ভেবেছে। সেকারণে ইদানীংকার ডাকাতি বিষয়ে মুখ খুলল প্রবল উৎসাহের সঙ্গে।

'মিসৌরিতে আমরা ট্রেইন ডাকাতি করতে গিয়েছিলাম,' মাইককে বলল সে। 'কিন্তু পরিবেশ এত গরম হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত এখানে পালিয়ে আসতে হলো। নয়জন ছিলাম আমরা, পাঁচজনকে ধরে ফেলেছে ইউ এস মার্শাল আর তার পাসি। বললে বিশ্বাস করবে না কী কষ্ট হয়েছে মিসৌরি থেকে ক্যানসাসে আসতে। সর্বক্ষণ পেছনে পাসি লেগে ছিল। খাবার ছিল না আমাদের কাছে। শেষে ডাকাতির সোনা ফেলে পালাতে হলো।'

মদের জাগে চুমুক দিল মাইক। 'এখন আর্থিক অবস্থা কেমন?'

'আগের চেয়ে ভাল। এখানে এসে জে-হকারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। এখানে ওরাই রাজা। দারুণ ব্যবসা ফেঁদেছে, টেক্সাসের ট্রেইল ড্রাইভ ডাকাতি করে বড়লোক হয়ে গেছে। চারদিন আগে এক হামলায় দুই হাজার গরু কেড়ে নিয়েছে। চিন্তা করে দেখো, দুই হাজার গরু মানে উত্তরের বাজারে পঁচাত্তর হাজার ডলার! আমরা ওদের সাহায্য করেছি। ওরা বুঝুক, আমরাও ওদের সঙ্গে আছি।'

'টাকার ভাগ পেয়েছ?' অলস গলায় জানতে চাইল মাইক।

'সামান্য। খাবার আর মদ পেয়েছি ফাও। একটু পুরোনো হয়ে গেলে লাভের অংশ বাড়বে। সেরাতে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের, কিন্তু স্ট্যাম্পিডের আওয়াজ ঠিকই শুনেছি। পরে ওদের রাউন্ডআপ করতে সাহায্য করলাম। তখনই মাথায় চোটটা পাই। ব্যথায় মনে হয়েছিল মগজ বের হয়ে গিয়েছে।' আস্তে করে মাথার ব্যান্ডেজটা ছুঁয়ে দেখল রিচি।

'আসলেই হয়তো মগজ বের হয়ে গেছে তোমার,' বলল রিচির এক সঙ্গী। হাসছে না লোকটা। গোমড়া মুখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'হারে স্ট্যাম্পিড!' বলে চলল রিচি পাত্তা না দিয়ে, 'মাঝরাতের অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত চলল ধাওয়া করে গরু নিয়ে যাওয়া। পুরোটা সময় আমরা জে-হকারদের সঙ্গেই ছিলাম। গরুগুলো যখন পাথুরে জমিতে উঠল, আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল একসঙ্গে দশলক্ষ ছুরি শান দিচ্ছে কসাইরা। থাকলে বুঝতে পারতে কেমন আওয়াজ!'

'পরেরবার হয়তো থাকব।'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে সঙ্গে পেলে আমি খুশিই হবো। জাগটা ছাড়ো, মাইক, আমাকেও দু'ঢোক খেতে দাও।' ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক নির্জলা হুইস্কি গিলল রিচি, তারপর বলল, 'এখনও ওদের দলে মিশে যেতে পারিনি আমরা, তবে দেরি হবে না আর বেশিদিন। ওরাই আমাদের এখানে পাঠিয়েছে দলছুট গরু খুঁজে নিয়ে যেতে। কিসের কি, একটা গরুও পাইনি, সব তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওরা আগেই। আসলে ওরা এখনও চায় না গরু কোথায় লুকায় সেটা আমরা জানি।'

'তার মানে এখনও তোমাদের বিশ্বাস করে না ওরা,' মন্তব্য করল মাইক।

'তা নয়,' আপত্তি জানাল রিচি, 'যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা

আমাদের বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আরেকটা দল এলো যাদের কেউ আমাদের চেনে না। আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না ওরা। বলল বিগ বসের অনুমোদন এখনও পাইনি আমরা, কাজেই সন্দেহের আওতার বাইরে নই।'

চোখ বন্ধ করল রিচি। মেলল আবার। বিস্ফারিত চোখে মাইককে দেখল। 'মাইক, তোমাকে আমি দুটো করে দেখছি। আমার আর মদ খাওয়া ঠিক হবে না।' জাগে কর্ক আটকাল। 'জানো, ওরা দল বেঁধে ঘোরে, ওই জে-হকাররা। অ্যারিজোনায় অ্যাপাচি ওয়ার পার্টি যেমন করত, ঠিক তেমন। একটা দলের জন্যে কোন কাজ বেশি শক্ত হয়ে গেলে অন্যদের ডাক পড়ে।'

'বিগ বসকে আমি চিনি,' ঝুঁকি নিয়ে মিথ্যে বলল মাইক। 'সে আসল। তাকে ছাড়া গোটা দল ভেঙে যাবে।'

'ঠিক বলেছ। সবাইকে একেবারে লাইনের রেখেছে সে। আগে জে-হকাররা ছুটকা-ছাটকা কাজ করত, ঘুরে বেড়াত ছোট ছোট দলগুলো। এখন সবাই বিগ বসের নির্দেশে অপারেশনে যায়। লাভের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে সবার। চিন্তা করে দেখো, কত বড় একটা রাজ্য দখল করে রেখেছে লোকটা। গোটা ক্যানসাস সীমান্তে ওর গরু চরছে। পুবে তার বিরাট হেডকোয়ার্টার। আমি অবশ্য এসব আন্দাজে বলছি। এখনও তার কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

পুরোনো খবর ভদ্রতা করে আবার শুনছে এমন ভঙ্গিতে হাই তুলল মাইক। স্পষ্ট বুঝতে পারছে আগুনের উল্টোদিকে বসে ওকে জরিপ করছে তিন আউট-ল। ওরা ট্রেইন ডাকাত। প্রত্যেকের মাথার ওপর দাম ধরা আছে। কাউকে বিশ্বাস করে না। মাইক দেখেছে, মদ খুব কমই খাচ্ছে ওরা। সতর্কতায় কোন ঢিল দিতে নারাজ।

'বিরাট বড় একটা কার্যক্রম,' মন্তব্যের সুরে বলল মাইক। চুরি করা গরু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হেডকোয়ার্টারেই থাকতে পারে।

উপযুক্ত সময়ে সম্ভবত ওগুলো ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়।

মনের ভুলে জাগের কর্ক খুলে আরও দু'ঢোক খেল রিচি। হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছল। 'আর্ল হলিঙ্গার যা করে বড় করেই করে।'

নামটা কোন গুরুত্ব বহন করত না আগে। এখন মনের খাতায় ওই নাম টুকে নিল মাইক। বলল, 'বিরাট মানুষ ওই আর্ল হলিঙ্গার। অত্যন্ত প্রভাবশালী।'

'এমন ভাবে বলছ যেন তাকে তুমি চেনো,' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রিচি। 'ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার জানা নেই তেমন কিছু আমি বলতে পারব না।' বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল। 'ঠিক আছে, এতই যখন জানো তো বলো তো দেখি চোরাই গরু সে কিভাবে বেচে?'

'সব গরুই ব্র্যান্ড বদলে ফেলা যায়। দরকার শুধু ভাল একটা জায়গা, ভাল কয়েকজন কাউবয় আর প্রচুর সময়।' জবাবটা দেয়ার সময়েই টের পেল মাইক, ভুল উত্তর দিয়ে ফেলছে। তিন আউট-ল বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমার চাপাবাজি ধরা পড়ে গেছে।' ওর পাঁজরে গুঁতো দিল রিচি। 'বোকার মতো হামবড়া ভাব দেখাতে গিয়ে ধরা খেয়ে গিয়েছ, দোস্ত! হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে ব্র্যান্ড বদলানো হয় বটে, কিন্তু আসলে বেশিরভাগ সময় কি করা হয় তা তোমার ধারণারও বাইরে।'

'চাপা মেরে সময় সময় পার পাওয়া যায় না।' জোর করে হাসল মাইক।

'বিশেষ করে আমাকে কেউ বোকা বানাতে পারে না।' গর্বের হাসি হাসল রিচি। 'এই হলিঙ্গার এমন কৌশল করে যে চিন্তাও করবে না কেউ। ইন্ডিয়ান রিযার্ভেশনে চামড়া ছেলা গরু সরবরাহের কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছে সে। সরকারী কন্ট্র্যাক্ট। সারা বছরে

পাঁচ হাজার গরু লাগে। দাম দেয়া হয় মাংসের ওজন অনুযায়ী।'

'চামড়া ছাড়া, লবণ মাখানো মাংস,' আস্তে করে মাথা দোলাল মাইক। 'কিন্তু চামড়ার কি হয়? যতদূর জানি মাংস সরবরাহ করার সময় চামড়া জমা দেয়ার নিয়ম আছে। ইন্ডিয়ান এজেন্সি ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। চামড়া গোনা হয়। দেখা হয় ব্র্যান্ড ঠিক আছে কিনা। তারপর চামড়া জমা দেয়া হয় চামড়ার গুদামে।'

'ঠিক। তাহলে বলো কিভাবে হলিঙ্গার গোটা ব্যাপারটা এড়াচ্ছে? নিজের গরু পাঠায় সে। নিজের ব্র্যান্ড। চামড়া পরীক্ষা শেষে ওগুলো ঠিক আছে রায় দেয়া হলে রাতের আঁধারে ওই চামড়া গুদাম থেকে চুরি করে আনে হলিঙ্গারের লোক। ওই চামড়াই পরবর্তী গরুর চালানের সময় আবার দেখানো হয়। যতদিন চামড়া নতুনের মতো থাকে ততদিন ইন্সপেক্টরকে ওরা ওভাবেই বোকা বানায়। তারপর নিজের আরেক পাল গরু পাঠায় হলিঙ্গার। গোটা ব্যাপারটা আবার নতুন করে শুরু হয়।'

'কিন্তু তাহলে তো কেউ না কেউ ধরে ফেলত চামড়ার গুদামে চামড়া কমে যাচ্ছে।'

মদের জাগে আদর করে চাপড় দিল রিচি। হাসছে। বলল, 'বুঝতে পারোনি তুমি। চোরাই গরুর চামড়াগুলো তো বদলে রেখে আসা হয়। ইন্সপেকশন হয়ে যাবার পর দ্বিতীয়বার কেউ চামড়া পরীক্ষা করে না, সোজা চলে যায় ওই চামড়া ট্যানারিতে। চামড়ার গুদামের দায়িত্বে যে আছে সে একটা কমিশন পায় মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে।'

নিজের গরুর পালের কথা ভাবল মাইক। এরা যা বলছে তা সত্যি হলে ওর গরুগুলো স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে পারবে হলিঙ্গার। মুখ ফস্কে বলে বসল, 'এবছরটা টেক্সানদের জন্যে খুব খারাপ একটা বছর।'

সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বিনিময় করল তিন আউট-ল, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পরিস্থিতি বোঝার তুলনায় রিচি অনেক বেশি মাতাল,

সে বলল, 'জে-হকারদের জন্যে এরচেয়ে ভাল বছর আর হয় না। গরু চুরির রহস্যটা কেমন বুঝলে, মাইক? জে-হকারদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করার সময় জেনেছি। মদ খাচ্ছিল সবাই, মুখ খুলেছিল সেজন্যেই।'

'ঠিক তুমি যেমন করছ এখন,' নিচু গলায় বলল তার সঙ্গীদের একজন।

তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল রিচি। 'কী বলছ বুঝে বলো। আমি কথা বলছি আমার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে। একটা বছর একসঙ্গে ছিলাম আমরা!'

'তারপর থেকে কি করছে ও?'

'জিজ্ঞেস করাটা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন হয়ে যায়। বসো তোমরা।' মাইকের দিকে তাকাল। 'ওদের কথায় কিছু মনে কোরো না। নিজের ছায়া দেখলেও এখন চমকে ওঠে ওরা।' জাগে চুমুক দিয়ে ওটা মাইকের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভেঙে বড় একটা পাথরের পেছনে যাওয়ার জন্যে রওনা হলো, তলপেট হালকা করবে।

ফিরে এসে বিড়বিড় করে বলল, 'ইন্ডিয়ানদের গরু। মজার ব্যাপার কি জানো, মাইক, ইন্ডিয়ানদের একটা উপজাতী আছে যাদের কাছে হলিঙ্গার কিছুতেই মাংস পৌঁছোতে দেবে না। রাউন্ড মাউন্টিন পওনি ওরা। ওদের জন্যে কোন মাংস নেই, দাম যতই দিক সরকার।'

'কারণ কি?' কৌতূহল না দেখিয়ে পারল না মাইক।

মাথা নাড়ল রিচি। 'জানি না। রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে যাওয়া দুটো গরুর পাল ইতিমধ্যেই ডাকাতি করে নিয়েছে জে-হকাররা। ওদের কাছে শুনলাম, আরেকটা পাল নাকি আসছে। ওটা কিছুতেই গন্তব্যে পৌঁছোবে না। হলিঙ্গার নির্দেশ দিয়েছে। পওনিদের গরু দেয়ার ব্যাপারে কোন কন্ট্র্যাক্ট করেনি সে। অন্য কাউকেও গরু নিয়ে যেতে দেবে না।'

শরীর টানটান করল রিচি জমিতে শুয়ে। রাত অনেক হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে বিড়বিড় করে বলল, 'সামনে দু'ঘণ্টার পথ দূরে আমাদের একটা ক্যাম্প আছে। নেস্টারদের কুঁড়ে। আমাদের সঙ্গে আসছ তো, মাইক?'

মানা করা অস্বাভাবিক দেখাবে। রাজি হলো মাইক। 'আমার কোন অসুবিধে নেই। তোমার বন্ধুদের কোন আপত্তি না থাকলে আছি আমি তোমাদের সঙ্গে।'

তিন আউট-ল নিরবে দেখছে মাইককে। একটু আগে যে গানম্যান মুখ খুলেছিল, সে শান্ত স্বরে বলল, 'না, কোন অসুবিধে নেই। ভালই হলো তুমি আমাদের সঙ্গে থাকছ।'

*

পাথরে পিঠ দিয়ে তন্দ্রায় দুলছে মাইক। বাতাস থেমে গেছে। সেই সঙ্গে পাথুরে প্রান্তরে নেমেছে নিস্তব্ধতা। মাইকের শেষ নড়াচড়া স্থির চোখে দেখেছে তিন আউট-ল, ঘুমাচ্ছে না তারা। পরিবেশটা আড়ষ্ট। ভোরে রিচির ঘুম ভাঙার পর একটু স্বস্তি পেল মাইক। রিচির সম্ভবত মনে নেই রাতে কি কথা হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই সঙ্গীদের তাড়া লাগাল সে, ক্যাম্পে ফিরতে হবে। মাইকের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদও দিল।

নড়ছে না তার তিন সঙ্গী। রিচিকে মনে করিয়ে দিল গত রাতে সে মাইককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভদ্রতা বোধ থেকেও হতে পারে। পথের মধ্যে দেখা হলে পুরোনো বন্ধুকে কেউ কয়োটির মুখে বিরান প্রান্তরে এভাবে ফেলে যাবে না, যখন সামনেই আছে ক্যাম্প। মাথার ওপর ছাদ পাওয়া যাবে ওখানে।

সঙ্গীরা ভদ্রতাবোধের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে দেখে খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল রিচি, 'অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যাবে মাইক। ও আমাদের ওখানে অতিথি।'

সকালে ঘুম ভাঙার পর এখন আর মদের নেশা নেই, কাজেই

রিচির ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট। গত রাতে মুখ ফস্কে কি বলেছে সেসব ভাবছে এখন রিচি। বুঝতে পারছে বেশি কথা বলে ফেলেছে। বিপজ্জনক তথ্য জানিয়ে দিয়েছে। এখন তিন সঙ্গীর মনোভাবও বুঝতে পারছে সে। সন্দেহ নেই, মদের ঘোরে বকবক করায় ওর কাছ থেকে বিপজ্জনক অনেক তথ্য জেনে গেছে মাইক। দুই তিন বছর অনেক সময়। এর মধ্যে মাইক কি করেছে সেটা ওর জানা নেই। গানম্যানদের পথ প্রায়ই আলাদা হয়ে যায়। অতীতের কোন বন্ধু হয়তো বদলে গেছে, হয়ে গেছে ছদ্মবেশী আইনের লোক। এখন তাকে শত্রু জ্ঞান করতে হবে। হয়তো মাইক বাউন্টি হান্টার, গুপ্তচর বা র‍্যাঞ্চারদের ভাড়া করা গোয়েন্দা।

মাইকের ঘোড়াটা ওরাই ধরে দিল। দেখল চেয়ে চেয়ে, ঘোড়ায় স্যাডল ব্রিডল চাপাল মাইক, রাইফেলটা বুটে রাখল, হোলস্টার সামনের দিকে এনে সুবিধে মতো জায়গায় রাখল, যাতে সহজেই ড্র করতে পারে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে রিচির পাশে এগোতে হলো। পেছনে আসছে তিন আউট-ল।

আমার সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার আগে পর্যন্ত ওরা কড়া পাহারায় রাখছে, ভাবল মাইক। রিচি পুরোনো দিনের কথা ভেবে ওকে সন্দেহ হয়তো করছে না, কিন্তু তিন আউট-ল এব্যাপারে কোন ঝুঁকিতে যায়নি। রিচি সঙ্গে না থাকলে ওরা পিঠে গুলি করত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিই যদি কোন গানফাইট হয় তাহলে সঙ্গীদের পক্ষই নেবে রিচি।

অস্বস্তিকর নিরবতা ভাঙল রিচি। 'আমাদের কুটিরটা ছোট হতে পারে, কিন্তু তোমার জায়গা হয়ে যাবে।' হাসল সে। 'জে-হকাররা ওটার মালিককে গত বসন্তে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছে।'

'কেন?'

'সন্দেহ করেছিল লোকটা টেক্সান।'

'আসলেই টেক্সান ছিল?'

'আমি কি জানি! সে যাই হোক, শক্তপোক্ত একটা কুটির বানিয়েছিল লোকটা।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মাইক 'বুঝতে পারছি ওখানে আরামেই থাকব।'

*

ছোট একটা ক্রীকের ধারে খোলা জমিতে কুটিরটা। হোমস্টেড হিসেবে জায়গাটা চমৎকার, ট্রেইল আর মানুষের ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে, নিরবতা ভাঙছে ঝর্নার কুলুকুলু মিষ্টি ধ্বনি। গাছের ডালে বসে ডাকছে ডাহুক, কোকিল–হরেক গায়ক পাখি। অপূর্ব! কিন্তু যেলোক এত কষ্ট করে কুটিরটা তৈরি করেছিল সে বেশিদিন থাকতে পারেনি এখানে, বাইরের বেড়াটা এখনও অসম্পূর্ণ, পাশে পড়ে আছে কিছু মাথা চোখা করা খুঁটি।

কালো একটা ঘোড়া উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধা আছে সামনের একটা পায়ের সঙ্গে। উত্তরে এভাবেই ঘোড়া রাখা হয়। গাছের সারি পার হয়ে ঝোপ এড়িয়ে খোলা জায়গাটায় চলে এসেছে ওরা। ঘোড়াটা দেখে রিচি পেছন ফিরে সঙ্গীদের বলল, 'উইটার এসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত জে-হকারদের দলে আমাদের স্থান হয়ে গেল। এখন আমরা পুরোপুরি জে-হকার!'

'আর মাইক? সে-ও কি জে-হকার?'

'এখনই নয়। আমাদের মতো ওকেও পরীক্ষায় পাশ করতে হবে আগে। কেন, ওর হয়ে উইটারের কাছে সুপারিশ করবে নাকি তোমরা?'

'যা করার উইটার করবে, আমরা নই।'

ওরা উঠানে প্রবেশ করতেই এক লোক এসে দাঁড়াল কুটিরের দরজায়। মোটা ধাঁচের লোক। মুখে ঘন দাড়ি। কোমরের দুদিকে দুটো সিক্সগান ঝুলছে। বেল্টে একটা ছুরিও আছে। হাতে একটা

·৪৪ হেনরি রিপিটার রাইফেল। ওটা এতই দীর্ঘ যে স্যাডল বুটে ঠাঁই হবে না। এসব দেখল পরে মাইক, আগে ওর চোখে পড়ল লোকটার টুপি। হুয়ান বোজাকের টুপিটা পরে আছে লোকটা।

'কি খবর, উইটার?' উষ্ণ স্বরে জানতে চাইল রিচি।

মাথাটা একটু নিচু করল উইটার, হ্যাটের চওড়া ব্রিমের তলা দিয়ে ওদের দিকে তাকাল। পুব দিক থেকে এসেছে ওরা, পেছনে সূর্য, উজ্জ্বল সোনালী কিরণের কারণে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে তার। 'তোমাদের সঙ্গে ও কে!' কড়া গলায় জানতে চাইল।

খুঁটির পাশে ঘোড়া থামানোর আগেই আঙুল দিয়ে গুঁতো মারল মাইক ওটার ঘাড়ে। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। ভাব দেখে মনে হলো খুঁটির খোঁচা খেয়েছে। মাইকের উদ্দেশ্য পেছনের তিন আউট-লর সামনে থেকে সরে যাওয়া। রিচির কাছ থেকেও দূরে সরতে চাইল ও। চমৎকার ভাবে নির্দেশ মানল ঘোড়াটা। চমকে উঠেই ইশারা পেয়ে সরে গেল। মাইক এখন ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার জন্যে প্রস্তুত। ঘোড়াটা সামনের দু'পা আকাশে তুলে ফেলেছে। মাটিতে খুর স্পর্শ করতেই ঝট করে ঘুরে গেল ওটা। দুইবার পরপর চক্কর মারল একই জায়গায়। অন্য ঘোড়াগুলোও প্রভাবিত হয়ে লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল ওটার কাছ থেকে।

'পাগলামি করছে কেন ঘোড়াটা!' চেঁচাল রিচি।

চোখের কোণে দেখতে পেল মাইক, ·৪৪ হেনরি রিপিটার কাঁধে তুলছে উইটার। রাগে ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচাল, 'আরে শালা, এটা তো সেই টেক্সাস ট্রেইল বস্!'

সিক্সগান বের করেই গুলি করল মাইক। ওর ঘোড়াটা চরকির মতো পাক খাচ্ছে, বুম করে গর্জে উঠল হেনরি রিপিটার। দু'জনের কারও গুলিই লক্ষ্যের ধারেকাছে গেল না। ঝটকাঝটকির মাঝে গুলি লাগানো প্রায় অসম্ভব। কালো ঘোড়াটা তিন পায়ে লাফাতে শুরু করল। উইটার ছুটল ওটা পালিয়ে যাবার আগেই ধরতে। রাইফেলটা এখনও কাঁধে তুলে রেখেছে সে, মাইকের ঘোড়া একটু

স্থির হলেই গুলি করবে।

ঘুরনির ফাঁকেই পরপর দুবার গুলি করল মাইক। দেখল সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে উইটার। তার মাথা থেকে হ্যাট খসে পড়ল। হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল উইটারের। ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। বার কয়েক পা আছড়ে স্থির হয়ে গেল।

আরও দুটো অস্ত্র গর্জে উঠল। তিন আউট-লয়ের দু'জন গুলি করেছে ঘুরন্ত মাইককে লক্ষ্য করে। তাদের ঘোড়াগুলোও লাফাচ্ছে। গুলি আকাশে ছুটল। তৃতীয় লোকটা লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নেমে দৌড় দিল কেবিন লক্ষ্য করে। রিচির ঘোড়াটা অন্যদের তুলনায় কিছুটা শান্ত, কিন্তু অস্ত্র বের করেনি রিচি। এবার করল। রাগে চেঁচাচ্ছে। 'বদমাশ কোথাকার, উইটারকে মেরে ফেলেছ তুমি!'

মাইকের ঘোড়াটা হঠাৎ করেই ঘোরা থামাল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থরথর করে কাঁপছে ওটা। ভাব দেখে মনে হলো গোটা তাণ্ডবে সে বেশ লজ্জিত এবং ভীত। সুযোগটা নিল মাইক, লাগামের ঝাকিতে সোজা রিচির ঘোড়ার গায়ে ধাক্কা খাওয়াল ওর স্ট্যালিয়নটাকে। সময় মতো ঘোড়া সরিয়ে নিতে পারেনি রিচি, বেসামাল হয়ে পড়ল। ঝট করে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল মাইক, অ্যাপাচিদের মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে সোজা ঘোড়া ছোটাল সামনের বনের দিকে। পেছন ফিরে দেখল মাটিতে নেমে পড়া আউট-ল ওর দিকে অস্ত্র তাক করছে।

দুবার গুলি করল মাইক। বনের ভেতর ঢুকে গেল। বুঝতে পারছে পুরোনো বন্ধুত্বের কারণে রিচিকে খুন করেনি ও। তবে কাছেই গুলি করেছে। রিচি মাথা নিচু করে সরে যেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় পাল্টা গুলি করতে পারেনি। রিচি এখন আউট-ল, কিন্তু এক সময় চমৎকার একজন মানুষ ছিল ও, ছিল ভাল বন্ধু; এমন একজন, যার ওপর ভরসা করা যায়। বেচারাকে জবাবদিহি করতে

হবে, কেন ক্যাম্পে সে একজন টেক্সানকে নিয়ে এসেছিল। উইটারের মৃত্যুর কারণও তাকে সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এমনিতেই বেচারা ঝামেলায় আছে, তাকে আহত না করে ভালই হয়েছে। বুদ্ধিমান হলে জে-হকারদের ধারে কাছে আর থাকবে না রিচি, সময় থাকতে ইন্ডিয়ান টেরিটোরি ছেড়ে ভেগে যাবে।

ঘটনা যাই ঘটুক, জে-হকার আর হতে হচ্ছে না রিচিকে। বেশি কথা বলে বিপদ ডেকে এনেছিল রিচি। এমন লোক জে-হকারদের দরকার নেই। পুব দিকে চলল মাইক। রিচি বলেছে জে-হকারদের বস্ আর্ল হলিঙ্গার পুবে তার হেডকোয়ার্টার গড়েছে। সম্ভবত ওখানেই গরুগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মানুষ খুন করে খারাপ লাগছে না মাইকের। হুয়ান বোজাকের হ্যাট মাথায় ছিল উইটারের। যা প্রাপ্য তা-ই পেয়েছে লোকটা। 'আমি তোমার জন্যে ওদের একটাকে শেষ করেছি, কমপাদ্রে,' বিড়বিড় করে বলল মাইক। মনে কোন শান্তি পেল না। ভুলতে পারছে না কি নিষ্ঠুর ভাবে হুয়ান বোজাককে খুন করা হয়েছে।

ছয়

উঁচু একটা প্রায়-ন্যাড়া টিলার ওপর থেকে দক্ষিণ থেকে আগত আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা দেখল মাইক বোল্ডার। ওদিক থেকে একটা গরুর পাল আসছে। নিশ্চই কালাহানের গরুর পাল, লস্ট ক্রীক থেকে আসছে। দেরির কারণ ভাবল মাইক, তারপর কিছুটা আশ্চর্য

হয়ে ভাবল, এ পর্যন্ত এলো কি করে লোকটা!

কালাহান সাধারণ কাউবয়দের বদলে গানম্যানদের নিয়ে ট্রেইলে নেমেছে, সেকারণে লোকটার প্রতি কোন সহানুভূতি বোধ করছে না মাইক। সামনের দুই গার্ড গরুর পালের বেশি কাছে, লাইনের বাইরে বাইরে চলছে। ওদের কারণে নেতা গরুটা বারবার এদিক ওদিক করছে। সেই সঙ্গে এঁকেবেঁকে চলেছে পুরো গরুর পাল। দু'পাশের রাইডাররা অনেক বেশি পিছনে। গরুর দল জটলা পাকিয়ে ঠেলাঠেলি করে এগোচ্ছে, ডাক ছেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পেছনের গার্ডরাও ঠিক অবস্থানে নেই। সব মিলিয়ে একটা চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে চলেছে ক্যাটল ড্রাইভ। অভিজ্ঞ যে কেউ বুঝবে গরুগুলোকে স্ট্যাম্পিড করানো হয়েছিল। এখনও ওগুলো শান্ত হয়নি। যেকোন সময় আবার উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে, ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রেয়ারিময়।

দুটো ওয়্যাগন গরুর পালের আগে আগে চলেছে। একটা চাক ওয়্যাগন, কূক চালাচ্ছে। অন্যটা শখের জিনিস, আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। দেখতে একটা প্রেয়ারি স্কুনারের মতো। কিন্তু ভুল পথে চলেছে গোটা দলটা। পথ থেকে বোধহয় সরে গিয়েছিল আউট-লদের এড়াতে, আর সঠিক পথে ফিরতে পারেনি। এখন যেপথে চলছে তাতে নদীর এমন এক জায়গায় ওরা পৌঁছোবে যে বিপদ ঘটবে। নদীর পাড় ওখানে মাত্রাতিরিক্ত খাড়া, গরু পার করার উপযোগী নয়।

'এরা একেবারেই নতুন,' বিড়বিড় করে বলল মাইক। শ্রাগ করল। অন্যমনস্ক ভাবে চাপড়ে দিল ঘোড়াটার ঘাড়। ঘোড়ার কান দুটো খাড়া হয়ে গেছে নিচে গরুর পাল দেখতে পেয়ে। আবার বিড়বিড় করল মাইক, 'কাঁচা কাজ হয়ে গেল।'

নিজের দুর্ভাগ্যের কারণে ওদের ভুলগুলো ক্ষমা করতে পারছে না ও। পারবে, যদি হাল ছেড়ে দেয়। তা ও ছাড়বে না। লস্ট ক্রীকের প্রতিবেশীদের মলিন মুখগুলো চোখের সামনে দেখতে

পেল মাইক। ওর ওপর ভরসা করে আজ পথে বসেছে লোকগুলো। এ হতে পারে না। এত বড় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া একটা অক্ষমনীয় অপরাধ। আবার নিচে তাকাল মাইক। গরু নিয়ে ওরা এতদূর আসতে পেরেছে তার একটা বড় কারণ ভুল পথে এসেছে ওরা। জে-হকাররা ভাবেনি এপথে কেউ আসতে পারে। পথই নেই এখানে। শুধু ঝোপঝাড় আর রুক্ষ প্রান্তর। ঠিক মতো খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে গরুগুলো। কপালের জোরে এপর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছে। কপালের জোর বেশিদিন থাকবে না। এখানে যে অবস্থা তাতে খবর ঠিকই পেয়ে যাবে জে-হকাররা—আগে বা পরে। তখন কেড়ে নিতে হামলা চালাবে। ওরা যদি টের না পায়? তাহলেও এই গরুর পাল কোনদিনই বাজারে বিকোবে না। বাজার পর্যন্ত পৌঁছোতে হলে ওদের অন্য পথ ধরা দরকার ছিল।

গরুর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। তখন যদি ও নিজের জন্যে কিছু গরু জড় করতে পারে? আপন মনে মাথা দোলাল মাইক। কেন নয়? এই আউটফিট ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কালাহান ওর অনেক ক্ষতি করেছে রসদ কেনার সময়। কালাহান যে রসদ এবং গরু নিয়ে এগিয়ে আসছে সেগুলো ওর আনার কথা ছিল।

ওয়্যাগনের সামনে সামনে আসছে দু'জন, ভাব দেখে মনে হচ্ছে সামনেটা স্কাউটিং করছে। কিন্তু ওরা যে অবস্থানে আছে সেখান থেকে সামনের এক মাইলও দেখতে পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। তাদের একজন বেঁটে এবং মোটা মতো, গালে কালো দাড়ির জঙ্গল। লোকটাকে সহজেই চিনতে পারল মাইক, হেনরি কালাহান। এখনও কালো কোণ আর চ্যাপ্টা ব্রিমের হ্যাট পরে আছে লোকটা। গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ঘোড়ায়। অন্য লোকটা যেমন লম্বা তেমনই পাতলা। তার পরনে কোট নেই। মাথায় একটা বিরাট হ্যাট। আয়েসী ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়েছে সে।

আলতো ছোঁয়ার ইশারা পেয়ে টিলার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ঘোড়াটা, এগোচ্ছে গরুর পাল লক্ষ্য করে। সামনের লোক দুটোর চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেল মাইক। বিস্ময় মিলিয়ে যেতেই প্রকাশ পেল ক্লান্তি। এখানে এই দুর্গম ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে একাকী একজন অশ্বারোহীর দেখা পাওয়া বেশ অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বেশ বুঝতে পারছে মাইক, ওর রুক্ষ চেহারা এবং রংজ্বলা পোশাক ওদের সন্দেহের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের চোখে সে একজন আউট-ল হতে পারে হতে পারে জে-হকারদের একজন গুপ্তচর

ঘোড়া থামাল মাইক। তার সামনে এসে কালাহান এবং তার সঙ্গীও থামল। ওদের চোখ মুহূর্তের জন্যে স্থির হলো মাইকের হোলস্টারের ওপর। যত পুরোনো পোশাকই পরে থাকুক মাইক, যত দিনই ঘুরুক ঝোপের ভেতর আর রুক্ষ প্রান্তরে, ওর পৌরুষ তাতে না কমে বরং বেড়েছে। পোড় খাওয়া এক সুঠামদেহী লোক বলেই তাকে মনে হলো কালাহানের। পরস্পরের চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল ওরা। পরিস্থিতি আড়ষ্ট হয়ে উঠছে টের পেয়ে শেষে চোখ সরিয়ে নিল কালাহান। লোকটার হাভভাবে মাইক বুঝতে পারল ওকে কালাহান চিনতে পারেনি। হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল মাইক।

এবার চিনল কালাহান। 'মিস্টার বোল্ডার,' মৃদু স্বরে বলল, গলায় কোন উষ্ণতা নেই।

'ও, মিস্টার কালাহান দেখছি,' একই রকম নিরুত্তাপ স্বরে জবাব দিল মাইক। 'তা তোমার ট্রেইল বস কে? আছে কেউ?'

প্রশ্নের ধরনটাই এমন যে ভ্রূ কুঁচকে জোড়া লেগে গেল কালাহানের, আঙুল দিয়ে পাশের লম্বা লোকটাকে দেখাল। 'ফিন স্টার। ফোরম্যান। কেন?'

ফিন স্টারের নিষ্পলক দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল মাইক। প্রথম দর্শনেই ফিন স্টার ওকে অপছন্দ করেছে, বুঝতে পারছে। লোকটার

দৃষ্টিতে সন্দেহ। এলোকের সন্দেহ বোধহয় সবার প্রতি। চেহারাতে জন্মগত বিরক্তি আর ক্লান্তি। সরু ঠোঁট দুটো চেপে আছে পরস্পরের সঙ্গে, দেখে মনে হচ্ছে একটা চিকন রেখা। লোকটার হাত পিস্তলে চালু হবে। কালাহানের সবকজন লোকেরই তাই। ক্যানসাসের লোক ওরা, জানে এই এলাকায় বিপদের ঝুঁকি কতটা।

নিচু স্বরে জানতে চাইল মাইক, 'আগে এই ট্রেইলে এসেছ?'

'না, এটাতে আসিনি,' ঠোঁটের কোনায় বলল স্টার। চোখ সেঁটে আছে মাইকের হোলস্টারে। 'প্রশ্ন কেন, তোমার কোন অসুবিধে আছে?'

'না, কোন অসুবিধে নেই,' বলল মাইক সহজ গলায়, 'এই যে তুমি বিপথে এসে গরুগুলোর বারোটা বাজাচ্ছ তাতে আমার কিছু যায় আসে না। গত কয়েক রাত আগে যে তোমাদের গরু স্ট্যাম্পিড হয়েছে, বেশি কিছু গরু হারিয়েছ তোমরা, তাতেও আমার কিছু না।'

ডান ভ্রূ উঁচু হলো স্টারের। 'স্ট্যাম্পিডের কথা তুমি জানলে কি করে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, 'ঝামেলা আর ঝামেলা লেগেই আছে একের পর এক, সেই শুরু থেকে। স্ট্যাম্পিডটা ছিল সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। হ্যাঁ, দুশো গরু খোয়া গেছে আমাদের।' মাথা নাড়ল আফসোসের সঙ্গে। 'এই ড্রাইভে শুরু থেকেই চিন্তায় মাথা ভার হয়ে আছে আমার। শুরু থেকেই গোলমাল চলছে। পিছিয়ে পড়েছি আমরা। এখন মনে হচ্ছে ভুল পথে এগোচ্ছি।...আসলে আমি একাজে নতুন।'

'তা বুঝেছি,' বলল মাইক, 'কিন্তু বুঝতে পারছি না হারানো গরুগুলোকে তোমরা খুঁজে বের করলে না কেন!'

'স্টার মনে করেছে ওগুলো নদীর উত্তরে চলে গেছে। যাবার পথেই পড়বে, তখন ওগুলো আবার জড় করে নেব।'

মন্তব্যের সুরে বলল মাইক, 'আলসেমি, না?'

কালাহানের ব্যাপারটা বুঝতে ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কালাহান ট্রেইলে চলার উপযুক্ত নয়। এমনকি ঘোড়ায় বসার ভঙ্গিটাও ঠিক নয় তার। কিন্তু ফোরম্যান? ফিন স্টারকে দেখলে কাউবয় বলে মনে হয়, সে কেন দায়িত্বে এত অবহেলা দেখিয়েছে? দুশো গরু তো অনেক টাকার মামলা। সম্ভবত স্টার ধরেই নিয়েছে যে গরুগুলো নিয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত বাজারে যেতে পারবে না, কাজেই দুশো গরু কমল কি বাড়ল তাতে কিছু যায় আসে বলেই ভাবছে। আলসেমি নয়, অতিবাস্তব জ্ঞান!

'তা নয়,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল স্টার। 'কি করছি আমি জানি বলেই আমাকে ট্রেইল বস্ করা হয়েছে।'

'আমি হলে পেছনের উঠানে ভেড়া দেখে রাখতেও দিতাম না তোমাকে,' নির্বিকার চেহারায় বলল মাইক, 'তোমাকে ট্রেইল বস্ করা তো দূরের কথা।' কালাহানের দিকে তাকাল। 'যেপথে তোমরা চলেছ সেপথে কোনদিনই তোমরা হারানো গরু খুঁজে পাবে না। ওরা নদীর পাড়ে থামেনি। নদীর উঁচু পাড় ওদের ঘুর পথ ধরতে বাধ্য করেছে। ওরা এখন নিশ্চই...'

'থামো, মিস্টার,' হালকা গলায় বলল স্টার, বোঝা গেল টিটকারি মারছে, 'কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি নিশ্চিত জানো গরুর দল কোথায় গেছে। আমরা এমনকি এটাও জানি না কি কারণে স্ট্যাম্পিড হলো। এ ব্যাপারেও তুমি কিছু জানো নাকি?'

চোখ সরু হলো মাইকের। 'যা বলার সরাসরি বলো, তারপর সাহসে কুলালে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো অস্ত্র হাতে।'

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল কালাহান। 'বোল্ডার, তুমি কিন্তু এমনিতেই আমার একজন লোককে পিটিয়ে অকেজো করে দিয়েছ।'

'এরও ওই একই অষুধ দরকার।'

'ভেবেছ তোমাকে ছেড়ে দেব। আমি...'

'তুমি কি করবে বা কে সেসব জানার কোন ইচ্ছে নেই

আমার। আমি অপেক্ষা করছি।' ঘোড়া থেকে নামার উপক্রম করল মাইক। সত্যি রেগে গেছে। হাত দুটো মুঠো করা। 'মারামারি না গানফাইট?' জানতে চাইল।

বাঁকা হাসল ফোরম্যান। 'আমি টেক্সাসের কোন গানফাইটার নই।'

বলতে যা দেরি কোমরে হাত দিল মাইক গানবেল্ট খোলার জন্যে। 'হাত তো আছে, নাকি!'

তা আছে।' গানবেল্ট খোলার ঝামেলায় গেল না লম্বু, লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। মাইক তখনও স্টিরাপ থেকে পা সরায়নি, তেড়ে গেল সে মাইকের দিকে। তার এবড়োখেবড়ো দাগ ভরা মুঠো দেখে বোঝা যায় অনেক লড়েছে সে জীবনে।

প্রথম ঘুসিটা সে-ই দিল। পিছু হটতে হলো মাইককে। স্ট্যালিয়নের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তাল সামলে নিল। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে স্টার। হাঁটু তুলল মাইকের তলপেটে খোঁচা মারার জন্যে। একবারে লড়াই শেষ করতে চাইছে। মাইকের পেছন থেকে স্ট্যালিয়নটা সরে গেছে। মাইকও পিছু হটল হাঁটুর গুঁতোর ভয়ে। পা পিছলে গেল ওর নুড়ি পাথরে। ধড়াস করে আছাড় খেয়ে জমিনে পড়ল ও।

দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনে বাড়ল স্টার, ডান পা পিছে নিয়ে লাথি মারল গায়ের জোরে। লাগলে মাইকের পেটের ব্যথা সারতে অন্তত বিশদিন লাগবে। লাথিটা আসতে দেখল মাইক, বিদ্যুদ্বেগে শরীরটা গড়িয়ে আওতার বাইরে সরে গেল ও। স্টার তাল সামলানোর আগেই উল্টো গড়ান দিল মাইক, বুট জুতোর গোড়ালি দিয়ে মেরে বসল স্টারের হাঁটুর চাক্কিতে। লোকটা থেমে কুঁজো হয়ে যেতেই দ্বিতীয় লাথিটা মারল তার তলপেটে।

পেট চেপে মাটিতে বসে পড়ল স্টার। নোংরা হলুদ বড় বড় দাঁতগুলো দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ব্যথায়। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে বসল মাইক পরক্ষণেই ডানহাতি ঘুসি বসাল স্টারের চোখা

নাকে। থ্যাচ করে আওয়াজ হলো। থুতনিটা আকাশের দিকে স্টারের। দেরি না করে থুতনির তলায় ডানহাতি আপারকাট মারল মাইক। ঝাঁকি খেয়ে পেছনে চলে গেল স্টারের মাথা, সামনে পেছনে দুলল খানিক, যেন স্প্রিঙের ওপর বসানো। এবার মাইক বাগে পেয়েছে স্টারকে। হাতের সুখ করে নিতে আর কোন বাধা নেই। অবশ্য আগেই প্রায় জ্ঞান হারানোর অবস্থা লম্বুর।

দুটো ওয়্যাগনই থেমে গেছে। সামনের গরুগুলো প্রায় গায়ের কাছে চলে এসেছে। তাদের সামনে যে দু'জন লোক ছিল তারা লড়াই হচ্ছে দেখে ঘোড়ায় স্পার দাবিয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো। দলের লোক কাছে চলে আসায় চেঁচাল কালাহান, 'থামো, বোল্ডার, থামো! যথেষ্ট মার খেয়েছে ও।'

সত্যিই যথেষ্টরও বেশি খেয়েছে স্টার, আর না খেলেও তার চলে। কিন্তু এত সহজে তাকে ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না মাইকের। আরও লোকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে সেকারণে ক্ষান্ত দিতে হলো। আস্তে আস্তে মাটি ছেড়ে উঠল ফিন স্টার, টলমল পায়ে এক পা পিছাল, পর মুহূর্তেই হাত বাড়াল সিক্সগানের দিকে।

চট করে তার হাত খানেকের মধ্যে চলে এলো মাইক। স্টারের হাত হোলস্টারে। কোন গার্ড নেই মুখের সামনে। সুযোগটা নিয়ে সারাশরীরের সমস্ত জোর কাঁধে এনে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল মাইক ফোরম্যানের নাকে। রক্তে হড়কে গেল হাত। বেলুনের মতো ফেটে গেল স্টারের ঠোঁট দুটো। নাকের সঙ্গে মিশে গেল। প্রথমে দেখে মনে হলো কমলার ফাটা কোয়া, তারপরই রক্তে ভরে উঠল পুরো মুখ। কাটা একটা কলা গাছের মতো চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল স্টার। নড়ছে না। ঠিক মতো নড়াচড়া শুরু করতে হলে তাকে অন্তত দুই সপ্তাহ বিছানায় বিশ্রাম নিতে হবে।

একযোগে ঘোড়া থামাল দুই রাইডার, স্যাডল থেকে পিছলে নেমে এগিয়ে এলো তাদের ট্রেইল বসের হাল হকিকত বুঝতে।

স্টারের সিক্সগানটা তুলে নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াল মাইক। মেজাজটা এখনও খিঁচড়ে রয়েছে ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ওর অসমাপ্ত লড়াইটা তোমরা কেউ লড়তে চাও?' মাথা নাড়ল দুই গানম্যান। 'সেক্ষেত্রে গরুর কাছে ফিরে যাও,' নির্দেশ দিল মাইক। 'দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছ তোমরা। গরুর পাল ছড়িয়ে যাবে।'

একটু দ্বিধা করল লোক দু'জন ওর নির্দেশ শুনে। তাড়াতাড়ি করে কালাহান বলে উঠল, 'যাও তোমরা। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, যাও!'

বিড়বিড় করে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে আবার ঘোড়ায় উঠল লোক দুটো, ফিরে গেল গরুর পালের সামনে। তাদের পেছনে কালাহান চেঁচাল, 'এখানেই গরুগুলোকে থামাও। আজকে এখানেই বিশ্রাম নেব আমরা। স্টারের সেবা দরকার।' মাইকের দিকে তাকাল চোখ গরম করে। 'তুমি আমার ট্রেইল বস্‌কে অকেজো করে দিয়েছ! ওর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেছে। ঘোড়ায় যদি চড়তেও পারে কিছুই তো সে দেখতে পাবে না।'

'আর আমাকে যে ও মারতে চেয়েছিল সেটা তোমার কাছে কিছুই নয়, তাই না?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল মাইক। 'এমনিতেই গরুর পাল নিয়ে কোথাও যাওয়ার উপযুক্ততা ছিল না তোমার লোকের।' রাগ কমানোর জন্যে বলল, 'আমার হিসেব অনুযায়ী দুইশো চোদ্দোটা গরু তুমি হারিয়েছ এপর্যন্ত। হ্যাঁ, ওগুলো আমি খুঁজে পেয়েছি। রাউন্ডআপও করেছি। এমন একটা ড্রতে নিয়ে রেখেছি যে জে-হকাররাও খুঁজে পাবে না। একে বলে কাজের কাজ। আমি জানতাম ওগুলো তোমার, ব্যাকট্র্যাক করে ওগুলোকে ধরেছি আমি, তারপর থেকেই তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। জানতাম তোমরা গাধার মতো এরকম কোন কুজায়গা দিয়েই যাবে।'

'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ,' তেলতেলে হাসি মুখে শুরু করল কালাহান। 'তুমি আসলেই...'

তাকে থামিয়ে দিল মাইক। 'আর কঠিন এই পরিশ্রমের বদলে কি পেলাম আমি? বাজে ব্যবহার আর মারামারি। স্টারকে তুমি ঠেকিয়েছ? না, বুনো বাঁদরটাকে শেকল খুলে রেখেছ তুমি।...ঠিক আছে, ভদ্র আচরণ করো, তোমার গরু ফেরত দেব। আমি স্ট্যাম্পিডার নই। কিন্তু কার দিকে তুমি এখন তাকিয়ে আছো জানো? আমি এক টেক্সাস ম্যাভ্‌রিকার*!'

ভ্রূ কুঁচকাল কালাহান। অনিশ্চিত বোধ করছে। বুঝতে পারছে তাকে সতর্ক করা হচ্ছে। কিন্তু কি বিষয় তা পরিষ্কার হচ্ছে না তার কাছে।

'ঠিক কী বলতে চাইছ তুমি, বোল্ডার?'

রূঢ় ভাবে না করে প্রশ্নটা ভদ্রভাবে করলে বিনা খরচে গরু ফেরত পেত কালাহান। কিন্তু এমন সুরেই সে জানতে চেয়েছে যে মুখটা কঠোর হয়ে গেল মাইকের।

'কী বলছি বুঝছ না?' বাঁকা হাসল মাইক। 'ম্যাভ্‌রিকার হচ্ছে এমন এক মানুষ যে হারানো অথবা বুনো গরু ধরে বিক্রি করে। টেক্সাসে ম্যাভরিক করা গরু প্রত্যেকটা এক ডলারে বিক্রি হয়। কখনও কখনও দু'ডলারও দাম পায়। নির্ভর করে বাজারের অবস্থা আর গরুর শরীরের হালচালের ওপর। এই ক্যানসাসে গরুর দাম আরও বেশি হবার কথা, মার্কেট যেহেতু ভাল।'

'কত দিতে হবে তোমাকে?' আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল কালাহান।

'মাথাপিছু ছয় ডলার। এই দামেই আমার অসহায় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে গরুগুলো কিনেছিলে তুমি।' আঙুল গুনে হিসেব করল মাইক। 'দুইশো চোদ্দো গুন ছয়। হুম! কত

* ম্যাকরিক নামের এক উকিল ব্র্যান্ড ছাড়া সমস্ত গরু নিজের বলে দাবি করে নিজের ব্র্যান্ড বসিয়ে বেচা শুরু করেছিল। সেই থেকে বুনো গরু কেউ নিজের ব্র্যান্ড বসিয়ে দখল করে নিলে তাকে বলে ম্যাভরিকার।

বাস্তবের বুনো পশ্চিম বইতে এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানা যাবে।

যেন···হ্যাঁ, হয়েছে। বারোশো চুরাশি ডলার।'

'বারোশো···!' বিরাট একটা ঢোক গিলল কালাহান। জোর করে মুখে হাসি টেনে আনল। 'কি বলছ এসব! এ তো স্রেফ ব্ল্যাকমেইলিং!'

ঘোড়ার কাছে চলে গেল মাইক, গানবেল্ট পরে নিল। 'ঠিক আছে, কমিয়ে ধরছি। একদাম। তুমি আমাকে এক হাজার ডলার দিয়ো, তাতেই চলবে। আর যদি মনে করো দামটা বেশি হয়ে গেল, তাহলে গরু ছাড়াই এগিয়ে যাও, আমি দেখি আর কোন ক্রেতা পাই কিনা। এক হাজার ডলার তোমার কাছে তো কিছুই নয়।'

'এক হাজার ডলার আমার নেই।'

মাইকের মনে হলো, ডাহা মিথ্যে বলছে লোকটা। গরুর জন্যে নগদ টাকা দিয়েছে কালাহান, ঘোড়া এবং রসদও কিনেছে নগদ দামে, যেসব গানম্যানদের রেখেছে তাদের বেতন মাসে তিরিশ ডলারের বেশিই হবে। ওয়্যাগন দুটোর পেছনেও মুক্ত হস্তে খরচ করেছে। বিশেষ করে বড়টার অনেক দাম হবে। লস্ট ক্রীকের ক্যাম্পে যখন ছিল রাজার হালে কাটিয়েছে। আর যে মেয়েটাকে সে ভাতিজি বলে পরিচয় দিচ্ছে তার পেছনে নির্ঘাত বিরাট সম্পদ খরচ করতে হচ্ছে। বাজারে গরুর দাম চড়তেই ভাল ব্যবসা বুঝে নেমে পড়েছে লোকটা টাকা বানানোর ধান্দায়। খুবই কম দামে র‍্যাঞ্চারদের ঠকিয়ে গরু কিনেছে সে, প্রচুর মুনাফায় বেচবে উত্তরে নিয়ে। পাকা ব্যবসায়ী। এর কাছে টাকা না থাকার কোন কারণ নেই।

মেয়েটার কথা মনে পড়তেই কালাহানের ওপর মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল মাইকের। টাকা আছে বলেই এটা ঠিক নয় যে পঞ্চাশোর্ধ একটা লোক কচি একটা মেয়েকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করবে। বেশ হিংসেই হলো ওর। এই যৌবনে ও কোন মেয়ের কাছে যেতে পারছে না পয়সার অভাবে, পছন্দ করতেও দ্বিধা হয়,

কারণ পয়সা নেই, আর কালাহান চুটিয়ে আমোদ করছে! মেয়েটা সাধারণ নাচুনে মেয়ে নয়। দেখলে বোঝা যায় অভিজাত পরিবারের মেয়ে। ব্যক্তিত্ব আছে। অন্তত আচরণে ওর তা-ই মনে হয়েছে। এ মেয়েকে বুড়ো কালাহানের পাশে মানায় না।

'আমার টাকা দেয়ার সাধ্য নেই,' বলল কালাহান। অপেক্ষা করছে, দেখছে মাইকের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। মৃদু স্বরে বলল, 'বুঝতে পারছি কোন একটা কারণে আমার ওপর চেতে আছো তুমি।'

শ্রাগ করল মাইক। 'হতেই পারে। তাতে তোমার অবাক হবার তো কিছু দেখছি না।'

'কিন্তু কেন? স্টারের কারণে? গরুর জন্যে? নাকি লস্ট ক্রীকে রসদ কেনায়?'

'ব্যাপারটা এভাবে ধরো,' বলল মাইক, 'লস্ট ক্রীকে যারা আমার প্রতিবেশী তারা আমারই মতো ছোট র‍্যাঞ্চার। বায়লারের ব্যর্থতা তাদের মাজা ভেঙে গেছে, আর তুমি নিয়েছ সেই সুযোগটা। জানতে কত প্রয়োজন ওদের টাকার। খাবার কেনার পয়সাও ছিল না অনেকের। সুযোগ মতো তুমি তাদের কোণঠাসা করে পানির দামে গরু কিনে নিয়েছ। না বেচে ওদের আর কোন উপায় ছিল না। সবমিলিয়ে বলতে গেলে তুমি একটা সুবিধাবাদী অসৎ লোক ছাড়া আর কিছুই নও। তোমার কোন কাজকেই আমি ভাল চোখে দেখতে পারছি না।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কালাহান। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। অন্তত বেশ কিছু ব্যাপারে ভুল বুঝেছ। সে যাক, ও নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বললে কোন লাভ হবে না। আমি তোমার মতামত বদল হবার মতো কোন যুক্তি দাঁড় করাব না। শুধু এটুকু বলব, বুঝতে পেরেছি, তোমার রাগের কারণ আরও অনেক গভীরে।'

স্টারের জ্ঞান ফিরছে। নড়েচড়ে উঠল। গোঙাল একবার।

বিড়বিড় করে কি যেন বলল। ফোরম্যানের দিকে তাকাল কালাহান। চোখে সহানুভূতি নেই। ওভাবে লোকে তাকায় তার ক্লান্ত ঘোড়ার দিকে। তারপর বদলে নেয় ঘোড়াটা তাজা ঘোড়ার বিনিময়ে। 'বোল্ডার,' নিচু স্বরে বলল কালাহান, 'লস্ট ক্রীকে শুনেছি তুমি নাকি ঝুঁকি নিতে ভালবাসো।'

জবাবে কিছু বলল না মাইক। কালাহান আবার বলল, 'আমি আগেই বলেছি সত্যিকারের কঠোর লোক নিয়ে ড্রাইভে যেতে পারলে এই এলাকা পার হওয়া সম্ভব, না থাকুক তাদের গরু তাড়ানোর অভিজ্ঞতা। আমার মন্তব্য নিশ্চই আগেই শুনেছ তুমি?'

'শুনেছি।'

'সম্ভবত ভুল কথা বলেছিলাম আমি। দিনে দিনে অবস্থা শুধু খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই যে আমার লোকগুলো...'

'কোন কাজের না ওরা,' বলল গম্ভীর মাইক, বিশৃঙ্খল গরুর পালের দিকে চেয়ে আছে। থেমে দাঁড়ানো দুই ওয়্যাগনের চারপাশে জটলা করছে বাছুরের দল, অসন্তুষ্ট ডাকাডাকি করছে। শীঘ্রি ওদের সরিয়ে না দিলে ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করবে।

'একেবারে কোন কাজের নয় সেকথা আমি বলতে নারাজ,' বলল কালাহান। 'ওরা গরু চেনে। এই এলাকাও ওদের পরিচিত। তাছাড়া কঠোর লোক। সেজন্যেই ওদের আমি ভাড়া করেছি। সমস্যা হচ্ছিল স্টারকে নিয়ে। ও ঠিক মতো সব সামলাতে পারছিল না।'

ঠিকই বলেছে ব্যবসায়ী, কথাটা মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো মাইক। কোন শৃঙ্খলা নেই, সাংগঠনিকতা নেই, যার যা ইচ্ছে সেই মতো কাজ করছে। পরিশ্রম করছে না তাই ঘামছে না কেউ। একজন আরেকজনের ওপর কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছে।

আবার বলল কালাহান, 'লস্ট ক্রীকে শুনেছি তুমি ট্রেইল বস্

হিসেবে ভাল। আগেও এদিকে এসেছ তা-ও জানি। এই এলাকা তোমার পরিচিত। আর লড়তে যে পারো সেটা তো নিজের চোখে দেখেছি।'

'এসব বলার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কী?' জানতে চাইল মাইক ভ্রূ কুঁচকে।

'একটা প্রস্তাব দেব তোমাকে।' ওয়্যাগনগুলোর দিকে তাকিয়ে উপযুক্ত শব্দ হাতড়াল কালাহান, তারপর বলল, 'গরুগুলো আমি ফেরত চাই। কিন্তু এক হাজার কলার তোমাকে দিতে পারব না। নেই আমার অত টাকা। হবেও না গরুর এই পাল নিয়ে বাজারে যেতে না পারলে।'

'যদি যেতে না-ই পারো?'

'যেতেই হবে। আমার জীবনের সব কিছু নির্ভর করছে যেতে পারার ওপর।' চোখ তুলে মাইকের চেহারায় কি যেন খুঁজল ব্যবসায়ী। দৃষ্টিতে স্পষ্ট দুশ্চিন্তা। 'তোমার সত্যি মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারব না আমরা?'

'এই ক্রু নিয়ে?' মাথা নাড়ল মাইক। 'আমার ধারণা সমস্ত গরু হারাবে তুমি। আমার আর এক হাজার ডলার পাওয়া হবে না। ভুল পথে এসেছ তোমরা। সম্ভবত জানোও না যে সামনে কি আছে। গরুগুলোকে স্ট্যাম্পিড করানো হয়েছে, এখনও ওদের শান্ত করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ক্রুরা কোন কাজই মন দিয়ে করছে না। অস্ত্রে হয়তো ওদের হাত ভাল, কিন্তু গরুর ব্যাপারে ওদের তেমন কোন যোগ্যতা নেই। নাহ্, সত্যি বাজার পর্যন্ত গরু নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই তোমার।'

'শুনে কেমন লাগছে আমার জানো? অভিজ্ঞ লোক তুমি। আমার মনে হচ্ছে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে কেউ আমাকে।'

'সত্যি কথা জানতে চেয়েছিলে, বললাম। ওই এক হাজার ডলারের আশা তেমন একটা করছি না আমি।'

'এক হাজার ডলার,' বিড়বিড় করল কালাহান। 'যা হারাতে হবে সে তুলনায় এক হাজার ডলার কিছুই নয়।' আবার ওয়্যাগনের দিকে তাকাল সে। 'বোল্ডার, গরুর পাল সহ আমাকে বাজারে পৌঁছে দাও, তোমাকে দু'হাজার ডলার দেব আমি।'

গরুর পালের ওপর চোখ বোলাল মাইক। 'হয় দ্বিগুণ, নয়তো কিছুই নয়, তাই না? হুম।' চোখ সরু হয়ে গেল ওর। এধরনের ঝুঁকি নিতে সব সময়েই ভাল লাগে ওর। টাকাটা পেলে নতুন করে সব শুরু করতে পারবে ও। না পেলে যেমন চলছে তেমনই চলবে। ওর হারানোর কিছু নেই। 'কালাহান, তোমার কাছে কাগজ-কলম আছে? দু'হাজার ডলারের জন্যে একটা নোট লিখে দাও আমাকে, একটা শর্তে তোমার কাজ নেব আমি।'

'কি শর্ত?' পকেট থেকে কাগজ বের করল ব্যবসায়ী, খসখস করে লিখে সই করে বাড়িয়ে দিল মাইকের দিকে।

কাগজটা পড়ে বুক পকেটে রাখতে রাখতে মাইক বলল, 'সমস্ত কিছু আমার কথা মতো চলতে হবে। কারও কোন তর্ক সহ্য করব না আমি।'

'রাজি।'

'তাহলে আমি কাজ নিলাম। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এদিকে কি করছ তোমরা। এদিক দিয়ে যেতে থাকলে একদিন হয়তো আরকানসাস সিটিতে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে। ওখানে যেতে চাও?'

মাথা নাড়ল কালাহান। 'না। আমি যেতে চাই রাউন্ড মাউন্টিনে। ওখানে ইন্ডিয়ানদের গরু পৌঁছে দেয়ার একটা চুক্তি করেছি আমি সরকারের সঙ্গে।'

'পওনি ইন্ডিয়ান এজেন্সির সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

গম্ভীর চেহারায় ব্যবসায়ীর আপাদমস্তক দেখল মাইক। রিচি কি বলেছিল মদ খেতে খেতে সেকথা মনে পড়ল। জে-হকারদের

নেতা আর্ল হলিঙ্গার শপথ করেছে রাউন্ড মাউন্টিনের পওনিদের কাছে সে কোনমতেই গরু পৌঁছোতে দেবে না। এবছর দু'বার রাউন্ড মাউন্টিনে গরু নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'বারই সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে জে-হকাররা। তারা জানে যে আরেকটা গরুর পাল আসছে। কোনভাবেই গরুর পালটাকে গন্তব্যে পৌঁছোতে দেবে না তারা।

মাইকের একবার মনে হলো কালাহানের সঙ্গে করা চুক্তিটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সাফল্যের আশা প্রায় নেই বললেই চলে। অযথা ওরা সবাই জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। 'বুঝলাম কেন তোমরা শর্টকাট পথ ধরেছ,' অবশেষে বলল মাইক। 'গানম্যান ভাড়া করার কারণও বুঝতে পারলাম এখন। তারমানে তুমি জানো যে জে-হকাররা বাধা দেবেই। এবছর একটা গরুর পালও রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছোতে পারেনি।'

'সেই কারণেই আমার গরুর পাল ওখানে পৌঁছোনো আরও জরুরী। জানো তুমি কী ঘটে রিযার্ভেশনে, যখন ওদের মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না?'

'দাম বেড়ে যায় গরুর,' সংক্ষেপে জবাব দিল মাইক। 'ইন্ডিয়ানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, রিযার্ভেশন থেকে বের হয়ে ডাকাতি শুরু করে।'

'ইন্ডিয়ানরা ক্ষিপ্ত হয়েই আছে। ক্ষুধার্ত ওরা। ওদের কথা দেয়ার পরও সরকার গরুর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওখানের এজেন্ট ভয় পাচ্ছে যেকোনদিন রিযার্ভেশন থেকে দলে দলে বেরোতে শুরু করবে ইন্ডিয়ানরা।'

'পওনি ইন্ডিয়ানরা সাদা মানুষদের বন্ধু, আমাদের পক্ষ নিয়ে ওরা শাইয়্যান ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই করেছে। এখন ওরা যদি আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে তাহলে ব্যাপারটা বিশ্রী হবে।'

'পওনিদের বলা হয়েছে সরকার তাদের গরু সরবরাহের

পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ওরা ভাবছে সাদা মানুষরা তাদের চুক্তির শর্ত রক্ষা করছে না, বিশ্বাসঘাতকা করছে ওদের সঙ্গে, ওদের ঠকাচ্ছে।' হাতের তালুতে ঘুসি মারল কালাহান। 'ওদের জায়গায় আমরা হলে এতদিনে যুদ্ধ শুরু করে দিতাম। পওনিরাও উপায় না দেখলে তা-ই করবে। রিযার্ভেশনে থাকুক আর যাই থাকুক ওরা অত্যন্ত গর্বিত এবং হিংস্র জাতি।'

কৌতূহলী চোখে কালাহানকে দেখছে মাইক। মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প করছে লোকটা! তবে কালাহানের দুশ্চিন্তা অমূলক নয়। 'পওনিরা গরু চাইছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা পথে কোন বিপদে পড়ব না। জে-হকাররা জানে তোমরা আসছ। তোমাদের খোঁজে আছে ওরা।'

'সেটা তুমি জানলে কি করে?' হঠাৎ করে কালাহানের চোখে সন্দেহের ছায়া খেলে গেল।

'কয়েক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের কাছে শুনেছি। সবাই জানে তোমরা আসছ। এখন ঠিক করো তারপরও তোমরা এপথে যাবে কিনা।'

'সেটা তুমি ঠিক করবে। তুমি দায়িত্ব নিয়েছ।'

'হ্যাঁ, বোকামি মানুষই করে।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাইক, ভাবছে। চেয়ে আছে বিশ্রামরত গরুগুলোর দিকে। বেশিরভাগই শুয়ে পড়েছে। ভাল করে এই প্রথম চারদিক দেখল ও। নাহ্, কাজ আসলে জানে কালাহানের লোকরা, করতে চায় না। সিদ্ধান্তে চলে এলো ও, ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। সেজন্যে আগে দরকার আনুগত্য আদায় করা। 'ওখান থেকে ওয়্যাগন সরাও,' সামনের লোক দুটোর উদ্দেশে নির্দেশ ঝাড়ল ও। 'কুক, সরে এসো এখানে। এখানে এসে রাঁধো।' কালাহানের দিকে তাকাল। 'বড় ওয়্যাগনটা সঙ্গে আনার কারণটা কি?'

'ওয়্যাগনটা বড় হলেও হালকা,' বলল কালাহান। 'অনেক বছর আগে এরকম একটা ওয়্যাগনে করে ভাইয়ের সঙ্গে ইলিয়নয়

থেকে ক্যানসাসে গিয়েছিলাম আমি।'

অতীত স্মৃতিচারণ করছে ব্যবসায়ী। মাইক জিজ্ঞেস করল, 'ইলিয়নয়ের লোক তুমি?'

'ছিলাম। পশ্চিমে আসার আগে। আমার ভাই কলোরাডোতে চলে গেল, ওখানে মাইনিং করল, আর আমি চলে এলাম এদিকে খামার করতে।'

চাক ওয়্যাগন গড়িয়ে এসে থামল ওদের পাশে। নড করল মাইক কূকের উদ্দেশে। কূক ট্রেইলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তাকে একটু পাম্পপট্টি মারা যথেষ্ট জরুরী।

চাক ওয়্যাগনের পেছনে আসছে বড় ওয়্যাগনটা। হাতের ইশারায় ওটা কোথায় থামবে তা দেখিয়ে দিল কালাহান। যেই মাত্র ওয়্যাগন থামল, পেছনের ফ্ল্যাপ উঁচু হয়ে গেল, হালকা কিন্তু যৌবনপুষ্ট একটা শরীর নামল লাফ দিয়ে।

কাটা স্কার্ট, পুরুষ্টু উরু দেখল মাইক। চোখ স্থির হলো কাজল কালো চোখে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল মেয়েটার। 'হায় ঈশ্বর!' কালাহানের দিকে চোখ সরু করে তাকাল মাইক, 'ওকে তুমি সঙ্গে করে এনেছ! কী করে এমন ভুল করলে!'

সাত

কালাহানের পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে। দু'চোখ জ্বলছে। 'আবার তুমি!' ফোঁস করে উঠল। 'স্টারের কি অবস্থা করেছ দেখেছি আমি, গণ্ডার কোথাকার! এবার কার

সর্বনাশ করবে, চাচার? চাচার সঙ্গে লাগতে এসেছ এবার?'

'কারও সঙ্গে লাগতে আসিনি,' বিরক্ত স্বরে জানাল মাইক। 'কিন্তু হাঁটুর ওপর শুইয়ে তোমার পেছনে ক ঘা লাগাব কিনা ভাবছি। কেন এই বিপজ্জনক ট্রেইলে এসেছ, হ্যাঁ?' কালাহানের দিকে তাকাল। 'কালাহান, তুমি জানো কি বিপদে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছ তুমি? জানো না ট্রেইল ড্রাইভে কখনও মেয়ে নিয়ে আসা হয় না! এ মেয়ে তো একটা...'

'সাবধানে কথা বোলো,' ওকে থামিয়ে দিল কালাহান, চেহারা পাথরের মতো কঠোর। 'জোলিন আমার ভাতিজি। ভাইয়ের মেয়ে। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওর সম্পূর্ণ অধিকার আছে...'

'কিন্তু ও একটা মেয়ে। ও ছাড়া ট্রেইলে আর কোন মেয়ে নেই। তার মানে বোঝো? তোমার ক্রুরা যে কাজে মন দিচ্ছে না তার একটা প্রধান কারণ এই মেয়ে। সন্দেহ নেই সারা দিন রাত এই মেয়েকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে ওরা। শুধু তা-ই নয়, আরও নানা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে একে নিয়ে। তোমার তো ভালই বোঝা উচিত।'

'তোমার মতো লোকদের কাছ থেকে আমাকে সাবধান থাকতে হবে, এই তো?' ফণা তোলা সাপের মতো ফুঁসে উঠল মেয়েটি। 'আমি তোমার মতো জানোয়ারের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে জানি।'

'তাই?' হাসল মাইক। 'রক্ষা করতে চাও বলে তো মনে হয় না। চাইলে ট্রেইলে নামতে না।'

চাচার দিকে তাকাল জোলিন। রাগে লাল চেহারা। 'ওকে লোক ডেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন, চাচা?'

খসখস করে দাড়ি চুলকাল কালাহান। 'আসলে, মা, ওকে আমি স্টারের বদলে দায়িত্ব দিয়েছি।'

'কী! এই লোক! ভাবতেই তো মন ছোট হয়ে যায়।'

'আমার মনও ছোটই হয়েছে,' ঘোঁৎ করে উঠল মাইক।

আগে যদি জানতাম তুমি···তোমার মতো একটা আপদ আছে, তাহলে ভুলেও দায়িত্ব নিতাম না। কালাহান, ভেবে দেখো ওকে ফেরত পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'ফেরত পাঠানো? ব্যবস্থা যদি করাও যায় তাহলেও যেতে অস্বীকার করার অধিকার আছে ওর। বোল্ডার, বাচ্চা মেয়ে নয় ও। চাকরও নয়। সত্যি বলতে কী, আমি ওকে নিয়ে আসিনি, ও-ই আমার সঙ্গে এসেছে। এই ড্রাইভে ও আমার অংশীদার। গরুর পালের অর্ধেক ওর।'

'এক খামার মালিক আর এক মেয়ে!' বিড়বিড় করল মাইক। 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমাদের। ভেবেছ বাঁচবে এই ড্রাইভ শেষ হওয়া পর্যন্ত!'

নিচু স্বরে জবাবটা দিল জোলিন। 'আমাদের গরু এখনও সঙ্গে আছে, মিস্টার বোল্ডার। তোমার গরু কোথায় এখন?' চেহারায় তাচ্ছিল্য, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মাইকের মুখে।

'তাই তো, কোথায়!' প্রতিধ্বনি তুলল কালাহান। একটু থেমে বলল, 'তাহলে তুমি কি অ্যাবিলিনে পৌঁছে ফিরতি পথ ধরেছিলে?'

মুখটা লাল হয়ে উঠল মাইকের। নিজেকে ছোট মনে হলো। নিচু স্বরে স্বীকার করল ও, 'জে-হকাররা আমাদের ওপর হামলা করেছিল।'

বুঝতে একটু সময় নিল ব্যবসায়ী। বুঝতেই হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। 'তার মানে! তার মানে গরু খুইয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেইলের ব্যাপারে সব জেনেও?'

'হ্যাঁ।'

নিরবতা নামল। অস্বস্তিকর নিরবতা। চেয়ে আছে চাচা-ভাতিজি ওর দিকে। ওদের চোখের ভাষা পড়তে পারছে মাইক। ওদের চোখে সে এক ব্যর্থ পতিত লোক। সাধারণ এক ভবঘুরের পর্যায়ে নেমে আসা হেরে যাওয়া মানুষ। করুণার চোখে ওরা

তাকালে রাগ সামলাতে পারত না মাইক, কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভবত ওরাও বুঝেছে, ফলে চুপ করে আছে।

এক মিনিট পর বলল মেয়েটা, 'তোমার গরুর পালের এই পরিণতির পর তোমাকে আমাদের গরুর পালের দায়িত্ব দেয়া কতটা ঠিক তা বুঝতে পারছি না।' চাচার দিকে তাকাল।

'চুক্তি হয়ে গেছে আমাদের, জোলিন,' বলল কালাহান গলা খাঁকারি দিয়ে। 'দু'হাজার ডলারের জন্যে ওকে একটা নোট লিখে দিয়েছি আমি। রাউন্ড মাউন্টিনে গরু নিয়ে পৌঁছোলেই টাকাটা ওর প্রাপ্য হবে।'

'আশা করি টাকাটা পাবে ও,' বিড়বিড় করল জোলিন, আসলে মন থেকে অনিশ্চয়তা দূর করতে চাইছে। ভয় পেয়ে গেছে, গরু নিয়ে শেষ পর্যন্ত বোধহয় গন্তব্যে পৌঁছোতে পারবে না।

তিনজন গানম্যান এসে স্টারকে নিয়ে গেল চাক ওয়্যাগনে। ওখানেই ওর সেবাযত্ন হবে। সবাইকে ডেকে জড় করল কালাহান, হাত তুলে মাইককে দেখিয়ে বলল, 'এখন থেকে এ তোমাদের সমস্ত নির্দেশ দেবে। স্টারের বদলে ও-ই এখন থেকে ট্রেইল বস্।'

'তাই নাকি!' বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল একজন। সবাই তীক্ষ্ণ চোখে তাদের নতুন নেতাকে দেখে নিচ্ছে। যোগ্য না মনে হলে বাজিয়ে দেখবে। মাইকের রুক্ষ চেহারা তাদের বেশ নিরুৎসাহিত করল।

ঝামেলা ছাড়াই রওনা হলো পরদিন কালাহানের গরুর পাল। গোপন ড্র থেকে দুশো চোদ্দোটা গরু এনে পালের সঙ্গে মিলিয়ে দিল মাইক। গরু গুনে নিল কালাহান।

প্রতিদিন এই ট্রেইলহীন বুনো প্রান্তরে ছয় মাইল করে এগোনো মানে যথেষ্ট ভাল, স্বীকার করবে যে কেউ। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পথ মাইকের চেনা নেই। ইচ্ছে করলে তাড়াহুড়ো করতে পারে ওরা, দিনে দশ মাইলও এগোতে পারে, কিন্তু সেটা হবে মারাত্মক বিপজ্জনক। সতর্কতায় কোন ঢিল দিতে মাইক নারাজ।

একটার পর একটা দিন বয়ে যাচ্ছে অলস ভাবে। যেতে পারছে ধীরেসুস্থে, কাজেই ঘাস পর্যাপ্ত খাচ্ছে গরুগুলো। ওদের ওজন বাড়তে শুরু করেছে।

উত্তর-পুব দিকে এঁকেবেঁকে পাহাড় টিলা এড়িয়ে চলেছে ওরা, পথের কোন চিহ্ন নেই। প্রায়ই একটা ট্রেইলের কথা বলে কালাহান। টুলসা ট্রেইল। ওটার অস্তিত্ব আজও আছে কিনা সেটা গভীর সন্দেহের বিষয়। তবে পথটা খুঁজে পাওয়া গেলে ভাল হতো। ওই পথে রাউন্ড মাউন্টিনে যাওয়া যায়।

যেকোন একটা ট্রেইল পেলে বেঁচে যায় মাইক। আশা করছে সামনে কোথাও না কোথাও কোন একটা ট্রেইলে গিয়ে পড়বে ওরা।

ক্রুরা মাইকের খবরদারির কারণে আগের চেয়ে অনেক সুশৃঙ্খল হয়েছে, চট করে জায়গা বদল করে গরুগুলোকে চমকে দেয়া বন্ধ করেছে। দলছুট গরুগুলোকেও আগের চেয়ে বেশি যত্নে দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সবাই বেশ অসন্তুষ্ট। ফিন স্টারের সঙ্গে প্রচুর সময় নিয়ে আলাপ করছে ক্রুরা, কিভাবে মাইককে শায়েস্তা করবে। পাত্তা দিচ্ছে না মাইক। যখনকারটা তখন দেখা যাবে। স্টার এখনও শয্যাশায়ী। চোখে দেখতে পাচ্ছে ফোলা কমে যাওয়ায়, কিন্তু কোন কাজ করার অবস্থায় এখনও আসেনি শরীর।

প্রথম দু'তিনদিন ছোটখাটো কয়েকটা লড়াইতে অংশ নিতে হয়েছে মাইককে, তারপর ক্রুরা বুঝে গেছে ওর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। ওকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না কেউ, নির্দেশ পালন করে চলেছে নিরবে। স্টারের সামনে কোন নির্দেশ পেলে ইচ্ছে করেই স্টারের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে তারা, হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয় স্টারকেই এখনও সত্যিকার নেতা মনে করে।

যেহেতু কাউকে বিশ্বাস করার উপায় নেই কাজেই রাতে ক্যাম্প থেকে দূরে নির্জন কোন জায়গা বেছে ঘুমায় মাইক। বড়জোর দু' বা এক ঘণ্টা। তা-ও গভীর ঘুম নয়। মাথার কাছে

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকে স্যাডল চাপানো অবস্থায়, যেকোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি। আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছে মাইক, গর্তে বসে গেছে চোখ, দৃষ্টি হয়েছে আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। পরনে ময়লা পোশাক, উস্কখুস্ক চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি—সব মিলিয়ে ওকে দেখলে মনে হচ্ছে তাড়া খাওয়া ডাকাত।

'আমি আর চাচা তোমার ব্যাপারে অনেক আলাপ করেছি,' জোলিন কালাহান বলল এক বিকেলে। পাশেই একটা বাকস্কিন মেয়ারে সাইড স্যাডলে চড়ে চলেছে মেয়েটা, পরনে সেই ফাড়া স্কার্ট।

স্কার্টটা মাইকের পছন্দ নয়। অনেক বেশি দেখা যায় কাপড়টা পরলে। ও খেয়াল করে দেখেছে ক্রুরা জোলিনের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কাজ ভুলে। মেয়েটা ওসব পাত্তা দেয় না। কিন্তু কাজে ক্ষতি হচ্ছে এটা বুঝেও বুঝতে চায় না, সেখানেই মাইকের আপত্তি। সব কয়জন ক্রু গানম্যান এবং বুনো ধরনের মানুষ। তাদের কাছ থেকে বিপদ আসবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ফিন স্টার কালাহানের হয়ে নিজে ক্রু বাছাই করেছে। নিজের পছন্দ মতো পরিচিত লোকই নিয়েছে সে। এ এমন এক দল মানুষ যাদের সঙ্গে কোন ভদ্রমহিলার সংশ্রব থাকা উচিত নয়।

'তুমি বা তোমার চাচা আমার সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানো না,' কিছু বলতে হয় তাই বলল মাইক।

'হয়তো জানার মতো তেমন কিছু নেই।'

বিরক্ত বোধ করল মাইক মেয়েটার খোঁচা মারা মন্তব্যে। বলল, 'সে বিচারটা কে করছে, তুমি? তুমি না তোমার চাচা? আমি টেক্সাসের এক র‍্যাঞ্চার। গরুর দেশের মানুষ। আর তোমরা? তুমি কলোরাডোর এক মাইনারের মেয়ে। তোমার চাচা এক খামারমালিক। তোমরা আমার সম্বন্ধে কি বলবে। তোমাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য আকাশপাতাল।'

বাঁকা হাসল মেয়েটা 'তোমার দিক থেকেও অনেক ভুল

ধারণা আছে। চাচার কথা কি জানো তুমি? কিচ্ছু না। চাচা শুধু একটা খামারের মালিক নয়, চাচা রাউন্ড মাউন্টিনের কাছে একটা বসতি গড়ে তুলেছে। শহর একটা। হোপউইল নাম। সেখানে একটা ব্যাঙ্ক চালায় চাচা।'

'ঠিক আছে, তোমার চাচা খামারের মালিক এবং ব্যাঙ্কার,' বলল অপ্রভাবিত মাইক, 'তো কি? যা তার কাজ সেটাই তার করা উচিত ছিল। মর্টগেজের ব্যবসা গরুর ব্যবসার চেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক।'

'এটা চাচার কাজেরই একটা অংশ,' বলল জোলিন। 'রাউন্ড মাউন্টিনের পওনিরা যদি খেপে তাহলে সবচেয়ে আগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হোপউইলের বাসিন্দারা। বসতিটা একেবারে রিযার্ভেশনের গা ঘেঁসে। এমনিতেই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সাদা মানুষদের সম্পর্ক ভাল না। মিথ্যে ছড়িয়েছে শত্রুর দল। ইন্ডিয়ানদের ধারণা দেয়া হয়েছে একদিন ওদের এলাকা দখল করে বসবে হোপউইলের বাসিন্দারা। পওনিরা ক্ষুধার্ত, ত্যক্ত। উপযুক্ত কারণেই ওরা উত্তেজিত–আক্রমণে যাওয়া ছাড়া ওদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে না চাচা গরু নিয়ে ওখানে পৌঁছোতে না পারলে।'

'রাউন্ড মাউন্টিনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা আছে?'

'আটজন সৈন্যের একটা দল আছে পাহারায়, ব্যস। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে না পওনিরা সাদা মানুষদের ওপর হামলা করতে পারে। আসলে পরিস্থিতি কতটা খারাপ সেটাই জানে না তারা। খিদের জ্বালায় মানুষ কি না করে। প্রতিবেশীদের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে না ওরা। ওদের সন্দেহ হোপউইলের লোকদের হাত আছে ওদের গরুর চালান বন্ধ করে দেয়ার পেছনে। পওনিদের যুবকরা যদি চায় তাহলে গ্যারিসন দখল করে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে, বাধা দেয়ার কেউ নেই। সরকারের কাছ থেকে সাহায্য আসবে, কিন্তু যে দেরি হবে তাতে সাহায্য পাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকবে না কেউ। পওনি ব্রেভরা আর্মির সঙ্গে এক হয়ে যুদ্ধ

করেছে, ওরা লড়তে জানে। সেটলাররা বেশিরভাগই পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে থাকা নীরিহ মানুষ। অনেকেই ভাবছে বসতি ছেড়ে চলে যাবে।'

'তোমার চাচার ব্যাঙ্কিং ব্যবসার জন্যে ব্যাপারটা খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে,' মন্তব্য করল মাইক, 'এখন বুঝতে পারছি গরুর পাল নিয়ে ওখানে যাওয়াটা তোমাদের কাছে কেন এত জরুরী।'

'তুমি ভাবছ তুমি সমস্যার গভীরতা বুঝতে পারছ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোলিন, 'আসলে সমস্যার স্বরূপ হয়তো বোঝোনি। চাচার ধারণা হোপউইলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সবার সমস্যার সমাধান করা তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব। র‍্যাঞ্চারদের বিরোধিতা করে সরকারের কাছ থেকে চাচাই বসতির জন্যে জমি আদায় করেছিল। আগে জায়গাটা মুক্ত রেঞ্জ ছিল। সেকারণে চাচাকে দু'চোখে দেখতে পারে না র‍্যাঞ্চাররা।'

'বুঝতে পারছি র‍্যাঞ্চারদের বিরক্তির কারণ। আমি নিজেও কোনদিন মুক্ত রেঞ্জ ছাড়া গরু চরাইনি।'

'ভাল লোক বেছে তাদের ওখানে যেতে উৎসাহিত করেছে চাচা, হোমস্টেড দিতে সাহায্য করেছে। প্রথম দুই তিন বছর ঋণ দিয়ে তাদের চালিয়ে নিয়েছে। এক সময় যেটা রেঞ্জ ছিল এখন সেটা চমৎকার খামারের জমি। আগে দুই তিনজন বড়লোক র‍্যাঞ্চারের কাজে লাগত জমিটা, এখন অনেকগুলো পরিবার ওই জমির কারণে খেয়ে পরে বাঁচছে।'

'নানা বিশেষণ দেয়া হয়েছে আমাকে,' হাসল মাইক, 'কিন্তু কোনদিন বড়লোক র‍্যাঞ্চার বলল না কেউ। বললে মন খুলে হাসতে পারতাম।'

প্রসঙ্গ থেকে সরল না জোলিন। 'ওরা চাচার ওপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। মনে করে...'

'তোমার চাচাকে বিরাট লোক বানিয়ে ছাড়ছ,' বলল মাইক,

'যাকে বলে বড় লোক!' রাগটা ওর কমছে না। জোলিনের স্কার্ট তার একটা অন্যতম কারণ।

মনে মনে বোধহয় দশ গুনে নিজেকে সামলে নিল জোলিন। বড় বড় কয়েকটা শ্বাস ফেলে বলে চলল, 'চাচা পওনিদের প্রতিও সহানুভূতি পোষণ করে। ওদের খাবারের ব্যবস্থা করাটাই এখন মস্ত বড় সমস্যা। ওরা যদি ওদের প্রতিশ্রুত গরু পেয়ে যায় তাহলে আর বিক্ষোভ থাকবে না।' গরুর পালের ওপর একবার চোখ বোলাল জোলিন। 'এই গরুগুলো হচ্ছে সমস্যার সহজ সমাধান।' মাইককে কিছুক্ষণ দেখল জোলিন, তারপর জ্ঞান দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'মুনাফা করতে নয়, বসতিটা রক্ষা করতে চেষ্টা করছে আসলে চাচা।'

আস্তে করে নড করল মাইক। ভাবছে দামের পার্থক্যের কথা। ছয় ডলার করে গরু কিনেছে কালাহান। ডেলিভারী যখন দেবে প্রতিটা গরুর দাম হবে অন্তত চল্লিশ ডলার। 'আর তোমার কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কালাহানের মুখে শুনলাম তুমি তার অর্ধেক অংশীদার।'

'হ্যাঁ। চাচার কাছে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। বাবা মারা যাওয়ার পর চাচার কাছে চলে আসব ঠিক করেছিলাম, কিছু টাকাও রেখে গেছে আমার বাবা, ভাবলাম চাচার সঙ্গে ব্যবসায় কাজে লাগিয়ে দিই। কলোরাডোতে ছোট একটা খনি ছিল আমার। সেটাও বেচে দিয়েছি। হোপউইল বসতিটা দেখিনি এখনও, কিন্তু চাচার মুখে শুনে সবাইকে চিনে নিয়েছি।'

'তাহলে চাচা তোমাকে প্রভাবিত করেনি খনি বেচে সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করতে?'

'না। আমি স্বেচ্ছায় টাকা দিয়েছি।'

টাকরা দিয়ে আওয়াজ করল মাইক। 'তুমি যে কতটা সৌভাগ্যবতী যে এখনও ফতুর হয়ে যাওনি সেটা বোধহয় বোঝার মানসিকতা তোমার নেই। এই গরুগুলো ডাকাতি হলে পথে

বসবে তুমি। এ এমন এক খেলা...'

গ্রীবা সোজা হয়ে গেল জোলিনের। 'তোমার কাছে খেলা মনে হতে পারে, আমাদের কাছে নয়। সবদিক রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছে আমাদের। গরুর দাম কমাতে হয়েছে যাতে চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।'

'দাম তোমরা কমিয়েছ ঠিকই। এতই বেশি যে সেটা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে। নিজের সুবিধের জন্যে কারও অসহায়তার সুযোগ নেয়া ঠিক নয়।'

জবাব দিতে যাচ্ছিল জোলিন, কিন্তু এক রাইডার এগিয়ে এসে পাশে থামায় মুখ খুলল না। লোকটার নাম ট্যাঙ্কার টড। বুড়ো মতো। ক্ষুধার্ত চেহারা। সঙ্গীরা বলে মানুষের মাংস রোস্ট করে দিলে সেটাও নির্বিকার ভাবে খেয়ে নেবে সে। মাইকের পাশে চলে এসে বলল, 'সামনে নদী। নর্থ ফর্ক মনে হয়। পানি অনেক উঁচু হয়ে বইছে, নেমে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'আবার দেরি!' বলে উঠল জোলিন। 'কতটা দেরি করতে হবে আমাদের?'

শ্রাগ করল মাইক। 'বলা মুশকিল। হয়তো দু'তিনদিন, যদি না নদীটা আরও ফুলে ফেঁপে ওঠে। নির্ভর করে পাহাড়ে কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তার ওপর।'

'এমনিতেই আমরা সময়ের চেয়ে পিছিয়ে গেছি।'

'আমি যাচ্ছি দেখে আসি কি অবস্থা।' টডকে ছাড়িয়ে সামনে বাড়ল মাইক, টডের উদ্দেশে বলল, 'পাশ থেকে কালো ওই বড় ষাঁড়টাকে সামনে নিয়ে এসো, টড। ওটা আমার এক প্রতিবেশীর। ছোট থেকে দেখছি বদমেজাজী জন্তুটাকে। জানি ওটা সাঁতার কাটতে ভয় পাবে না।'

'নদী পারাপারের চেষ্টা করবে?'

'দেখা যাক পারি কিনা। ছেলেদের বোলো গরু নিয়ে সামনে বাড়তে। আমি মানা না করলে থামবে না।'

পাড়ে গিয়ে থামল মাইক। একটু খেয়াল করতেই বুঝতে পারল আস্তে আস্তে বাড়ছে নদীর পানি। ট্যাঙ্কার টড একটু বাড়িয়ে বলেছে পানি পছন্দ করে না বলে। লোকটা বছরে একবার গোসল করে কিনা সন্দেহ। তবে কালকে নাগাদ সত্যিই নদীর পানি এত বেড়ে যেতে পারে যে গরু নিয়ে পার হওয়া তখন হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। অপেক্ষা করতে না চাইলে আজকেই পারাপারের শেষ সুযোগ। গরুর পাল থামতে ইশারা করল না মাইক।

নিচু পাড়ে এসে থামছে গরুগুলো, ঠেলা খাচ্ছে পেছনেরগুলোর। পানি খেয়ে হেলেদুলে সরে যেতে চাইল কালো ষাঁড়টা। লস্ট ক্রীক না, এটা একটা চওড়া প্রমত্তা নদী—অপরিচিত। জটলা শুরু হয়ে গেছে পালের মধ্যে। সামনের দিকে পরস্পর গুঁতোগুঁতি করছে গরু।

পেছন থেকে গুঁতো খেয়ে প্রতিবাদের স্বরে ডেকে উঠল কালো ষাঁড়, ভয় পেয়েছে। ওটার ভয় সংক্রমিত হচ্ছে অন্যগুলোর মধ্যে। বিড়বিড় করে গাল বকল মাইক। আগামী দু'এক মিনিটের বিশৃঙ্খলায় গরুর অর্ধেক পাল ভেসে যেতে পারে। তীরে দাঁড়ানো গরুগুলোকে পেছন থেকে ঠেলছে অসংখ্য গরু। সামনের গরুগুলো নদীতে নেমে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। দু'দিকের চাপে মাঝখানের গরুগুলো তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে ডাকছে বাঁ-বাঁ করে।

গরুর ডাক ছাপিয়ে উঠল ফিন স্টারের গলা। 'কালাহান, গেল তোমার গরুর পাল! আমি ট্রেইল বস্ হলে কোনদিন এই ঝুঁকি নিতাম না।'

চটপট চ্যাপ্স্ আর গানবেল্ট খুলে ফেলল মাইক, বুট খুলে ধরিয়ে দিল জোলিনের হাতে। ওর ইশারা পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল ঘোড়াটা। পালের সামনে চলে আসতেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ও পানিতে, চেষ্টা করছে গরুর খুরের লাথি এড়াতে। কালো ষাঁড়ের পিঠে চেপে বসল জগদ্দল একটা পাথরের মতো।

'এগো তুই! এগো!!' কানের কাছে চিৎকার করছে। পা দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে ওটার পেটে। ষাঁড়ের লেজ ধরে মোচড় মারল।

অকস্মাৎ তাগাদা পেয়ে চমকে গেলেও সামলে নিয়ে সামনে বাড়ল কালো ষাঁড়টা, পায়ের নিচে মাটি হারাতেই সাঁতার কাটতে শুরু করল। বাকিগুলোর পেট পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেছে। সামনেরটাকে এগোতে দেখে এবার ভরসা পেল। গোটা পালটা আস্তে আস্তে নামছে নদীতে। এখন আর আতঙ্কিত নয় ওরা। সামনের ষাঁড়টার পিঠে বসে ওদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে দু'পেয়ে একটা প্রাণী। দু'পেয়ে প্রাণীগুলো বুদ্ধিমান হয়। তাদের ইচ্ছেতে চলা নিরাপদ এটা ওরা জানে।

কিছুক্ষণ পর কালো ষাঁড়ের পিঠ থেকে নেমে ভাটির দিকে সাঁতার দিল মাইক ঘোড়াটাকে ধরার জন্যে। গরুগুলোকে এড়িয়ে তীরে ফিরে গেছে ঘোড়াটা। ও-ও তা-ই করল, ফিরে এলো তীরে। ওর ঘোড়াটা ধরে দেয়ার কথা খেয়াল নেই কালাহানের গানম্যানদের, অবাক হয়ে সামনের দৃশ্য দেখছে তারা। একটু আগেই গোটা পাল ভেসে যাবে বলে মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল অসহায় গরুগুলো ডুবে মরবে, অথচ এখন সাঁতরে নিরাপদে ওপারে গিয়ে উঠছে ওগুলো একের পর এক।

মাইকের অনুপস্থিতির সুযোগে নিজের হাতে কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছে ফিন স্টার। সবাইকে নিয়ে সে পেছনের গরুগুলো খেদাচ্ছে। অথচ অর্ধেক লোক দরকার এখন নদীর ওপাড়ে। বাকিদের কয়েকজনকে দরকার ওয়্যাগন পারাপারের ব্যবস্থা করার জন্যে। কারও এসবদিকে কোন খেয়াল নেই। জুতো, চ্যাপ্‌স্ আর গানবেল্ট পরে নিল মাইক, ওর নির্দেশে নদীর ওপারে রওনা হলো অর্ধেক ক্রু। ফিন স্টার মুখ বাঁকিয়ে ফিরে গেল চাক ওয়্যাগনে।

মাইকের সামনে এসে দাঁড়াল কালাহান, মুখটা লাল হয়ে আছে উত্তেজনায়।

'মাইক,' বলল সে, 'এটা কি রকম হলো, এভাবে গরুর পাল

খেদানো...'

রেগে গেল মাইক। গরুগুলোকে থামানোর আর কোন উপায় ছিল না। নদীতে এসে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে মারা পড়ত দুর্বল গরুগুলো। ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গরুর পাল পারাপারের ব্যবস্থা করেছে আর কালাহানের ভাব দেখে মনে হচ্ছে মস্ত বড় একটা অপরাধ হয়েছে ওর!

'এই সুরে আমার সঙ্গে কথা বলবে না, খেঁকিয়ে উঠল ও। 'কি জানো তুমি গরুর? সারাজীবন তো মাটিতে চাষ দিয়েছ। গরুর কি বোঝো তুমি! দু'তিনজন ছেলে নিয়ে ওয়্যাগন পার করার ব্যবস্থা করো, একটা কাজ অন্তত হবে।'

নিরাপদেই পার হচ্ছে গরুর পাল। কথা বাড়াল না কালাহান, চুপ মেরে গেল, চলে গেল মাইকের নির্দেশ পালন করতে।

'তুমি পাগলের মতো কাণ্ডটা করেছ, মাইক বোল্ডার,' চাচা চলে যেতেই ভ্রূ কুঁচকে বলল জোলিন। 'মারা যেতে পারতে।'

'ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায় ছিল না আর,' জবাবে বলল মাইক। 'জানতাম কি করছি আমি।'

'খুরের গুঁতোয় তলিয়ে যেতে পারতে। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারতে। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারত না।'

'কিন্তু দেখো কি আফসোসের কথা, মরিনি আমি।' হাসল মাইক। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আরও কিছুদিন আমাকে সহ্য করতে হবে তোমার।'

মুখটা লাল হয়ে উঠল মেয়েটার। লজ্জা পাচ্ছে না রেগে গেছে বোঝার কোন উপায় নেই। 'দু'হাজার ডলার না নিয়ে যাচ্ছি না আমি,' আবার বলল মাইক।

'টাকাটা তোমার রোজগার প্রায় হয়েই গেছে,' বলল জোলিন, 'যে ঝুঁকি নিয়ে গরু পার করালে!'

'টাকাগুলো আমার দরকার,' বলল মাইক। 'লস্ট ক্রীকের র‍্যাঞ্চারদের ক্ষতি যতটা সম্ভব পূরণ করতে হবে আমাকে। আমার

দায়িত্বেই ওদের সর্বস্ব দিয়েছিল ওরা। কেউ ভাবেনি পথে বসবে এভাবে।'

'র‍্যাঞ্চারদের যদি টাকাগুলো দিয়ে দাও তাহলে তোমার থাকল কি?'

'আমার এখন যা বয়স তাতে নতুন করে আবার সব শুরু করতে পারব। লস্ট ক্রীকে যারা আমার প্রতিবেশী তাদের বেশিরভাগই শেষ বয়সে পৌঁছে গেছে। তাদের আর সেই সুযোগ নেই।' একটু থামল মাইক তারপর বলল, 'গরু নিয়ে যাওয়ার জন্যে যেকোন ঝুঁকি নিতে আমি রাজি আছি। শুধু আমার জন্যে নয়, সবার জন্যেই গরু নিয়ে রাউন্ড মাউন্টিনে যাওয়া জরুরী। পওনিরা খেপলে তোমাদের বসতিতে একজনও বাঁচবে না। তারপর আর্মি আসবে, দমন করবে ইন্ডিয়ানদের বিদ্রোহ। তাতেও অনেক মানুষ মারা যাবে। গরু নিয়ে রাউন্ড মাউন্টিনে যাওয়াটা আমি আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলে মনে করছি।' জোলিনকে দেখল মাইক, কি যেন বলতে চাইছে মেয়েটা। ওরও কিছু কথা ছিল, বলা হলো না। এখন উপযুক্ত সময় নয়। কথা বলল দু'জনের চোখ।

দৃষ্টি নামিয়ে নিল জোলিন। মুখে রক্ত জমেছে। লাল দেখাচ্ছে দু'কপোল। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

সবসময় কথা দিয়ে সব কিছু বোঝাতে হয় না।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নদীর তীরে কাউবয়দের পাশে চলে এলো ও, একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল। ফিন স্টার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘোড়ায় চেপে নদী পার হতে বাধ্য হলো। যথেষ্ট স্রোত থাকা সত্ত্বেও নিরাপদেই ভাসতে ভাসতে ওপাড়ে পৌঁছে গেল ওয়্যাগন দুটো।

সবার শেষে নদীর পার হলো মাইক, দলটাকে সুশৃঙ্খল করে ফেলল পনেরো মিনিটের মধ্যে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর রওনা হলো উত্তর দিকে। ওদিকেই কোথাও আছে রাউন্ড

মাউন্টিন। যেতে হবে বুনো একটা অপরিচিত রুক্ষ অঞ্চলের পর দিয়ে। পথে দেখা হতে পারে জে-হকারদের সঙ্গে। যদি হয়, লড়াই করে পথ করে নিতে হবে ওদের।

মাথার ওপর এক বোঝা চিন্তা নিয়ে পথ চলছে মাইক।

আট

রূঢ় ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চায়নি কালাহান, তবে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়েছে মাইক যেভাবে গরুর পাল দেখাশোনা করছে তাতে সে সন্তুষ্ট। কোন মন্তব্য না করেই প্রশংসাটুকু গ্রহণ করেছে মাইক।

মাইকের পাশে পাশে চলেছে কালাহান, পেছনে গরুর পাল। কিছুক্ষণ নিরব থাকার পরই মাইককে খোঁচানোর জন্যে বলল কালাহান, 'জে-হকারদের সঙ্গে অন্তত দেখা হয়নি আমাদের। এই একটা ঝামেলা এড়ানো গেছে।'

একমত হতে পারেনি মাইক। কালাহান ভাবছে জে-হকারদের বোকা বানিয়ে ওদের এলাকা পার হয়ে যেতে পেরেছে সে। মাইকের চেয়ে সে অনেক বেশি চালাক। প্রমাণ হয়ে গেছে যে অভিজ্ঞ কাউবয়দের বদলে গানম্যান নিয়ে ট্রেইলে নামাই ভাল। নিজের কাজে কালাহান এতই সন্তুষ্ট যে ভুলেই গেছে পথ হারিয়ে ফেলেছিল তারা, মাইকের সঙ্গে দেখা না হলে ট্রেইল খুঁজে গন্তব্যে পৌঁছোনোর আশা ছাড়তে হতো।

কালাহানের মনোভাব গায়ে মাখল না মাইক, শুধু বলল, 'এখনও আমরা গন্তব্যে যেতে পারিনি।'

নতুন একটা ট্রেইলে পড়েছে ওরা। কালাহানের ধারণা এই ট্রেইলই তাদের নিয়ে যাবে রাউন্ড মাউন্টিনে। এটা টুলসা ট্রেইলের একটা অংশ। যতই এগোচ্ছে ওরা রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে, ততই কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে কালাহান। এমন ভাবে নির্দেশ ঝাড়ছে যেন সে সেনাবাহিনীর কোন জেনারেল।

'গরুর পাল বেশি ছড়িয়ে পড়ছে! ওগুলো সংগবদ্ধ করো। বোল্ডার, দেখো যাতে নির্দেশ পালিত হয়।'

সাফল্যের মণিখচিত চাদরে নিজেকে মুড়ে নিয়েছে কালাহান। হোপউইলে ফিরছে বসতির সবচেয়ে বড় মানুষ। নিজের অধীনস্থদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে সে। সন্দেহ নেই হোপউইলের জন্যে সে যা করেছে বা করতে চলেছে তাতে গর্বিত হওয়া তার সাজে। নিজের লোকদের রক্ষা করার জন্যে সর্বস্ব বাঁজি রেখেছে সে।

হোপউইলের ওরা তার নিজের লোক। তার নির্দেশে চলে। মাইক ভেবে দেখেছে কতটা জনপ্রিয়তা আছে কালাহানের। খুব একটা বেশি বলে মনে হয়নি। কারণ কালাহানের আচরণ। কিন্তু যখন ওরা গরু নিয়ে পৌছোবে ততক্ষণে কালাহানের জনপ্রিয়তা তার লোকদের কাছে বিখ্যাত আলেকযান্ডারের চেয়ে কম হবে না।

মাইকের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাত্তা দিল না কালাহান, বলল, 'আমরা প্রায় এসেই গেছি। জে-হকারদের কাছ থেকে বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নেই। যতদূর জানি এই অঞ্চলে কখনও জে-হকার দেখা যায়নি। টেক্সানরা গরু নিয়ে আসবে সেই আশায় ওরা প্রধান ট্রেইলগুলোতে পাহারা দেয়। ভাবতেও আমার আশ্চর্য লাগে যে তোমাদের মতো টেক্সানরা কেন আমার মতো ভিন্ন ট্রেইল ধরো না। এ টেক্সানদের গোঁয়ার্তুমি। কিছু নির্বোধ মানুষ আছে যারা নিজেদের পাল্টাতে পারে না। টেক্সানরা তেমনই। বুদ্ধিমান নয়।'

'আমার ধারণা টেক্সানরা ভুল করে না,' শুকনো গলায় বলল

মাইক। বুঝতে পারছে গর্বে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে কালাহান।

'কপাল ভাল যে টেক্সানদের মতোই জে-হকাররাও গোঁয়ার্তুমি করে একই ট্রেইলে নজর রাখে! ওরা তা-ই করে ভেবেছিলাম আমি। সেজন্যেই এপথে এসেছি।'

'তোমার ধারণা ভুল,' বলল মাইক। রিচির কাছ থেকে যা শুনেছে জে-হকারদের অপারেশনের ব্যাপারে সেসব জানাল।

'ও, তাহলে তারা এখন একতাবদ্ধ হয়েছে,' হাসল কালাহান। 'ছোট ছোট দল মিলে বড় একটা দল করেছে? জানতাম না!'

'আমিও জানতাম না,' স্বীকার করল মাইক। 'খবরটা এখনও ছড়িয়ে পড়েনি। ওরা নতুন লোক নিচ্ছে এখনও। খুব সতর্কতা বজায় রাখছে। যাকে তাকে দলে ঢোকাচ্ছে না। ক্রমেই দলটা বড় হচ্ছে। বড় জায়গা নিয়ে টহল দিচ্ছে। ওদের ওপর নির্দেশ আছে এই গরুর পাল যাতে কোনমতেই রাউন্ড মাউন্টিনে না পৌঁছোয়।'

মুহূর্তের জন্যে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল কালাহানের চোখে। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা সাধারণ ডাকাত নয়, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী!'

'এখন ওরা তা-ই। খারাপ লোকদের আর্মি। যতটা বেশি সম্ভব জায়গা নিয়ে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করছে ওরা। ওদের নেতা গরু বেচার সুন্দর একটা কৌশল করেছে। বড় র‍্যাঞ্চার সে। নাম হলিঙ্গার। আর্ল হলিঙ্গার। ক্যানসাসের বর্ডারের কাছে তার একটা র‍্যাঞ্চ আছে। শুনেছি এই এলাকাতেও র‍্যাঞ্চ আছে একটা।'

স্থির চোখে মাইকের দিকে তাকাল কালাহান। একটু চমকে গেছে। গলা সামান্য কেঁপে গেল। 'হলিঙ্গার? আর্ল হলিঙ্গার? তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। সে কি তোমার বন্ধু নাকি?'

'না!' মাথা নাড়ল ব্যবসায়ী। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। 'র‍্যাঞ্চারদের যে দলটা আমার বসতির বিরুদ্ধে

আইনী লড়াই লড়েছিল তাদের নেতা ছিল এই আর্ল হলিঙ্গার। আমি কোর্ট থেকে ইনজাঙ্কশন বের করায় তার বন্ধুরা ক্ষান্ত দিয়েছিল, কিন্তু হলিঙ্গার হাল ছাড়েনি। প্রথম প্রথম রাতের বেলা তার লোক হামলা করত হোপউইলে, যাতে সবাই ভয় পেয়ে চলে যায়। আমাকে খুন করানোর চেষ্টাও করেছে সে। বেঁচে গেছি কপাল জোরে। এখনও সে যে আমাদের পেছনে লেগে আছে তা জানতাম না। বসতি বড় হওয়ায় হলিঙ্গার বাড়াবাড়ি করবে না ভেবেছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার বলল কালাহান, 'তার ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আমি জানি। একই সঙ্গে দশ-বারোটা ব্র্যান্ডের গরু চরে তার ওখানে। সব ব্র্যান্ডই তার। জানতাম না এদিকেও সে র‍্যাঞ্চ করেছে।'

'লোক কেমন হলিঙ্গার?' জিজ্ঞেস করল মাইক। মনে মনে একটা ছবি আঁকছে প্রভাবশালী লোকটার।

'উদ্ধত, বেয়াড়া বেয়াদব একটা অত্যাচারী লোক!' বলল কালাহান। বিরক্তির চরম প্রকাশ ঘটাতে বেঁকে গেল ওপরের ঠোঁট। 'অধৈর্য। গায়ের জোরে দখল করতে চায় সবকিছু। তার ধারণা যত খুশি রেঞ্জ দখল করার অধিকার আছে তার। সেটলারদের সে ঘৃণা করে। ইন্ডিয়ানদের দু'চোখে দেখতে পারে না। তার কাছে ভাল ইন্ডিয়ান মানে মৃত ইন্ডিয়ান। বর্ণবাদী লোক। এরা কেমন হয় তা তো জানোই।'

'এমন দু'একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে,' সায় দিল মাইক। 'কিন্তু মানুষ তারা যেমনই হোক, হলিঙ্গারের মতো পাইকারী চুরি-ডাকাতিতে জড়িত ছিল না।'

'এদের ঔদ্ধত্যের কোন সীমা পরিসীমা থাকে না।' থুতু ফেলল কালাহান মাটিতে। 'তুমি নিজেও যেহেতু র‍্যাঞ্চার সেজন্যে ওদের দোষত্রুটি তোমার চোখে পড়বে না।'

বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করল না মাইক, বলল, 'আমি

কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি না। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে এত বড় গরু চুরির ঘটনা এই প্রথম শুনলাম আমি।'

'হলিঙ্গার অন্য র‍্যাঞ্চারদের ব্যতিক্রম নয়। র‍্যাঞ্চাররা সুযোগ পেলেই এমন করে।'

'আমাদের বোধহয় এই ব্যাপারে আলোচনা না করাই ভাল,' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মাইক। 'শীঘ্রি আমরা সিমেরনে পৌঁছে যাব। এগিয়ে গিয়ে সামনের পথটা দেখে আসা দরকার আমার।'

ঘোড়াটাকে তাড়া দিল মাইক, এগিয়ে চলল সামনে। কালাহানকে আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তার চেয়ে দূরত্ব বজায় রাখা ভাল। লোকটা নিজেকে বিরাট কেউ ভাবতে শুরু করেছে। নিজের মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। সন্দেহ নেই হোপউইল নামের বসতি করতে গিয়ে র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে কালাহানের। তার মানে এই নয় যে সে পাইকারী ভাবে র‍্যাঞ্চারদের চোর-ডাকাত ভাববে। লোকটা সে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বলে মনে হয় না। অল্প পানির মাছ। ক্ষমতাশালী গোঁয়ার র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গে সত্যি বলতে তার তেমন কোন আচরণগত পার্থক্য আছে বলে মনে হয়নি মাইকের।

দিনের বাকি অংশ একাই কাটাল মাইক গরুর পাল থেকে অনেক সামনে, পথ পর্যবেক্ষণ করে। প্রচুর গরুর ছাপ দেখল। সন্দেহ হলো ওর, আসলে কি এই ট্রেইলটা রাউন্ড মাউন্টিনে যাবার শাখা ট্রেইল? তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে কয়েকদিন আগেই কেউ না কেউ এপথে তার গরু নিয়ে গেছে।

ওয়্যাগনের কোন ট্র্যাক দেখল না ও। এমন হতে পারে এই ট্রেইল গরুর দেশে ঢুকেছে। গরু নিয়ে কেউ এদিকের কোন রেঞ্জে গেছে বড়জোর দু'দিন আগে। এব্যাপারে মাথা ঘামাল না মাইক। এটা নিশ্চিত যে ট্রেইলটা আগে হোক পরে হোক সিমেরনের সঙ্গে মিশবে।

বিকেলে সিমেরনের দেখা পেল মাইক, পড়ন্ত সূর্যের আলোয়

দিগন্তের কাছে সোনার মতো জ্বলছে। ট্রেইলটা নদীর দিকেই গেছে। তবে আজকে আর গরু নিয়ে পার হওয়া যাবে না, দেরি হয়ে গেছে। ফিরতি পথ ধরল মাইক, ফেরার পথে ঠিক করে নিল কোথায় গরুগুলোকে বিশ্রামের জন্যে রাখবে।

গরু যখন এগিয়ে এলো, মাইক লক্ষ করল ক্রুদের মেজাজ চড়ে আছে। কারণটা শীঘ্রি আবিষ্কার করে ফেলল ও। ঘর্মাক্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে আগে আগে আসছে কালাহান। বিরাট কর্তৃত্বের ছাপ তার নড়াচড়ায়। রীতিমতো রাজসিক। মাইককে দেখে হাঁক ছাড়ল, 'ওরা গরু তাড়াতে বেশি ঢিলে দিয়ে দিচ্ছে।'

'সেজন্যে বোধহয় ওদের সঙ্গে খ্যাঁচখ্যাঁচ করেছ তুমি?'

'অবশ্যই! আমি ওদের বেতন দিই। আর তুমি নিজেও ওদের সঙ্গে কম খ্যাঁচখ্যাঁচ করো না।'

'সেটা আলাদা ব্যাপার। ওরা আমার দুঃসাহসকে ঘৃণা করে বলে সহ্য করে। তোমার ব্যাপার আলাদা। গরুর কি বোঝো তুমি! খামোকা লাগতে গেছ ওদের সঙ্গে!'

হাত মুঠো করে স্যাডল হর্নে ঘুসি মারল কালাহান। 'আগুপিছু করে তোমার কাজ করতে হয়েছে আমাকে। তুমি তো মহা আরামে ঘুরতে বেরিয়েছ। আমি...'

'স্কাউটিং করতে সামনে গিয়েছিলাম আমি,' ব্যবসায়ীকে থামিয়ে দিল মাইক।

'পরিষ্কার ফকফকা ট্রেইলে আবার স্কাউটিং কী! এখন থেকে নিজের কাজ ভাল মতো করবে, বোল্ডার। কী বলেছি বুঝতে পেরেছ?' মুখ তুলে সূর্যটা একবার দেখল কালাহান। 'আরও এক ঘণ্টা আলো থাকবে। আমরা থামছি কেন?'

রাগ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলো মাইক। দলের কাউকে না কাউকে তো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে! 'কয়েক মাইল সামনে সিমেরন। আমি রাতের আঁধারে ধারেকাছে যেতে চাই না। গরুর জন্যে একটা জায়গা বেছে রেখেছি। কাল সকালে ওখান থেকে রওনা

দিলে দিনে দিনেই নদী পার হয়ে যাওয়া যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল কালাহান। নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল। তার দিকে চেয়ে বসে নেই মাইক, নির্দেশ দিচ্ছে সে। চাক ওয়্যাগন এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে, পেছনে জোলিনের ওয়্যাগন। গরুগুলো একটু পরই বিশ্রাম নিতে থামবে। আগুন জ্বালবে কূক। রাতের মতো যাত্রা বিরতি হবে। পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্জন প্রান্তর এটা। হামলা যদি আসে তো এরচেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না।

*

পানিতে রোদের প্রতিফলন দেখে গরুগুলো ভয় পেতে পারে তাই ভোরে উঠে রওনা হলো ওরা, সূর্য মাথার ওপর আগুন ঢালতে শুরু করার আগেই নদী পেরোতে শুরু করল। সিমেরনের কিছু কুখ্যাতি আছে পারাপার দুষ্কর বলে। ঘুর্ণি আশা করেছিল মাইক, কিন্তু কোন বিপদ হচ্ছে না এখনও। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও, তাকিয়ে আছে গরুগুলোর দিকে।

জোলিনের চিৎকারে নজর ফেরাতে হলো ওকে। মাতবরি করতে গিয়েছিল কালাহান, নদীতে নেমে গরুর পাশে পাশে পার হতে চেষ্টা করছিল, গরুর ধাক্কায় তার ঘোড়াটা তলিয়ে গেছে।

নদীর উজানে ঘোড়ায় চেপে পার হচ্ছে ক্রুরা। তাদের কিছু করার নেই। ঘটনাটা কি ঘটল নিশ্চিত হতে পারল না মাইক। মাঝ নদীর স্রোতে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছিল কালাহান, নাকি গরুর খুরের আঘাতে তলিয়েছে?

শক্ত জমিতে একজন ঘোড়সওয়ার যতটা কর্তৃত্বপরায়ণ বলে মনে হয় গরুর কাছে, পানিতে তেমন মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। জান বাঁচাতে ব্যস্ত থাকে তখন গরু-ঘোড়া-দুটোই। কালাহানের হ্যাট শুধু ভেসে উঠল। ওটার পাশে নাক জাগাল তার ঘোড়াটা। পরমুহূর্তে বড় একটা ষাঁড়ের গুঁতোয় আবার তলিয়ে গেল। ষাঁড়টা চড়ে বসার চেষ্টা করেছে ওটার পিঠে। একটু দূরে

গিয়ে আবার ভাসল ঘোড়া, কালাহান নেই! পাগলের মতো হাঁসফাঁস করতে করতে নদী পার হতে চেষ্টা করছে প্রাণীটা।

কয়েকজন ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ভাটির দিকে ঘোড়া ছোটাল মাইক। সিকি মাইল ভাটিতে গিয়ে কালাহানকে পেল। একটা গরুর খুর তার মাথার হাড় চুরমার করে ধূসর মগজ বের করে দিয়েছে। সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন। যেকোন একটা আঘাতই সাঁতার কাটতে তাকে অপারগ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। শান্ত পানিতে কালাহান ভেসে উঠেছে শুধু ব্যাগি প্যান্ট আর কোটের ভেতর বাতাস আটকে থাকায়। মারা গেছে ব্যবসায়ী। পানিতে ডুবে না মাথার আঘাতে তা বোঝার কোন উপায় এখন আর নেই।

দলের কারও কাছে বাইবেল নেই। টেক্সাসের কাউবয় হলে কারও না কারও কাছে বাইবেল থাকতোই, কিন্তু ক্যানসাসের এই গানম্যানদের কাছে বাইবেলের কোন গুরুত্ব নেই। জোলিন বলল ওয়্যাগনে একটা বাইবেল আছে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না ওটা। পুরো ওয়্যাগন খুঁজে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। গরুর পাল নদী পার হয়ে গেছে।

কবর খোঁড়ার পর সমাহিত করা হলো কালাহানকে। একটু আগেও বেঁচে ছিল লোকটা!

কবরে পাথর চাপা দেয়া হলো যাতে কয়োটিরা লাশ খুঁড়ে তুলতে না পারে। কাজ শেষ হওয়ার পর মাথা থেকে হ্যাট খুলল মাইক, সংক্ষিপ্ত একটা প্রার্থনা করল বিদেহী আত্মার জন্যে। 'ভাল একজন মানুষ ছিল কালাহান। অনেকের জন্যে অনেক কিছু করেছে সে। ট্রেইল ড্রাইভের উপযুক্ত লোক সে ছিল না, কিন্তু অন্যদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এসেছিল। ঈশ্বর তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁর আশ্রয় দান করুন এটাই আমাদের কামনা। আমেন।'

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে নিল মাইক। খেয়াল করল প্রার্থনার সংক্ষিপ্ততা জোলিনের মুখ ফ্যাকাশে করে দিয়েছে।

বিকেল পর্যন্ত চুপ করে থাকল জোলিন। তারপর সন্ধেয় গরুর পাল থামানোর পর মাইকের সঙ্গে কথা বলতে এলো। একটু দূরেই জ্বলছে কূকের রান্নার আগুন। সেই আলোয় চকচক করছে জোলিনের ভেজা চোখ। 'তুমি তো খুব শক্ত লোক,' বলল জোলিন। একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ট্রেইল ড্রাইভ সম্বন্ধে চাচা কম জানত এটা কি তার দোষ? টেক্সাসের ক্যাটলম্যান ছিল না চাচা। চাচা খামারমালিক আর ব্যাঙ্কার ছিল, একটা বসতি গড়ে তুলেছিল অনেক কষ্টে। কোনদিন কাউম্যান হতে চায়নি।'

চাচার মৃত্যুতে মেয়েটা ভেঙে পড়েনি। সততা প্রকাশে এতই সরল যে বাড়াবাড়ি শোক প্রকাশ করছে না। মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগল মাইকের। চাচাকে বেশিদিন হলো চিনত না জোলিন, কাজেই আহাজারি করলে সেটা একরকম পরিহাস বলেই মনে হতো।

'আমি প্রার্থনার সময় মিস্টার কালাহানকে দোষ দিতে গিয়ে কিছু বলিনি,' জবাবে বলল মাইক। কূকের কাছ থেকে দু'কাপ কফি নিয়ে এসে একটা কাপ ধরিয়ে দিল জোলিনের হাতে। ধোঁয়া ওঠা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'যা অনুভব করেছি তা-ই শুধু বলেছি। ভাল মানুষও ভুল করতে পারে। মিস্টার কালাহানের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সত্যিকার কাউবয় ছাড়া ট্রেইলে গরু নিয়ে নামা। এরা যারা আছে তারা কাউবয়দের মধ্যে জঞ্জাল। বার-এ গোলমাল এরাই করে, এদেরই দূর করে দেয়া হয় র‍্যাঞ্চের চাকরি থেকে। ক্রুদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ভালমানুষ একজনও নেই।'

সারাদিন মনের মাঝে সন্দেহের কাঁটা বিঁধেছে মাইকের। কালাহানের মৃত্যু কতটা স্বাভাবিক সেটা নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে। যে ঘোড়াটায় করে ব্যবসায়ী নদী পার হতে চেষ্টা করেছিল সেটা বড় একটা স্ট্যালিয়ন, এত সহজে ভয় পাবার প্রাণী নয়। কালাহানের সবচেয়ে কাছে ছিল ফিন স্টার। সে যদি পানির তলা দি য় কালাহানের ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে থাকে তাহলে ওটার

চমকে গিয়ে তলিয়ে যাবার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কাজটা সে করেই থাকতে পারে। তাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিল কালাহান। বাজে ব্যবহারও কম করেনি। হঠাৎ রাগ হতে পারে ব্যাপারটা। প্রতিহিংসা? প্রতিশোধ? নিশ্চিত হওয়ার সহজ কোন উপায় নেই এখন। এ নিয়ে এগোতে গেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ট্রেইল ড্রাইভই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফিন স্টারের সঙ্গে বেধে গেলে ক্রুরা স্টারের পক্ষ নেবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সন্দেহের কথা জোলিনকে কিছু বলল না মাইক। কিছুক্ষণ নিরবতার পর বলল, 'কালাহান নেই। তার আর কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজন না থাকলে এখন সম্ভবত তুমিই পুরো গরুর পালের মালিক। সে যাই হোক, গরুর পাল গন্তব্যে পৌছোনো পর্যন্ত অন্তত মালিকানা তোমার হাতেই থাকছে।'

'চাচা আর আমি যখন অংশীদারীত্বে আসি তখন দু'জন দু'জনের নামে উইল করেছিলাম,' বলল জোলিন। 'আমাদের কেউ মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি অন্যজনের হবে।'

তিক্ত কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল মাইক। কাপটা কতদিন ধোয়া হয় না ঈশ্বর জানেন। 'কূকের উচিত ডিশপ্যানে তার মোজা ধোয়া,' বলল মাইক। কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল, তারপর আবার বলল, 'আমার মনোভাব তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি ভেবে দেখো। গরুর পাল রাউন্ড মাউন্টিনে না পৌছোনো পর্যন্ত আমি ট্রেইলের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করব। বুঝতে পারছ তো কথাটা? আমার কর্তৃত্ব তোমাকে মেনে নিতে হবে। ওখানে পৌছোনোর পর আমার দু'হাজার ডলার বুঝিয়ে দেবে তুমি। তারপর থেকে আমরা যে যার পথ দেখব। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে মালিক তুমি হলেও ট্রেইলে যতদিন আছো ততদিন আমার নির্দেশে চলবে সব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' ভাবনা চিন্তার জন্যে সময় নিল না জোলিন। 'আমি আশা করছি শেষ পর্যন্ত রাউন্ড মাউন্টিনে পৌছোব।'

'সেটা দেখা যাবে সময় এলে। তার আগে বুঝে নাও আবার। আমি যদি বলি ওয়্যাগনে গিয়ে ওঠো তাহলে বিনা তর্কে ওয়্যাগনে গিয়ে উঠতে হবে তোমাকে। রাজি?'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল জোলিনের। দ্বিধার ছায়া দু'চোখে। সামলে নিল দ্রুত। বাস্তব জ্ঞান প্রয়োগ করতেই বুঝে গেছে মাইকের প্রয়োজনীয়তা। ক্রুদের দৃষ্টি এতদিন পাত্তা দেয়নি, এখন আর নিজেকে অতটা নিশ্চিত লাগছে না ওর।

'রাজি,' নিচু গলায় বলল জোলিন। 'আশা করি আমাকে সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য করবে না তুমি।'

'তাহলে আমার প্রথম নির্দেশটা শোনো। রাতের খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে ওয়্যাগনে গিয়ে। রাতে এই প্রান্তরে ঘোরাঘুরির দরকার নেই। তোমার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখতে পারব না আমি।'

'জ্বী, স্যার।' ভ্রূ কুঁচকে বলল জোলিন, গলায় উষ্মা নেই।

রাতের খাওয়া শেষ হতে জোলিনকে দেখে হাসি হাসি হয়ে গেল মাইকের চেহারা। কটমট করে ওকে দেখল মেয়েটা, তারপর ধীর পায়ে এগোল ওয়্যাগনের দিকে। একটু পরই বড় ওয়্যাগনের আলো নিভে যেতে দেখল মাইক।

লস্ট ক্রীকে মেয়েটা সম্বন্ধে কি ভেবেছিল মনে পড়তেই লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল ওর। ভেবেছিল সমাজের উঁচু স্তরের এক বখাটে মেয়ে, কালাহানকে সঙ্গ দেয়ার বদলে মোটা টাকা আদায় করছে। লোকের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে ভাতিজি সেজে আছে। এতটা ভুল ভাবনা জীবনে কখনও ভাবেনি মাইক। মেয়েটার কাছে ওকে ক্ষমা চাইতে হবে। আর···নিজের পাছায় কষে একটা লাথি মারা অতি জরুরী, যাতে ভবিষ্যতে মানুষ সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই না ভাবে।

তবে এটা ঠিক, মেয়েটা যদি সত্যি বাজে মেয়ে হতো তাহলেই বোধহয় ভাল হতো। ট্রেইল বড় বিপজ্জনক। মেয়েটার

জন্যে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হতো না ওকে। ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে, ঠিক করল মাইক, নইলে ক্রুদের নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কালাহান না থাকায় অনেকেই এখন সাহস দেখাতে চাইতে পারে। সেটা যাতে না হয় সেজন্যেই জোলিনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে জোলিনের মারাত্মক মেজাজটা সামলানো সহজ হবে বলে মনে হয় না।

বিরাট একটা হাই তুলল মাইক, উঠে দাঁড়াল ধীরেসুস্থে বাসন-কোসন নিয়ে রাখল কূকের রেক প্যানে, কান পেতে শুনল দুই গার্ডের ঘোড়ার আওয়াজ। ফিন স্টার কূক আর ট্যাঙ্কার টডের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করছে। অন্য ক্রুরা কূকের আগুনের চারধারে বসে আছে, উদগ্রীব অপেক্ষমান নিরব শকুনের মতো–ধৈর্যের যেন শেষ নেই।

'ভোরে রওনা হবো আমরা,' ওদের জানিয়ে দিল মাইক।

'ভোরেই ঘুম ভাঙে আমার,' বলে শুতে চলে গেল স্টার।

পেছন থেকে তাকাল মাইক, একটু অবাক লাগছে স্টারের সহজ আচরণের কারণে। এত সহজে ওর কথা মেনে নেয়ার বান্দা নয় স্টার। আগুনের ধারে চোখ বুলিয়ে ও দেখল একজন কাউবয় নেই। মাথা গুনল ও, এক এক করে প্রত্যেককে দেখল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বীভার হ্যাট পরা লোকটা কোথায়?' নামটা মনে পড়তে উচ্চারণ করল। 'বার্ক।'

বার্ক লোকটাকে দেখলে কাউবয় নয়, হারুয়া এক জুয়াড়ী বলে মনে হয়। ক্রুরা যদি কাউবয় হতো তাহলে লোকটার অনুপস্থিতি নিয়ে কোন প্রশ্ন করত না মাইক। অবসর সময় একা কাটানোর অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

ওর প্রশ্নের জবাব দিল না কেউ। প্রত্যেকেই আগুনের দিকে চেয়ে আছে নিরবে। দ্বিতীয়বার মাইককে একই প্রশ্ন করতে হলো। মুখ খুলল এক গানম্যান, 'ও গেছে পেছনে। একটা স্লিকার ফেলে এসেছে পেছনে।'

'রাতের বেলা খুঁজতে গেছে?'

'স্লিকারটা হলুদ। খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না ওর।'

বার্কের চেহারাটা মনে মনে দেখল মাইক। হলুদ কোন স্লিকার তার আছে বলে মনে পড়ল না ওর। সেটাই বলল, 'ওর কোন স্লিকার ছিল বলে জানা নেই আমার।'

'আরও অনেক কিছুই তোমার জানা নেই,' কর্কশ স্বরে বলল গানম্যান।

লোকটার দিকে তাকাল মাইক কঠোর চোখে। চোখের লড়াই হলো না। আগুনের দিকে চেয়ে আছে লোকটা।

'ঠিক কি বলতে চাইছ শুনি?'

অন্ধকার থেকে ফিন স্টারের গলা ভেসে এলো। 'মুখটা বন্ধ রাখো, ম্যাক্স। মনে রেখো বসের সঙ্গে কথা বলছ!' গলা নামাল স্টার। 'কিছু মনে কোরো না, বোল্ডার, ওরা ড্রাইভে এসে অধৈর্য হয়ে গেছে। চাইছে তাড়াতাড়ি ড্রাইভটা শেষ হোক। চিন্তা কোরো না, সকালে ওদের সবাইকে জাগিয়ে দেব আমি।'

বেডরোল বের করে ওয়্যাগনের তলায় পাতল মাইক, শুয়ে পড়ল কথা না বাড়িয়ে। কেন আজকে এখানে শুচ্ছে সচেতন ভাবে বলতে পারবে না ও। কিন্তু কি যেন আজ অস্বাভাবিক, অবচেতন মন বলছে ওর। সেজন্যেই গরুর পালের মালিকের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে।

মগজটা ব্যস্ত হয়ে আছে মাইকের। বার্ক গেছে তার হলুদ স্লিকার উদ্ধার করতে। অথচ বৃষ্টির সময় কোন স্লিকার ব্যবহার করতে তাকে দেখা যায়নি, ওরই মতো চুপচুপে হয়ে ভিজেছিল লোকটা! এখন বুঝতে পারছে, আগুনের ধারে বসে মিথ্যে কথা বলেছে গানম্যান। কেন? কি কারণ? স্রেফ অবাধ্যতা দেখাতে, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

আচরণ পাল্টে গায়ে পড়ে ভদ্রতা করেছে আজকে ফিন স্টার। কেন? কোন সন্দেহ নেই যে ক্রুদের ওপর এখনও তার পূর্ণ কর্তৃত্ব

বজায় আছে। তারই বাছাই করা লোক ওরা। ড্রাইভ শেষ হবার ব্যাপারে কথা বলেছে স্টার। তার পক্ষ নিয়েছে, গানম্যানকে কথা না বাড়াতে বলেছে। কি তার উদ্দেশ্য?

'মাইক, তুমি কি জেগে আছো?'

ওপর থেকে ফিসফিস করছে জোলিন। সম্ভবত সে আছে ওয়্যাগনের পেছনের গেটের কাছে।

'হ্যাঁ,' নিচু গলায় বলল মাইক। 'কোন অসুবিধে?'

'না। তুমি কি চিন্তিত?'

'না।' মিথ্যে বলল মাইক। মেয়েটাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার কোন মানে হয় না।

'তাহলে জেগে আছো কেন?'

মেয়েমানুষের যুক্তি কাজ করছে প্রশ্নটার পেছনে। নাকি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জোলিনকেও সতর্ক করে দিচ্ছে? মেয়েটা জানল কি করে যে ওয়্যাগনের তলায় না ঘুমিয়ে শুয়ে আছে সে? মাইক একবার ভাবল বলে যে ঘুমিয়ে নেই বলে ও জেগে আছে। কিন্তু বলল না। বলল, 'কিছু ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকব। তুমি ঘুমাও।'

'জ্বী, স্যার।' টিটকারির সুরে বলল জোলিন।

পাত্তা দিল না মাইক। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট!'

নয়

সাতজন ওরা। প্রত্যেকের কাছে সিক্সগান আর রাইফেল আছে। অপেক্ষা করছিল ওরা মাঝ সকালে ট্রেইলের ওপর। তাদের মধ্যে একজন রীতিমতো দানবের মতো আকৃতির। হলুদ চুল তার। এমন ভঙ্গিতে সামনে হাত তুলে কালাহানের গরুর পালকে থামতে ইশারা করল যেন গোটা দুনিয়াটা তার একার নির্দেশে চলে।

সামনে চলেছে মাইক, দলটার কাছে এসে থামল। কাল রাতে ক্রুদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ বুঝতে দেরি হলো না ওর। একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে লোকগুলোর পেছনে হাজির হয়েছে বার্ক।

'কি ব্যাপার?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল মাইক।

আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে মাইককে দেখল সোনালী চুলের দানব জবাব দেয়ার আগে। তার দৃষ্টিতে অবজ্ঞা, যেন চোখের সামনে একটা মরা মাছি দেখছে। বলল, 'আমার নাম হলিঙ্গার।' নামটা বলেই মাইকের চেহারা দেখল সে। অনুভূতির কোন ছাপ পড়ে কিনা চেহারায় লক্ষ করছে। বলার ভঙ্গিটাই তার এমন যে বোঝা যায় শ্রদ্ধা আশা করছে। 'তুমি আমার রেঞ্জ ব্যবহার করছ।'

লোকটাকে মিথ্যেবাদী বলতে ইচ্ছে হলো মাইকের। বলল না। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে জমিটা তুমি লীয নিয়েছ?'

'কারও কাছ থেকে লীয নেয়ার তোয়াক্কা করি না আমি,' বলল গম্ভীর র‍্যাঞ্চার, 'যেখানে আমার গরু চরে সেটাই আমার রেঞ্জ।'

আর কেউ একথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত মাইক, কিন্তু জে-হকারদের নেতার কথা গ্রাহ্য করতেই হবে। এই লোক বিশৃঙ্খল কয়েকটা ছোট দলকে এক করে বিরাট একটা সুসংগঠিত ডাকাত দল তৈরি করেছে। এরই নির্দেশে চলে কঠোর একদল দস্যু। যা বলছে বুঝেই বলছে লোকটা। সে নিশ্চিত, তার কথার পিঠে কথা বলার সাহস রাখে না কেউ এই অঞ্চলে। কালাহান হলিঙ্গার সম্বন্ধে যা বলেছিল তাতে লোকটার আসল চরিত্র মোটেই প্রকাশ পায়নি। এখন বুঝতে পারছে মাইক, এ হচ্ছে আদি কালের সেই র‍্যাঞ্চারদের উত্তরসুরি, যারা গায়ের জোরে দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্যন্ত রেঞ্জ দখল করত, নির্মম ভাবে শেষ করে দিত প্রতিযোগীদের। স্বার্থ উদ্ধারে এরা নৃশংস। হলিঙ্গারের পেছনে বড় একটা দল আছে। হলিঙ্গার এই এলাকায় বিরাট একটা ভূমিকম্পের মতোই অপ্রতিরোধ্য।

'আমার গরু জুটে গেছে তোমারগুলোর সঙ্গে। বাছাই করে নেব আমরা।'

'চিন্তা কোরো না, বাছাই করে রেখে যাব আমরা,' ধীর গলায় বলল মাইক, চাইছে না সরাসরি সংঘাতে যেতে।

অনুরোধ হিসেবে ওর কথা নেয়া যায়। দু'পক্ষ আলোচনায় বসলে ভদ্রতার মাঝ দিয়ে বিরোধিতা মিটিয়ে ফেলা কোন ব্যাপারই নয়।

হাতে কালো রিয়াটা নিয়ে ঘোড়ায় বসে আছে পাশের দীর্ঘদেহী লোকটা। তাকে দেখাল হলিঙ্গার। 'আমার রেঞ্জ বস্। লিউ কেলি। গরু বাছাই করে নেবে ও।'

লোকটাকে দেখল মাইক। তার হাতের দীর্ঘ রিয়াটা ক্যালিফোর্নিয়ার রিয়াটার মতো। ল্যাসোর মতোই, কিন্তু চামড়ার তৈরি। চারটে ফিতে, পাকিয়ে শক্ত করা হয়েছে। গ্রীষ মাখানো।

অভিজ্ঞ হাতে পড়লে এই জিনিস দেখে মনে হবে জীবন্ত সাপ, কিলবিল করছে। কেলির ঘোড়ার সাজও ক্যালিফোর্নিয়ানদের মতো। এলোক রিয়াটা চালাতে জানে বলেই মনে হলো ওর।

মাইক বুঝতে পারল সহজে পার পাওয়া যাবে না হলিঙ্গারের হাত থেকে। লোকটা বেয়াড়া, উদ্ধত, দাম্ভিক এবং সন্দেহ নেই, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। লড়াই যদি করতেই হয় তাহলে নরম আচরণ করে লাভ কি! 'আমি মাইক বোল্ডার,' কাঁধে বুড়ো আঙুল ঠুকল ও। 'যতদূর জানি এটা খোলা ট্রেইল। এগুলো কালাহানের গরু। আমি তার ট্রেইল বস্। গরু বাছাই করার চেষ্টা করার আগে জাহান্নামে দেখা হবে তোমার সঙ্গে আমার। পাশে সরে নিজের গরু আছে কিনা দেখতে পারো। গরু বাছাই আপাতত চলবে না।'

'বাছাই করো!' মাথার ইশারা করল হলিঙ্গার তার রেঞ্জ বস্‌কে।

তার লোকরা ছড়িয়ে অবস্থান নিল। ট্রেইল বন্ধ হয়ে গেল।

বরফ-ঠাণ্ডা চোখে মাইকের দিকে চেয়ে আছে লিউ কেলি, আস্তে আস্তে রিয়াটার প্যাঁচ খুলছে। দলের প্রথম ষাঁড়টা আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। ষাঁড়টার সামনে আসছিল ফিন স্টার, হলিঙ্গারকে দেখে ট্রেইল ছেড়ে সরে গেল সে। পয়েন্টে অবস্থান নেয়া ক্রুরাও একই কাজ করল।

'ষাঁড়টা বোধহয় আমাদের,' ফিসফিস করল কেলি। দেখেও কালাহানের ব্র্যান্ড দেখছে না। 'দেখা যাক আমাদের কিনা!' রিয়াটা ছুঁড়ল সে।

অনুমতি ছাড়া গরুর পাল পরীক্ষা করা অসহনীয় একটা কাজ। আর প্রথম গরুটাকেই সন্দেহবশত পাকড়াও করা মানে সরাসরি অপমান। দ্রুত সামনে বাড়ল মাইক, ওর অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘের ল্যাসো আঘাত হানল দীর্ঘ রিয়াটায়। কেলির লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। কালো ষাঁড়টা বিনা বাধায় অশ্বারোহীদের পাশ

কাটাল।

'খবরদার আর ওই চেষ্টা কোরো না,' ধমকে উঠল মাইক, ল্যাসো গোটাচ্ছে।

ও একা সাতজনের বিরুদ্ধে। একবার পেছনে তাকাল ও ক্রুরা ওর পেছনে অবস্থান নিয়েছে কিনা দেখতে। ক্রুরা ভাল হোক আর খারাপ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেমনই হোক, এটা নিয়ম যে বিপদের সময় তারা তাদের ট্রেইল বসের পেছনে দাঁড়িয়ে বিপদের মোকাবিলা করবে।

ফিন স্টার এবং ক্রুরা সরে দাঁড়িয়েছে লাইন অভ ফায়ার থেকে। বিপদের সময় ওরা যে কোন সাহায্য করবে না সেটা পরিষ্কার। ওরাও হলিঙ্গারের লোকদেরই মতো, চেয়ে আছে চোখে অপছন্দ আর প্রত্যাশা নিয়ে। মাইকের সঙ্গে হলিঙ্গারের ক্রুদের লেগে গেলে সেটা ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবে। ওরা জানত মাইক আজকে সকালে জে-হকারদের মুখোমুখি হবে। ওরাই জে-হকারদের খবর দিয়ে ডেকে এনেছে!

মাইকের আবার মনে পড়ল, কালাহানের খুব কাছে ছিল ফিন স্টার নদী পারাপারের সময়। স্পারের একটা খোচাই ঘোড়াটাকে চমকে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। স্টারের স্পারের কাঁটাওয়ালা রাওয়েলগুলো ডলারের চাকতির সমান বড়।

স্যাডলে সিধে হয়ে বসল মাইক। হাত ঝুলছে হোলস্টারের পাশে। স্পষ্ট বুঝছে, জোলিন ছাড়া ওর পক্ষ নেয়ার আর কেউ নেই এই আসন্ন লড়াইয়ে। স্বীকার করতে কষ্ট হলেও আসলে হেরেই বসে আছে সে আগে থেকে।

'সাবধান, মাইক!' ওয়্যাগন থেকে চিৎকার করল জোলিন, নেমে আসছে। হাতে রাইফেল, হলিঙ্গারের বুকে তাক করেছে।

শেষ মুহূর্তে লক্ষ করল মাইক, ওর মাথা লক্ষ্য করে আসছে লিউ কেলির দীর্ঘ রিয়াটা।

আগেও রিয়াটার লড়াই দেখেছে মাইক। দুই মেক্সিকানের

ভেতর লেগেছিল লড়াই। ওরা পরস্পরের ওপর এতই ক্ষুব্ধ ছিল যে পিস্তলযুদ্ধের বদলে রিয়াটা দিয়ে হারজিত ঠিক হবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যে লোকটা হেরে যায় তাকে ছেঁচড়ে পাথুরে জমিনের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিজয়ী মেক্সিকান। যখন লোকটা ছাড়া পেল ততক্ষণে তার শরীরের সমস্ত মাংস ফালা ফালা হয়ে গিয়েছিল। রক্তের নিচে হাড় দেখা যাচ্ছিল জায়গায় জায়গায়। কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল লোকটা।

মাত্র এক পলকে চিন্তাগুলো খেলে গেল মাইকের মাথায়। পায়ের খোঁচায় ঘোড়াটাকে চটজলদি সামনে বাড়াল ও। নিচু হয়ে গেল ওর দেহ, স্যাডল হর্নে বুক ঠেকল।

ওর পিঠ ছুঁয়ে গেল রিয়াটা। বাতাসে শিসের আওয়াজ হলো।

ঘোড়াটা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়ে নিল ও, চোখ সরু করে কেলিকে দেখল।

প্রথমবার মিস করায় বিরক্ত নয় কেলি। পঞ্চাশ ফুট লম্বা ফিতে গুটাচ্ছে সে দক্ষ হাতে, হাসছে ঠোঁট মুড়ে। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে। সে জানে খাটো ল্যাসো দিয়ে তার রিয়াটাকে ঠেকানো যাবে না। চোখ দুটো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে মাইককে।

টেক্সাসের কাউবয়দের কাজ করতে হয় ঝোপঝাড়ের ভেতর, তাই লম্বা ল্যাসো কোন কাজে আসে না। এখন লম্বা একটা ল্যাসো পেলে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করত মাইক। প্রতিযোগিতায় আপত্তি নেই ওর। কিভাবে ল্যাসো ছুঁড়তে হয় সেটা ভালই জানা আছে। দ্রুত ঘোড়াটাকে কেলির দিকে ছোটাল ও। পঞ্চাশ ফুট দূরত্ব ওর কাছে আকাশের চেয়ে কম নয়। ওকে যেতে হবে পনেরো ফুটের ভেতর, নইলে ল্যাসো দিয়ে কোন কাজ হবে না।

চুপচাপ দেখছে কালাহানের ক্রু এবং হলিঙ্গারের জে-হকাররা। বাকি চলে গেছে ঝোপের ভেতর। পাথরের মূর্তির মতো নিথর দাঁড়িয়ে আছে জোলিন। এক পলকের জন্যে মেয়েটার ফ্যাকাশে

মুখটা দেখল মাইক।

রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়াটাকে এক পাশে সরিয়ে নিল কেলি, হাসছে এখনও, হাত ঘুরিয়ে রিয়াটা বাতাসে ঘোরাতে শুরু করেছে। এতই সাবলীল তার ভঙ্গি যে দক্ষতা বিষয়ে কোন মূর্খও প্রশ্ন তুলবে না। শাট করে ছুটল চামড়ার পাকানো ফিতে। হাড়ের হাতলটা ধরে আছে কেলি। এবার ম্যাঙ্গানা ডি ক্যাবরা কৌশল অবলম্বন করেছে সে। বাংলা চারের মতো হয়ে ছুটেছে ফিতে। দুটো ফিতে আটকাবে মাইকের গলায়, বাকি দুটো জড়িয়ে ধরবে ওর ঘোড়ার গলা–একই সঙ্গে। ল্যাসো হাতে স্ট্যালিয়নটাকে সরানোর চেষ্টা করল মাইক। এক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল রিয়াটার খপ্পর হতে। ওর ল্যাসোর দড়ি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হেসে উঠল কেলি। ইঁদুর-বিড়াল খেলাটা তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ঘোড়াটাকে চক্কর খাওয়াল। তারই ফাঁকে গুটিয়ে নিচ্ছে রিয়াটা।

পরেরবার রিয়াটা ছুঁড়ল সে হূলিহান কৌশলে। আগে পেছনে চলে গেল ফিতেগুলো, তারপর বাতাসে ভাসতে ভাসতে উড়ন্ত সাপের মতো ছুটল লক্ষ্যের দিকে। ফিতের শেষ মাথাগুলো জড়িয়ে ধরবে শিকারকে। সরাসরি রিয়াটার দিকে এগোল মাইক, শেষ মুহূর্তে ঘোড়ার মাথায় বাম হাতের চাপ দিয়ে ওটাকে মুখ নিচু করতে বাধ্য করল। ডান হাত ব্যস্ত ল্যাসো নিয়ে। পায়ের ইশারায় জায়গায় ঘুরল ঘোড়াটা, ধুলোবালি ছিটল চারদিকে। ল্যাসোর বাড়িতে ব্যর্থ হলো রিয়াটা। ঝট করে ঘোড়াটাকে আবার কেলির দিকে ফেরাল মাইক, এগোল সামনে। এভাবেই ওকে এগোতে হবে, নইলে ল্যাসোর নাগালে কেলিকে পাবে না।

ঘোড়ার খুরের তলায় পড়ে রিয়াটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কাজেই হাতের ঝটকায় ফিতেয় টান দিল কেলি। কিলবিল করতে করতে তার দিকে ছুটল ফিতেগুলো। এদিকে মাইক এগিয়ে আসছে। রিয়াটা গোল করে ছোঁড়ার সময় নেই। ঘোড়াটাকে আধপাক ঘুরিয়ে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করল কেলি। সময় চাইছে

রিয়াটা পাকানোর। এই একটা মুহূর্তের জন্যে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে কেলি একই সঙ্গে অনেক কাজ করতে গিয়ে। এটাই সুযোগ।

পেছন থেকে কেলিকে জড়িয়ে ধরল মাইকের খাটো ল্যাসো। কোন পাক খায়নি দড়িটা, সরাসরি ছুটে এসে এঁটে বসল কেলির শরীরে। হাত দুটো বুকের দু'পাশে আটকে গেল কেলির। ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করেছে। ল্যাসোর দড়িতে টান পড়তেই স্যাডল থেকে খসে ধপাস করে মাটিতে পড়ল কেলি।

মাইকের ঘোড়াটা গরুর ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। শিকার ধরা পড়েছে বুঝতেই পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওটা। একটু একটু পিছু হটে দড়ির টান বজায় রাখছে। জানে এখনই নামবে মালিক, জন্তুটাকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ব্র্যান্ড বসিয়ে ফেলবে। ইশারা পেয়ে আরও দ্রুত পিছু হটল মাইকের ঘোড়া। কেলি পাথুরে মাটিতে ছেঁচড়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে। গলা ছেড়ে গাল দিচ্ছে লোকটা, ল্যাসোর ফাঁস থেকে হাত দুটো মুক্ত করার চেষ্টা করছে। 'বাপরে,' বলে উঠল পাথরের খোঁচায় পাছার মাংস ছিঁড়ে যেতে।

'তুমি কি চাও তোমার গলায় ল্যাসো আটকাই?' জিজ্ঞেস করল মাইক। 'চাইলে বলো, দেরি হবে না কাজটা করতে আমার।'

চুপ করে গেল কেলি। পাথরের ওপর দিয়ে তাকে ছেঁচড়ে নিয়ে গেলেও সে বাঁচবে, কিন্তু গলায় ল্যাসো আটকালে দম বন্ধ হয়ে মরার আশঙ্কা! কেলির চোখ দুটো হলিঙ্গারের ওপর স্থির হয়ে আছে। মিনতি ঝরছে। সাহায্য প্রার্থনা করছে নিরব ভাষায়।

'ছাড়ো ওকে, বোল্ডার!' নির্দেশ দিল হলিঙ্গার।

থামার আগে এক ঝটকায় কেলিকে টেনে নিল মাইক একটা কাঁটাঝোপের কাছে।

'আমাকে রিয়াটা দিয়ে বাঁধতে পারলে ছাড়ত কেলি?' জিজ্ঞেস করল মাইক।

'সেটা...'

'তুমি কেলিকে ছাড়তে বলতে?'

'সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমি তোমাকে বলছি কেলিকে ছেড়ে দাও! এক্ষুণি!'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল মাইক। 'নড়ার চেষ্টা কোরো না কেউ, ল্যাসোর টানে কেলির গলা ছিঁড়ে নেব।' দড়িতে টান বজায় রেখেছে ও। ঘোড়াটাও প্রস্তুত। ইশারা পেলেই বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে শুরু করবে। হলিঙ্গারের ওপর স্থির হলো মাইকের দৃষ্টি। 'তোমাদের জমি পার হওয়ার আগে পর্যন্ত ভাবছি কেলিকে সঙ্গে রাখা দরকার। খোলা রেঞ্জে পৌঁছে গেলে ছেড়ে দেব।'

'গাধা! ভেবেছ আমাকে ঠেকাতে পারবে এভাবে!' গর্জে উঠল হলিঙ্গার। হাতের ইশারায় উত্তেজিত রাইডারদের নড়তে নিষেধ করল। 'দাঁড়াও, দেখি ওর মাথায় কিছু ঢোকানো যায় কিনা।...মাইক বোল্ডার, শুনি কি করতে চাইছ তুমি?'

'রাউন্ড মাউন্টিনে গরু নিয়ে যাচ্ছি।'

'কেন? কি লাভ তোমার ইন্ডিয়ানদের খাইয়ে? গরুর পাল তো তোমার না। ইন্ডিয়ানরা না খেয়ে মরলে তোমার এত অসুবিধে কি!'

'অসুবিধে আমার না। অসুবিধে হোপউইলের বাসিন্দাদের। তুমি ভাল করেই জানো।'

'ফার্মার!' থুতু ফেলল হলিঙ্গার মাটিতে। বিরক্ত ভঙ্গিতে হলুদ চুল ভরা মাথাটা নাড়ল। 'ওরাও ইন্ডিয়ানদের মতোই। বারবার ওদের আমি বলেছি গরুর দেশ থেকে চলে যেতে, যায়নি। এখন তার মাশুল গুনবে। তুমি তো র‍্যাঞ্চার, তোমার উচিত ওদের পক্ষ না নিয়ে আমার পক্ষ নেয়া। মরুক শালারা। ইন্ডিয়ানরা ওদের শেষ করে দিলে আমি খুশিই হবো।'

'ইন্ডিয়ানরা যাতে ওদের ওপর হামলা করে সেজন্যে চেষ্টা তো কম করছ না।'

'বিপদ ওরা নিজেরাই ডেকে এনেছে। এখন দেখুক রক্তের গন্ধ কেমন লাগে। আমি জানি, রক্ত দেখলেই লেজ তুলে পালাবে সব কয়টা। তারপর আর্মি এসে শত খানেক ইন্ডিয়ান মারবে, ভাল একটা কাজ হবে। আমি...'

'তুমি ফিরে পাবে তোমার রেঞ্জ,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল মাইক। 'রাজনৈতিক সুহযোগিতাও পাবে তুমি। সবাই বলবে সেটলাররা জানে না কিভাবে টিকে থাকতে হয়। বড় র‍্যাঞ্চাররা ইন্ডিয়ানদের সামলাতে পারে। জানে কিভাবে তাদের জায়গায় তাদের আটকে রাখতে হয়।'

'ঠিকই ধরেছ তুমি।'

মাথা দোলাল মাইক। 'ধরেছি তো ঠিকই, কিন্তু তুমি যা ভাবছ আমি তা নই। সময় থাকতে কেটে পড়ো এখান থেকে, নইলে নতুন একজন রেঞ্জ বস্ লাগবে তোমার।' ল্যাসোর টানে কেলিকে খানিকটা ছেঁচড়ে নিল মাইক। ঝট করে ল্যাসো ছাড়িয়ে নিয়েই ছুঁড়ল আবার। এবার কেলির গলায় চেপে বসল দড়ি। হাঁ করে শ্বাস নিতে চেষ্টা করল কেলি।

কি যেন বলতে হাঁ করেছিল হলিঙ্গার, কিন্তু কথা আগে বলল জোলিন।

'থামো, মাইক! থামো!'

সবাই ফিরে তাকাল মেয়েটার দিকে। কনুইয়ের ভাঁজে রাইফেল রেখে উত্তরদিকের ট্রেইলে চেয়ে আছে সে। জোলিনের চোখ অনুসরণ করে তাকাল মাইক। হঠাৎ করেই রাগ কমে গেল ওর। ল্যাসোর ফাঁস থেকে কেলিকে মুক্ত করে হলিঙ্গারের উদ্দেশে বলল, 'নিয়ে যাও ওকে।' জোলিনের দিকে তাকাল। 'সাবধান, জোলিন, গুলি কোরো না।'

মাথা কাত করে সঙ্গীদের ইশারা করল হলিঙ্গার। তার নীল দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি। দু'জন কাউবয় ধরাধরি করে কেলিকে তার ঘোড়ায় তুলে দিল। আবার ইশারা করল র‍্যাঞ্চার, পথের পাশের

ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল তার দলবল। যাওয়ার আগে একবার মাইকের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, নিচু স্বরে বলে গেল, 'আবার আমাদের দেখা হবে, মাইক। সেবার তুমি রক্ষা পাবে না।'

'আবার দেখা হবে,' বিড়বিড় করল মাইক, ট্রেইলের উত্তরে চেয়ে আছে। ছোট ছোট পনিতে করে আসছে ওরা। দলে পঞ্চাশজনের বেশিই হবে। পুরোনো ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে চাপিয়েছে, মাথায় ঈগলের পালক গোঁজা, হাতে রাইফেল। এদের দেখেই পিছু হটেছে হলিঙ্গার। মুখে রণসজ্জার রং নেই ওদের, কিন্তু পালকের মাথাগুলোয় লাল রং আছে। প্রয়োজনে লড়াই করবে তার চিহ্ন।

'রাইফেল তাক ফোরো না,' আবার জোলিনকে সাবধান করল মাইক। 'আগে দেখা যাক ওদের উদ্দেশ্য কি।'

কারও তোয়াক্কা করে না এই পওনি ইন্ডিয়ানরা। বন্ধুর জন্যে নির্দ্বিধায় জীবন দিতে পারে। শত্রুকে ধাওয়া করতে পারে জাহান্নামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। সহজ সরল সাধারণ মনের মানুষ ওরা। খেপে গেলে ভয়ঙ্কর। এখন খেপার কারণ আছে ওদের। পেটে জ্বলছে খিদের আগুন। ওদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। রক্ষা করেনি সাদা মানুষরা।

ওদের দলে এখন আর মহিলা এবং বাচ্চা নেই। বাড়তি ঘোড়াও দেখা গেল না। এগিয়ে আসছে অমোঘ নিয়তির মতো।

ফিন স্টার এবং তার ক্রুরা ধীরে ধীরে পিছু হটতে শুরু করল, ভয় পাচ্ছে তাড়াহুড়ো করলে ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া শুরু করতে পারে। গরুর পাল ফেলে পালাচ্ছে ওরা। ধমকে উঠল মাইক, 'খবরদার! যেখানে আছো সেখানেই থাকো। নড়বে না কেউ। পালাতে চেষ্টা করে লাভ নেই, ধরে ফেলবে ওরা।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে লড়াই করে পারব না আমরা,' বলল জোলিন।

'লড়াইয়ের চেষ্টাও করব না আমরা,' বলল মাইক। রাইফেলটা ও ধরিয়ে দিল জোলিনের হাতে, তারপর ঘোড়ায় চেপে এগোল ইন্ডিয়ানদের দিকে, কথা বলবে।

আগেও ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে মাইকের। তাদের সঙ্গে লেনদেনও হয়েছে। ওদের ধ্যানধারণার সঙ্গে মাইক পরিচিত। ইন্ডিয়ানদের পুরুষালী শুকনো কৌতুকগুলো ও পছন্দ করে।

সামনের ছোটখাটো লোকটাই নেতা। তারই সামনে থামল মাইক। বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্দারের চোখে, মাইককে মাপছে।

হাত তুলে স্বাগত জানাল মাইক ইন্ডিয়ান নিয়মে, তারপর তামাক বের করে সাধল সর্দারকে। তামাক বেশি নেই, কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়, আসল হচ্ছে আন্তরিকতা প্রদর্শন।

অলস চোখে চেয়ে আছে সর্দার। তামাক সাধায় তার চেহারায় অনুভূতির কোন ছাপ নেই। মাইকের মনে হলো *'স্বাস্থ্য'* রক্ষার জন্যে আগেই অন্য কোন দিকে রওনা হয়ে যাওয়া দরকার ছিল ওর। পাথরের মতো নিথর হয়ে আছে সব কয়জন ইন্ডিয়ান। তারপর ব্ল্যাঙ্কেটের তলা থেকে আস্তে করে একটা রুগ্ন হাত বেরিয়ে এলো সর্দারের, তামাকের প্যাকেটটা নিল হাতে। আরেক হাত তুলে সংক্ষেপে স্বাগতমের জবাব দিল। এখনও চেয়ে আছে মাইকের মুখে।

ক্ষুধার্ত মানুষ এরা, এদের কাছে তামাকের তেমন কোন মূল্য নেই। বিস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। মেজাজ বিশেষ সুবিধের নয়। সর্দারের কাছ থেকে একটা ইশারা পেলেই যথেষ্ট, শেষ হয়ে যাবে সাদা মানুষরা। ইচ্ছে করলে গরুর পুরো পালটাই কেড়ে নিতে পারে ওরা।

'উয়োহাও!' বলে উঠল সর্দার। কোন অনুরোধ নয়, ভিক্ষা চাইছে না, তার গলায় দাবির সুর। গরুর মাংস চাই তার। অভুক্ত

ছেলেদের খেতে দিতে হবে। দিতে হবে মাইককে। নইলে কেড়ে নেয়া হবে।

এত সহজে হার মানতে রাজি নয় মাইক। হলিঙ্গারের বিরুদ্ধে ও রুখে দাঁড়িয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, এখন ইন্ডিয়ানদের হাতে সব তুলে দিলে ওর কর্মকাণ্ডের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। সর্দারকে আপাদমস্তক জরিপ করল ও, চোখ আটকে গেল সর্দারের হাতের রুপোর আঙটিতে। ওটা ছাড়া মূল্যবান আর কিছু নেই সর্দারের কাছে। আঙটিটার দাম হবে বড়জোর দু'ডলার। ওটা আঙুল তুলে একবার দেখাল মাইক, তারপর দেখাল গরুর পাল। তিন আঙুল তুলে ইশারায় যোগাযোগ করল। আঙটির বদলে তিনটে মোটাতাজা গরু দিতে রাজি আছে ও। হয় আঙটির বদলে তিনটে গরু, নয়তো কিছুই নয়। বুঝিয়ে দিল ওকে হুমকি দিয়ে কোন লাভ হবে না।

সর্দারের কালো চোখ দুটো বুঝেছে মাইকের কথা। চোখ দুটোর দৃষ্টি পাল্টে গেল। চকচক করছে এখন সর্দারের চোখ। তাকে বেশ খুশি দেখাল। ব্যবসায় তার কোন আপত্তি নেই। ভিক্ষে নিতে হলে সে আপত্তি করত, বদলে দখলই করে নিত গরুর পুরো পালটাকে, কিন্তু সামনে দাঁড়ানো এই সাদামানুষটা তার সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়, তাকে সম্মান দিয়েছে, ব্যবসা করার উপযুক্ত মনে করেছে, কাজেই সে বিবেচনা করে দেখছে এখন। বড় একটা শ্বাস ফেলে আঙুল থেকে রুপোর আঙটি খুলে মাইকের দিকে বাড়িয়ে দিল সর্দার। মাইক ওটা নিতেই চুক্তি সম্পাদিত বলে ধরে নেয়া হলো।

ইন্ডিয়ানরা একটু নড়ে চড়ে বসল ঘোড়ায়। একটু পরই খেতে পাবে, কাজেই খুশি প্রত্যেকে।

'তিনটে মোটা দেখে গরু নিয়ে এসো,' ফিন স্টারের উদ্দেশে নির্দেশ দিল মাইক। 'দলের জন্যে গরুগুলো কিনেছে সর্দার।'

ক্রুরা নড়বে কিনা ভাল করে বুঝেও উঠতে পারেনি, একদল

ইন্ডিয়ান যোদ্ধা ঘোড়া ছুটিয়ে পাল থেকে তিনটে নাদুসনুদুস গরু বের করে নিয়ে ফিরে এলো সর্দারের কাছে।

এবার মাইক চমকে গেল। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল সর্দার, 'আমি সাকুরাটা। তুমি?'

'মাইক বোল্ডার।'

'আশা করি বাকি গরুগুলোর জন্যে তুমি ভাল দাম পাবে।' ফোকলা দাঁত বের করে হাসল সর্দার, হাতের ইশারায় তার পেছনে রওনা হয়ে গেল ইন্ডিয়ানরা, একটু পরই তাদের আর দেখা গেল না, চলে গেছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

মাইকও হাসল। ব্যাটা বুড়ো শয়তান! ওকে অনিশ্চয়তায় ভুগিয়ে ইশারা ইঙ্গিতের ঝামেলায় ফেলে খুব মজা পেয়েছে সাকুরাটা। যাওয়ার আগে আবার জানিয়ে দিয়ে গেল ইংরেজি ভালই বোঝে সে।

ক্রুদের দিকে তাকাল মাইক। 'গরুগুলোকে লাইনে নিয়ে এসো। রওনা হবো আমরা এখন।'

'তুমি বোধহয় উন্মাদ,' বিকেলে ওর পাশে চলতে চলতে বলল জোলিন, 'নইলে ভয় পেতে।'

'তাই!' পাত্তা দিল না মাইক।

'অবশ্যই পাগল তুমি,' জোর দিয়ে আবার বলল জোলিন। 'হলিঙ্গার তার গরু বাছাই করতে চেয়েছিল শুধু। তুমি তাতে আপত্তি জানালে। আরেকটু হলে তার লোককে তুমি মেরেই ফেলেছিলে। আমার ধারণা মেরেই ফেলতে ইন্ডিয়ানরা না এলে।'

'আমি মারতাম কিনা সেটা না হয় থাক,' বলল মাইক, 'আমাকে ওই অবস্থায় পেলে কেলি ঠিকই মেরে ফেলত।'

'কিন্তু তারপর কি করলে তুমি? ইন্ডিয়ানদের গরু দিয়ে দিলে। ওই আঙটির দাম গরুর খুরের দামের সমানও হবে না। এমন একটা ভঙ্গি নিলে যেন ব্যবসা হচ্ছে।'

কড়ে আঙুলে পরা আঙটিটা দেখল মাইক। 'হ্যাঁ, ব্যবসায়ে

আমি ঠকে গিয়েছি, তাই না? আসলে বিনে পয়সায় ওদেরকে গরু দিয়ে দিলে ওরা ভাবত আমি দুর্বল একটা দলের নেতা। তখন গরুর পাল নিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করত ওরা।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মাইক। 'ক্রু বাছতে গিয়ে বিরাট ভুল করেছে তোমার চাচা।'

বাধা দিল জোলিন। 'মৃত মানুষের বদনাম না করলেই কি নয়?'

শ্রাগ করল মাইক। মানুষটার রহস্যজনক মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই মুখ সামলে নিল। 'আমি যদি ইন্ডিয়ানদের গরু দিতে অস্বীকার করতাম,' আবার শুরু করল, 'তাহলে লড়াই হতো। আর লড়াই হলে মারা পড়তাম সবাই। সম্মানজনক ব্যবসার মাধ্যমে দু'পক্ষই আমরা খুশি হয়েছি সেটাই কি ভাল হয়নি?' তাকাল জোলিনের চোখে।

চোখ সরিয়ে নিল জোলিন, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'বিক্রির আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতে। তুমি তার প্রয়োজন বোধ করোনি।'

'পথে যতক্ষণ গরু থাকবে ততক্ষণ আমার নিয়ন্ত্রণে চলতে হবে তোমাকে, মনে নেই?'

বাঁকা সুরে বলল জোলিন, 'জ্বী, আছে।'

'তাহলে?'

'আমি ভাবছি...অন্য বিষয়ে।'

'ব্যক্তিগত?'

'হ্যাঁ।' পেছনে তাকাল জোলিন। ক্রুরা গরু নিয়ে এগোতে শুরু করেছে। 'ভাবছি গরুর পাল হোপউইলে পৌঁছোনোর পর কি হবে।' মাইকের দিকে তাকাল জোলিন, কি যেন খুঁজছে কালো চোখ দুটো। কি, সেটা মাইক জানে না। মাইক শুধু এটুকুই জানে যে ক্রুদের সঙ্গে ওর তফাৎ এখন কমই। ক্রুদের মতোই ও-ও সুযোগ পেলে জোলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।

নিজেকে সাবধান করে দিল মাইক, এই মেয়ের অনেক টাকা হবে। এর কাছ থেকে দূরে থাকা ভাল। সুন্দরী মেয়ে। অনেক যোগ্য পুরুষ জোলিনকে পেতে চাইবে। তাদের ভিড়ে ওর মতো নিঃস্ব কাউবয়ের জায়গা হবে না।

রাতের আকাশে যখন হাজারো নক্ষত্র তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করল, সেই মিটমিটে তারাগুলোর দিকে চেয়ে বিশ্রামের সময় জোলিনের কথা ভুলতে চেষ্টা করল মাইক। সারা রাত জেগে থাকতে হলো ওকে।

দশ

পরদিন সন্ধেয় একাকী এক অশ্বারোহীর দেখা পাওয়া গেল, উত্তরের ট্রেইল ধরে আসছে। ছোটখাটো মানুষ, চুল অধিকাংশই পাকা, কিন্তু চোখের দৃষ্টি এখনও তরুণের। মাইকের সঙ্গে দেখা করে নিজের নাম বলল সে থ্যাড মেযার্ভ। ছোট একটা চকচকে ব্যাজও দেখাল সে।

'ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল।'

'কাজে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল মাইক। নিজের নাম বলল না। জীবনে কখনও ছোটখাটো কোন অপরাধ করেনি সে, এমন নয়। অনেক আগে একবার মাতাল হয়ে এক মার্শালের প্যান্ট খুলে দৌড় দিয়ে পালিয়েছিল, সেটা এই কুক্ষণে মনে পড়ল।

মেযার্ভ মাথা দোলাল। 'একদল পণ্ডনির খোঁজ করছি। তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে? ওদের নেতার নাম সাকুরাটা,

বেঁটে লোক, শুকনো মতন, বুড়ো এক ধূর্ত শেয়াল। ওর নামের মানে ভোরের সূর্য, কিন্তু আমি ওর দেখা পাওয়ার আগেই যদি কিছু একটা করে বসে তাহলে ওর সূর্য ডুববে এবার চিরতরে।'

'এগুলো কালাহানের গরু,' বলল মাইক। 'আমি মাইক বোল্ডার, ট্রেইল বস্। রাউন্ড মাউন্টিনে যাচ্ছি।'

'সাকুরাটার দল ওখান থেকেই এসেছে। জানি না কি করতে যাচ্ছে ওরা।' মার্শালের অস্থির চোখ মাইকের পুরোনো পোশাক, ধূলিমলিন চেহারা আর অস্ত্রের ওপর থেকে ঘুরে এলো। 'ঝামেলা শুরু হয়েছে ওখানে। লড়াই শুরু হলে বাইরে থেকে সাহায্য পাবার আগেই হোপউইলের বাসিন্দারা খতম হয়ে যাবে। ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন।...কি বললে তুমি? কালাহানের গরু? হেনরি কালাহান? হোপউইলের?'

'হ্যাঁ। মারা গেছে ও।'

'শুনে দুঃখ পেলাম। ওর শত্রুরা অবশ্য খুশিই হবে। অনেক প্রভাবশালী শত্রু ছিল ওর। বিশেষ করে একজন ছিল জন্মশত্রু।'

'তুমি আর্ল হলিঙ্গারের কথা বলছ,' বলল মাইক। 'সে জানে কালাহান মারা গেছে।'

'দেখা হয়েছে তার সঙ্গে?' ডান ভ্রু উঁচু করল মার্শাল।

'হ্যাঁ। গোলমাল করার চেষ্টা করছিল।'

'চেষ্টা না করলেই আমি অবাক হতাম! ক্যাটলমেনদের আমি ঘৃণা করি না, কিন্তু একথাও ঠিক যে কেউ কেউ বেশি বড়লোক হয়ে যায়। আর্ল হলিঙ্গারও তা-ই হয়েছে। পুরো ক্যানসাসের সব জমি তার হলেও সন্তুষ্ট হতো না লোকটা। জানি ওর হাত আছে রাউন্ড মাউন্টিনের ঘটনায়, কিন্তু কোন প্রমাণ নেই আমার কাছে।' মাইকের চোখে তাকাল মার্শাল। 'এব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে? হলিঙ্গারের ব্যাপারে?'

মাথা নাড়ল মাইক। 'বলার তো অনেক কিছুই আছে, প্রমাণ নেই কোন।'

'তারমানে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি আমি।'

'তা নয়। আগে আমাকে গরুর পাল পৌঁছে দিতে দাও, তারপর প্রমাণ সংগ্রহ করে তোমাকে সাহায্য করতে পারব আমি। জানো নিশ্চই জে-হকারদের কে নেতৃত্ব দিচ্ছে? আর্ল হলিঙ্গার। আমার গরুর পাল ডাকাতি করে নিয়ে গেছে ওরা। এত সহজে ছাড়ব না আমি। প্রমাণ করে ছাড়ব হলিঙ্গার এসবের পেছনে আছে।'

'প্রমাণ সংগ্রহের দায়িত্ব আইনের লোকদের,' আড়ষ্ট গলায় বলল মার্শাল। 'হলিঙ্গার সম্বন্ধে আমাদের কানেও কিছু কথা এসেছে। আগে আমাকে পওনিদের ফিরিয়ে আনতে হবে, তারপর ওর ব্যাপারে কিছু করা যেতে পারে। সাকুরাটা একটা যোদ্ধা দলের নেতা, রিযার্ভেশনে কোন নোটিশ না দিয়েই বেরিয়ে এসেছে ওরা। রাউন্ড মাউন্টিনের ইন্ডিয়ান এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে যেকোন সময়ে সাকুরাটা তার হামলা শুরু করতে পারে। তাকে ঠেকানোর জন্যে আর্মি পাঠানোর কথাও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

'আর্মি আসতে আসতে হোপউইলের একজনও জীবিত থাকবে না। ধরো সাকুরাটার সঙ্গে দেখা হলো তোমার, কি বলবে ওকে? তুমি বললেই সে রিযার্ভেশনে ফিরতে রাজি হয়ে যাবে?' মাথা নাড়ল মাইক। 'ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ওদের গরুর চাহিদা মেটাতে না পারলে হোপউইলের একজনও বাঁচবে না।'

'সেজন্যেই আমি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি,' বলল মার্শাল। 'খুব সম্মানী লোক সাকুরাটা। আমি আশা করছি বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে ফেরত আনা যাবে। আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে আর্মি ব্যবস্থা নেবে। সেটা আমি চাই না। সাকুরাটাকে খুঁজে বের করাটা সেজন্যেই এত জরুরী।'

'শুনবে ও তোমার কথা?'

'হয়তো। আমার মা পওনি ছিল। কথাটা তোমাকে বললাম এজন্যে যে তুমি যাতে বোঝো চালাকি করার চেষ্টা করছি না

আমি সাকুরাটার সঙ্গে। তাকে কৌশলে জেলে ভরার ফন্দিও আঁটছি না। আমি চাই এই এলাকায় শান্তি বজায় থাকুক।' আঙুল তুলে মাইকের হাত দেখাল মার্শাল। 'তোমার হাতে সাকুরাটার আঙটি দেখছি। ভুলে যাও তুমি মুখ-বন্ধ-রাখা টেক্সান র‍্যাঞ্চার, সত্যি করে একটা কথা বলো তো, আমার পওনিরা কোথায়?

হাসল মাইক এই প্রথম। বলল, 'ওরা ট্রেইলের ধারেকাছেই কোথাও থাকবে। আইনত কেনা গরু খাচ্ছে এখন ওরা। আমি যদি আগে জানতাম ওরা কোত্থেকে এসেছে তাহলে গরুর পাল ওদের ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ান এজেন্টের কাছ থেকে বিক্রির রসিদ যোগাড় করে নিতাম। অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচতাম তাহলে।'

'প্রার্থনা করি তুমি রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছাও,' বলল মেযার্ভ। 'পওনিদের ধারণা হয়েছে ওদের ঠকানো হচ্ছে, এই ধারণা পাল্টানো দরকার। আমাদেরই সে চেষ্টা করতে হবে। দু'তিনজন রক্তচোষা বদমাশ ইন্ডিয়ান এজেন্টের কারণে যুদ্ধ বেধে গেলে এরচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর হতে পারে না। পওনিরা বলছে মহান বাঁদী বাবা তাদের লাল ছেলেমেয়েদের ত্যাজ্য করে দিয়েছে। যে যোদ্ধারা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে ভুল করেনি কখনও, তাদেরকে ভুলে গেছে বাবা, তাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একাধারে সাদা এবং লাল, আমি জানি ওদের কথায় সত্যতা আছে। পওনিদের তুলনায় এমনকি যুদ্ধে হারা ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলো পর্যন্ত বেশি সুবিধে পেয়েছে সরকারের কাছ থেকে।'

'স্বাভাবিক। ওয়্যাগনের যে চাকা ক্যাঁচকোঁচ বেশি করে সেটাতেই বেশি গ্রীয দেয়া হয়। যে বাচ্চা বেশি কাঁদে মায়ের মনোযোগ সে-ই বেশি পায়।'

'তাহলে বলতে হয় এবার পওনিরা কাঁদতে শুরু করেছে। কখনও কোন পওনি যোদ্ধাকে যুদ্ধের হাঁক ছাড়তে শুনেছ?

শোনোনি? বিরাট একটা অভিজ্ঞতা মিস করেছ। আমি আর্মির ইন্ডিয়ান স্কাউট ছিলাম, আমি শুনেছি।' পকেট থেকে তামাক বের করে গালে ফেলল মেযার্ভ। দু'চিবুনি দিয়ে বলল, 'আমি যদি সাকুরাটাকে বোঝাতে পারি যে এই গরুর পালটা ওদের জন্যে, তাহলে রিযার্ভেশনে ফিরবে সে। যাবার পথে আমরা তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে পারব।' অস্তমান সূর্যের দিকে তাকাল মেযার্ভ। 'এখানেই ক্যাম্প করছ?'

'না। হলিঙ্গার দাবি করছে এটা ওর জমি। অন্য কোথাও থামব।'

'হলিঙ্গার মিথ্যে বলেছে।'

'কিন্তু ওর পেছনে শক্ত একদল লোক আছে যারা ওর কথাকেই সত্য প্রমাণ করতে যা ইচ্ছে তা-ই করবে।' তিক্ত হাসল মাইক। 'আমার ক্রুরা কোন কাজের না। কালাহান ভেবেছিল সে গানম্যান ভাড়া করছে। যাদের ভাড়া করেছে তারা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু না। যাওয়ার পথে ওদের চেহারাগুলো দেখে নিয়ো, হয়তো দু'একজনকে তুমি খুঁজছ এমনও হতে পারে।'

'অবস্থা এতই খারাপ?'

'তারচেয়েও খারাপ। হলিঙ্গারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে ওরা। আমার সঙ্গে আবার একজন মেয়েমানুষ আছে, কলোরাডো থেকে এসেছে। কালাহানের ভাতিজি। সে-ই এখন গরুগুলোর মালিক।'

'সর্বনাশ,' বিড়বিড় করল মেযার্ভ। 'মেয়েমানুষ! ক্যাটল ড্রাইভে! ঠিকই করছ তুমি। থেমো না। যতক্ষণ সম্ভব এগিয়ে যাও। একটু পরই চাঁদ উঠবে, কাজেই রাতেও ড্রাইভ করতে অসুবিধে হবে না তোমাদের।' দক্ষিণে ঘোড়ার মুখ ফেরাল সে। যাওয়ার আগে বলল, 'মনে রেখো, যে করে হোক রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছোতে হবে তোমাকে, নইলে যুদ্ধ ঠেকানো যাবে না।'

জবাবে কিছু বলল না মাইক। যুদ্ধ লাগবে এটা আবছা ভাবে ভেবেছে ও। এখন ল-ম্যানের কথা শুনে বুঝতে পারছে গরুর পাল

রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছোনো কতখানি জরুরী।

অস্ত্রের বাঁটে চাপড় দিল মাইক। ক্রুদের ওপর চোখ বোলাল। দূরে দূরে আছে লোকগুলো। সেটাই যেন থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে ওকে। জোলিন ছাড়া কাউকে আর বিশ্বাস করার উপায় নেই। যেকোন সময়ে ফিরে আসতে পারে হলিঙ্গার তার দলবল নিয়ে।

*

রাতে কালো মেঘ করল, ঢেকে গেল বেশির ভাগ তারা, এখানে ওখানে একটা দুটো মিটমিট করছে। চাঁদের ধূসর আলো যেন ভেজা ভেজা। সেই আলোয় চকচক করছে গরুগুলোর শিং আর বড় বড় চোখ। মাঝে মাঝে ডাকছে গরুগুলো, আপত্তি জানিয়ে মাথা দোলাচ্ছে।

পাহারায় আছে মাইক। ওর কাছে সামনে চলে এলো জোলিন। কিছুক্ষণ নিরবে পাশে থাকার পর বলল, 'তুমি কি রাতেই ক্রীক পার হওয়ার চেষ্টা করবে?'

মাইক জবাব দেবার আগেই এসে হাজির হলো ফিন স্টার, একই প্রশ্ন করল। ট্যাঙ্কার টড সামনে থেকে এসে রিপোর্ট দিয়েছে, পর পর কয়েকটা ক্রীক আছে সামনে।

চেহারায় যতটা প্রকাশ পাচ্ছে তার চেয়ে মাইক অনেক বেশি চিন্তিত। মেঘলা আকাশের দিকে তাকাল। চাঁদের মৃদু আলোয় গরুর পাল নিয়ে এগোনো যথেষ্ট কঠিন, তার ওপর ক্রুরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজ করছে। পরিবেশটা আড়ষ্ট। ক্রুদের মনে কি আছে কে জানে! তবু এগোতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল মাইক, হলিঙ্গারের আস্তানার ধারেকাছে ক্যাম্প করার চেয়ে কষ্ট করে এগোনো অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ।

'যতটা পারা যায় এগোব আমরা,' জানাল মাইক। 'যেকটা ক্রীক পার হওয়া যায়, পার হয়ে যাব।'

ক্রুদের কাছে ফিরে গেল ফিন স্টার।

জোলিন বলল, 'ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি, তাই না?'

'নিচ্ছি,' স্বীকার করল মাইক। 'না নিয়ে উপায় নেই কোন।' হঠাৎই রাগ হলো ওর। প্রচণ্ড রাগ। দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা, ক্লান্তি আর নির্ঘুম রাত্রি জাগরণ ওকে বদমেজাজী করে দিয়েছে। বলে বসল, 'তুমি বলতে চাইছ তোমার গরু বলে ঝুঁকি নিচ্ছি আমি, নাকি? রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছে তোমার গরু তুমি বুঝে নিয়ো। আমাকে দু'হাজার ডলার না দিলেও চলবে।'

'মাইক!' আহত স্বরে বলল জোলিন। 'আমি...'

'আমি বুঝে গেছি কিছু কাজ আছে যেসব আমি টাকার জন্যে করব না,' জোলিনকে থামিয়ে দিয়ে কর্কশ স্বরে বলল মাইক। 'তার একটা হচ্ছে কোন মেয়ের অধীনে চাকরি করা। আমার ওপর আস্থা রাখতে পারে না এমন কারও জন্যেই চাকরি করতে রাজি নই আমি।'

'কিন্তু আমি তো...'

'খুশি হতাম যদি আমি এখনই চলে যেতে পারতাম। তোমার সঙ্গে আমার পড়তা পড়ছে না, মিস কালাহান!'

কেঁপে উঠল জোলিন। গলার কাছে চলে গেল একটা হাত। 'পড়তা পড়ছে না?' মৃদু স্বরে বলল। চোখের জল লুকাতে অন্যদিকে তাকাল মেয়েটা। 'সত্যি আমি দুঃখিত। ফিরে যাচ্ছি আমি ওয়্যাগনে।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল মাইকের। জোলিনকে কষ্ট দিতে চায়নি ও। ইচ্ছে হলো ভাল কিছু বলে, কিন্তু মাথায় এলো না কিছু। ওয়্যাগনের কাছে ফিরে যাচ্ছে জোলিন, পেছন থেকে দেখল মাইক। ওয়্যাগনটা এখন পালের শেষ মাথায় আসছে।

এখন বুঝতে পারছে মাইক, মরণ হয়েছে ওর। প্রেমে পড়েছে ও জোলিনের। সেজন্যেই নিজেকে সামলাতে পারেনি, যা-তা বলে বসেছে হতাশাগ্রস্ত হয়ে।

ছোট্ট দেখাচ্ছে জোলিনকে, ভঙ্গুর, একাকী; অন্ধকার পেরিয়ে চলে যাচ্ছে ওয়্যাগনের দিকে। মেয়েটার পিছু নিল মাইক, এখনও

জানে না কি বলবে। আশা করছে জোলিনকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো একটা কিছু মাথায় আসবে। খুব খারাপ হয়ে গেছে ওর আচরণটা।

সামনের ক্রীক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ওকে দেরি করিয়ে দিল ফিন স্টার।

না থেমে বলল মাইক, 'গভীরতা বেশি না ক্রীকের।'

ওর পাশে চলে এলো ট্যাঙ্কার টড। এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাবধান, মাইক, তুমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছ। অনেকের ভাল লাগছে না।'

চিন্তিত চেহারায় অপসৃয়মান টডের দিকে তাকিয়ে থাকল মাইক, জোলিনকে সান্ত্বনা দেয়ার কথা ভুলে গেছে। ক্রুদের কোন মতলব থাকলে সেটা বুড়ো টডের জানার কথা। যদিও ফালতু অনেক কথাই টড বলে, কিন্তু জোলিনের ব্যাপারে বলবে বলে মনে হলো না ওর। বুড়ো সবসময়েই শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছে মেয়েটির প্রতি। আজ রাতেও ঘুমানো যাবে না, সিদ্ধান্ত নিল মাইক। ও জানে না একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওর প্রতীক্ষার পালা!

*

গরুর পালের পেছনে মাথা চাড়া দিল ওটা। লাল, লকলকে, লেলিহান শিখা। বাতাসের সহায়তা পেয়ে দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। ঘোড়ার করালের কাছে পৌঁছে গেল দেখতে দেখতে। দড়ির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল উন্মত্ত ঘোড়াগুলো, গরুর পালকে পাশ কাটিয়ে ছুটতে শুরু করল। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বেশিরভাগ গরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে অন্ধের মতো সামনে এগোল, ধাক্কাধাক্কি করছে পরস্পরের সঙ্গে।

মাইকের মনে হলো মাত্র একটা মুহূর্তে ঘটে গেল এতকিছু। চট করে বুঝতে পারল, যা আশঙ্কা করছিল সেটাই ঘটেছে। স্ট্যাম্পিড করানো হচ্ছে!

ঘোড়াটাকে গরুর পালের কাছ থেকে সরিয়ে আনল মাইক।

ঘোড়াটা ওকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। মাথায় চাপড় দিয়ে ওটাকে শান্ত করল মাইক। ট্রেইল ধরে ছুটছে গরুর পাল। খুরের শব্দে কান-মাথা ধরে যায়। গান মাযলের মুখে আগুনের ঝিলিক দেখল ও। বেশ দূর দিয়ে ওকে পার হয়ে গেল দু'জন অশ্বারোহী। ক্রুদের দু'জন, ধুলোর মেঘ আর আঁধারে ওকে দেখতে পায়নি। মাইকের মনে হলো হাসছে ওরা।

অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে ওর। ভাবল, আগেও আমি এসব দেখেছি। দেখার জন্যে এখনও বেঁচে আছি। মনে হলো যেন জেগে জেগে কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে। ওর তলায় আতঙ্কে কাঁপছে ঘোড়াটা। ওটাকে স্থির দাঁড় করিয়ে গরুর পালের দিকে চেয়ে থাকল মাইক। একটু পরই ছুটতে ছুটতে ওকে পাশ কাটাল দলের শেষ গরু।

পেছনের ট্রেইলে একটা কাত হয়ে পড়া ওয়্যাগনে আগুন ধরে গেছে। বড় ওয়্যাগনটা আগুনের ধারেই দাঁড়ানো, ঘোড়াগুলো লাগাম ছিঁড়ে পালিয়েছে। ওটাতেও আগুন ধরেছে।

'জোলিন! জোলিন!'

আঁধার থেকে জবাব দিল মেয়েটা। বিরাট দম ছাড়ল মাইক স্বস্তিতে। খুঁজে বের করল মেয়েটাকে। ট্রেইল থেকে বেশ দূরে একটা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মাথা নিচু করে মাটি দেখছে। ওর ঘোড়াটাও কাঁপছে ওরই মতো। স্ট্যালিয়ন থেকে নেমে শক্ত করে মেয়েটার হাত ধরল মাইক, আপাদমস্তক চোখ বোলাল। মুখের এক পাশ রক্তে লাল হয়ে আছে জোলিনের। মাথা ফেটেছে, কিন্তু আঘাতটা গুরুতর নয়। সব হারিয়েও সব হারায়নি, এমন মনে হলো মাইকের।

'আমার···আমার ঘোড়াটা ফেলে দিয়েছিল আমাকে,' ফিসফিস করে বলল জোলিন। 'দু'জন লোক আমাকে তাড়া করেছিল।'

হাসতে হাসতে যাচ্ছিল দু'জন রাইডার, তাদের কথা মনে পড়ল মাইকের। 'যারা তাড়া করেছিল তারাই কি ওয়্যাগনে আগুন দিয়েছে?'

'তা-ই মনে হয়। আমি ওয়্যাগনের কাছে যাওয়ার আগেই আগুন ধরে গেল।' অগোছাল চুল হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল জোলিন। মাথা থেকে হ্যাট গায়েব হয়ে গেছে ওর। চোখ ছলছল করছে। ওরা কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়েছে নিশ্চই। কোন ড্রাইভার ছিল না। ঘোড়াগুলো পালাল...'

'জানি,' গম্ভীর চেহারায় বলল মাইক। গলা থেকে রুমালটা খুলে ব্যান্ডেজ করে দিল জোলিনের ক্ষত। হালকা কাটা, সেরে যাবে দু'চারদিন পর।

'সব শেষ তাহলে?' বেসুরো শোনাল জোলিনের প্রশ্নটা।

ওকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল মাইক। বলল, 'এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। বেঁচে আছি আমরা।' থামল মাইক, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'বেঁচে থাকা উচিত হয়নি আমার। কোন অধিকার নেই আমার বেঁচে থাকার। লস্ট ক্রীকের র‍্যাঞ্চারদের গরুর পাল তো আগেই হারিয়েছি আমি, তোমারটাও হারালাম। আমার জন্যেই আজ পথে বসলে তুমি। কোনদিন আর মাথা উঁচু করে চলতে পারব না আমি এই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে না পারলে।'

'নিজেকে দায়ী ভাবছ তুমি খামোকা,' মৃদু স্বরে বলল জোলিন। 'তোমার সাধ্য মতো করেছ তুমি। একজন মানুষ আর কি করতে পারে!'

'কিন্তু...'

'জানি কি বলবে। বলবে তুমি ছিলে ট্রেইল বস্, কাজেই সব দোষ তোমার। তা নয়।' মাথা নাড়ল জোলিন। 'দোষ যদি সত্যি কাউকে দিতে হয় তাহলে দিতে হয় চাচাকে—ঈশ্বর তার আত্মার ভাল করুন। চাচাই ফিন স্টার আর অন্যদের ভাড়া করেছিল। অভিজ্ঞ কাউবয় ভাড়া করলে আজ অন্তত নিজেদের লোক আমাদের সর্বনাশ করত না।'

'কিন্তু, জোলিন...'

'খবরদার, মাইক বোল্ডার, নিজেকে দোষ দিয়ো না,'

রীতিমতো ধমক দিল জোলিন। 'তোমার একার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবই তুমি করেছ। এখন চলো এগোই। আর্ল হলিঙ্গারের হেডকোয়ার্টারে যাব আমরা দরকার হলে।'

চুপ করে থাকল মাইক, তাকিয়ে আছে জোলিনের চোখে। কান্না মুছে ফেলেছে হাতের উল্টোপিঠে, রাগের ছাপ মেয়েটার দৃষ্টিতে। হার মানতে জন্ম নেয়নি এ মেয়ে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাইক, ও বেঁচে থাকতে কেউ জোলিনের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। যে করে হোক গরুর পাল উদ্ধার করে ছাড়বে ও। দরকার হলে হলিঙ্গারের গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে আনবে। জে-হকারদের ঘাঁটিতে হানা দিতেও পিছ পা হবে না।

জোলিনের ঘোড়ার পাশে নিজের ঘোড়াটাকে ছোটাল মাইক। আস্তে আস্তে যাচ্ছে ওরা রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে। ওদিকেই কোথাও আছে আর্ল হলিঙ্গারের হেডকোয়ার্টার।

এগারো

আঁকাবাঁকা ট্রেইল দেখতে অদ্ভুত লাগছে গরুর পাল অদৃশ্য হওয়ার পর। কেমন যেন পরিত্যক্ত আর নিরব। ট্রেইলের পাশে পড়ে আছে একটা বাছুরের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, থেমে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ।

'এপর্যন্ত গরুগুলো একসঙ্গেই ছিল,' জোলিনকে বলল মাইক। 'সামনের ক্রীকে ছড়িয়ে যাবে ওরা।'

একটু পর প্রথম ক্রীকে পৌঁছে গেল ওরা। পাড়গুলো খাড়া,

ঝোপঝাড়ে ভর্তি। গত কয়েক বছরে গরুর পাল ক্রীক যেখানে অগভীর সেখানে পাড় ঢালু করে ফেলেছে। মাটি ভাল করে জরিপ করল মাইক। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর অসংখ্য চিহ্ন খচিত কাদা মাটি দেখে।

'এখানে একটু অপেক্ষা করো,' অবশেষে বলল ও। জোলিনকে ওখানে রেখে উত্তরের পাড়ে গিয়ে উঠল। আঁঝ ক্রীকে ওর ঘোড়ার পেট ছুঁলো পানি। ওপারে গরুর কোন তাজা চিহ্ন নেই। দলের একটা গরুও এই ক্রীক পেরোয়নি। ঘোড়া বা মানুষের কোন তাজা চিহ্নও নেই। ক্রীক সামনে পড়লে গরুর পাল ছড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাদের একটাও ক্রীকে নামবে না এ অস্বাভাবিক। কোন এক উপায়ে গরুগুলোকে থামানো হয়েছে, তারপর অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কঠিন কাজ।

দক্ষিণের পাড়ে ফিরে এলো মাইক। নিচু পাড়ে ভাল করে চারদিকে তাকাতেই কাদার মধ্যে এবার দেখতে পেল ওগুলোর টুকরো। ক্যানভাস গেঁথে আছে কাদায়। গায়ে সাদা তুলো। টুকরোগুলোর চারধারে দড়ি আছে। ওগুলো খুঁটিতে বেঁধে দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল ক্রীক বরাবর। একটা টুকরো তুলল মাইক। ওর ঘোড়াটা ভয় পেয়ে কিছুদূর সরে দাঁড়াল।

জোলিন চলে এসেছে মাইকের পাশে, ক্রীকের নিচু পাড়ে। ওর ঘোড়াটা অস্বস্তিতে ভুগছে। ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল জোলিন।

'স্ট্যাম্পিডারদের কাজের জিনিস,' তিক্ত স্বরে বলল মাইক। ক্যানভাসটা মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দিল। 'কৌশলের কোন শেষ নেই ওদের!'

'কিন্তু এখানে পৌঁছোনোর আগেই গরুগুলোকে স্ট্যাম্পিড করানো হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমার ওয়্যাগন পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু

করেছে। এখানে ওদের লোক অপেক্ষা করছিল, ক্যানভাসের দেয়াল তৈরি করে গরুগুলোর ছড়িয়ে পড়া ঠেকিয়েছে তারা, একই সঙ্গে ক্রীকে নামতেও বাধা সৃষ্টি করেছে। গরু নিয়ে পুবে গেছে ওরা। আগেই সব ঠিক করা ছিল নিশ্চই। ফিন স্টার আর ক্রুরা পরে জে-হকারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওদের ভুল বলতে একটাই, ওরা তোমাকে ধরতে পারেনি। ভেবো না পারবে না। কথাটা তোমাকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে বলছি না। এটাই সত্যি।'

'তোমাকেও ধরতে পারেনি ওরা।'

'সেটা আমার ভাগ্য। ওরা ভেবেছিল সামনে থাকব আমি। একটা বুলেটই যথেষ্ট হবে। সামনে আমি ছিলামও। কপাল ভাল তোমাকে খুঁজতে পেছন দিকে রওনা হই আমি স্ট্যাম্পিডের সময়।'

'ভাগ্যিস!' ফিসফিস করে বলল জোলিন। পরমুহূর্তে গলা কেঁপে গেল ওর। 'ওটা কি!'

স্পারের রাওয়েলের মৃদু আওয়াজ আর ভেজা মাটিতে বুটের ছপছপ শব্দ শুনে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল মাইক, হাত চলে গেল সিক্সগানের বাঁটে। অস্ত্রটা ঝটকা দিয়ে বের করল ও, জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?'

'আমি,' বলল কর্কশ গলাটা। ট্যাঙ্কার টডের গলা। 'গুলি কোরো না। আমি আহত। নড়তে পারছি না।'

পানির সীমানায় বুড়ো লোকটাকে খুঁজে পেল ওরা। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কাদায়। ডান পা একটু একটু নেড়ে আওয়াজ করেছে। যত্ন করে লোকটাকে চিত করাল মাইক, জিজ্ঞেস করল, 'আহত হলে কিভাবে?'

'ফিন স্টার গুলি করেছে। গুলি করে লাথি দিয়ে ক্রীকে ফেলে দিয়ে গেছে।' ঘন ঘন শ্বাস নিল টড। ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে শ্বাসে। 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম দেখেছিল ও। হয়তো কি বলেছিলাম সেটা শুনেওছিল। সেজন্যেই···আসলে মিস কালাহান না থাকলে স্টারের কথার বাইরে কাজ করতাম না

আমি। বুড়ো হয়ে গেছি তো, সহ্য করতে পারিনি মেয়েদের অপমান। টেক্সাসের গরু ডাকাতি করা এক কথা আর একটা ভাল মেয়েকে...'

'তুমি তাহলে আগেই ফিন স্টারের দলে ছিলে? আগেই ঠিক ছিল গরু ডাকাতি করা হবে? হলিঙ্গার আসার আগে?'

'অনেক আগে। কালাহান যখন আমাদের কাজে নিল তখনই হলিঙ্গারের নির্দেশ পৌঁছে গেছে আমাদের কি করতে হবে। গরুর ব্যাপারে কখনোই কালাহানের কোন সুযোগ ছিল না। বলে দেয়া হয়েছিল, আগে কালাহান তার টাকা গরুর পেছনে খরচ করুক, তারপর তাকে ধ্বংস করে দাও। পথে দেরি করার নির্দেশটাও হলিঙ্গারের।' তিক্ত হাসল টড। 'আমরা কখনোই হারাইনি, মাইক। আমরা জানতাম গরু নিয়ে কোথায় আসতে হবে। জানতাম ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। হলিঙ্গার আসলে...' থেমে গিয়ে দম নিল টড। হাঁপাচ্ছে। 'ও আসলে জে-হকারদের নেতা।'

'ফিন স্টার আর অন্যরা, তুমি–তোমরাও কি জে-হকার?'

'হ্যাঁ। তবে মাইক,' হাসার চেষ্টা করল টড, 'তুমি ভাল দেখিয়েছ। হলিঙ্গার ব্যস্ত মানুষ। তারপরও ঠিক সময়েই সে দেখা দিয়েছিল, তুমি তাকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ে? তারপর এলো ইন্ডিয়ানরা! ওকে পিছু হটতে হলো! ফিন স্টারকে ও ছাড়বে না। তোমরা দু'জন পালিয়েছ।'

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল মাইক। 'কালাহানকে খুন করেছিল স্টার সিমেরনে?'

'হ্যাঁ। আগেই ঠিক করা ছিল ও জান নিয়ে ফিরতে পারবে না। হলিঙ্গারের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছিল স্টার। তার অনুরোধেই লিউ কেলি তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করে। পওনিরা না এলে শেষ পর্যন্ত মরতেই হতো তোমাকে।'

কালাহানের কথা মনে পড়ল মাইকের। এখন বুঝতে পারছে,

সত্যি সফল হবার কোন সুযোগ ছিল না দুঃসাহসী অথচ অনভিজ্ঞ লোকটার। গানফাইটার ভাড়া করতে গিয়ে জন্মশত্রু জে-হকারদের ভাড়া করে বসেছিল কালাহান। ভেড়া পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল সে এক পাল ক্ষুধার্ত নেকড়েকে! হলিঙ্গার আগেই কালাহানের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিয়েছে, তারপর গরুগুলো দখল করে নিয়েছে নিজের জন্যে। পাকা ব্যবসায়ী!

কোন সুযোগ না দিয়ে গুলি করেছে বলে নিচু স্বরে স্টারকে এক নাগাড়ে গালি দিয়ে চলেছে ট্যাঙ্কার টড। হঠাৎ করেই মাইককে জিজ্ঞেস করল, 'মাইক, আমি কি মারা যাচ্ছি?' সামান্য বিরতির পর নিজেই জবাব দিল, 'বোধহয় মারা যাচ্ছি আমি।'

কি বলবে ভেবে পেল না মাইক। কয়েক সেকেন্ড পর জোলিনকে এক পাশে টেনে নিল ও, বলল, 'আমি যাচ্ছি গরুর পালটাকে অনুসরণ করব। কঠিন কোন কাজ না। পুবে গেছে ওগুলো। ক্লান্ত, কাজেই বেশি দূরে যাবে না।'

'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' বলল জোলিন।

'না,' সাফ মানা করে দিল মাইক। 'আমি জানি না কি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। বিপদ যখন আসবে তখন তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে চাই না আমি।'

'আমি পেছনে থেকে গেলে দুশ্চিন্তা হবে না? এখানে কতটা নিরাপদ থাকব আমি?'

খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাল মাইক। 'লুকিয়ে রেখে যাব তোমাকে।'

'কতক্ষণের জন্যে? তুমি যদি ঈশ্বর না করুন ফিরতে না পারো?'

'তাহলে রওনা হয়ে যাবে তুমি, হয়তো হোপউইলে পৌঁছোতে পারবে।'

'হয়তো!' চোখ জোড়া জ্বলছে জোলিনের। 'না, মাইক আমরা দু'জন একসঙ্গে যাব। তুমি না চাইলেও যাব আমি। ঠেকাতে

পারবে না।'

স্থির চোখে মেয়েটাকে দেখল মাইক, তারপর নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল, 'একবার মনে হয় সুন্দরী একটা মিষ্টি মেয়ে তুমি, পরের মুহূর্তে মনে হয় বুনো বেড়াল! কোন্‌টা সত্যি?'

'দুটোই।' মাইকের হাতে চেপে বসল জোলিনের আঙুল। 'ভুলে যাও, মাইক, যে আমি মেয়ে। ঘোড়া চালাতে পারি আমি। দরকার হলে গুলিও ছুঁড়তে পারি নির্ভুল নিশানায়। আমি যাচ্ছি।'

'তুমি মেয়ে সেটা ভোলা সম্ভব নয়,' বলল মাইক। এক হাতে মেয়েটাকে টেনে নিল বুকের কাছে। ঠোঁট নামিয়ে স্পর্শ করল জোলিনের ভেজা উষ্ণ ঠোঁট। সাড়া দিল জোলিন। একটু পর আস্তে করে ওকে ছেড়ে দিল মাইক। বলল, 'আমার বোধহয় দুঃখিত বলা উচিত। বলতে পারছি না। আমি আসলে দুঃখিত নই।'

'হওয়া উচিত নয়,' ফিসফিস করল জোলিন। 'যা-ই ঘটুক, মাইক, আমরা একসঙ্গে থাকব।'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বলল মাইক। 'শুধু খারাপ লাগছে যে এই পরিবেশে, এত খারাপ সময়ে তোমাকে জানালাম ভালবাসি।'

চোখ নামিয়ে নিল জোলিন, আস্তে করে মাইকের হাতটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল।

কিছুক্ষণ পর টডের কাছে ফিরে এলো ওরা। মারা গেছে ট্যাঙ্কার টড। তার গানবেল্ট আর অস্ত্রটা খুলে নিল মাইক, জোলিনের হাতে দিয়ে বলল, 'এগুলো পরে নাও। লাগবে। ক্রীক ধরে পুবে যাব আমরা। চোখ কান খোলা রাখব। চাঁদ এখনও ওপরে। যদি ওদের চোখে ধরা পড়ে যাই তাহলে ক্রীক পার হয়ে সোজা উত্তর দিকে এগোবে তুমি, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

দক্ষিণ থেকে এসেছে গরুর খুরের ছাপ, ক্রীকের তীর ঘেঁষে পুবে গেছে। ট্রেইলে ওঠার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মাইক

আর জোলিন। কান পেতে শুনল কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা। সুফল বয়ে আনল ওদের প্রতীক্ষা। একটু পরই ওরা শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। তিনজন অশ্বারোহী ওরা ক্রীকের যেখানে থেমেছিল সেখানে থেমেছে। মুখ নিচু করে গরুর চিহ্ন দেখছে। মেযার্ভের গিঁঠ পাকানো শরীর চাঁদের আবছা আলোতেও চিনতে পারল মাইক। তার সঙ্গে যে দু'জন আছে তারা পওনি ইন্ডিয়ান।

'মেযার্ভ!' মৃদু স্বরে ডাক দিল মাইক, ঘোড়াটাকে ক্রীকের দিকে বাড়াল।

গলার আওয়াজ চিনতে পেরে অস্ত্রটা হোলস্টারে পুরল মার্শাল। 'কি ব্যাপার, বোল্ডার? দুটো পোড়া ওয়্যাগন পার হয়ে এসেছি আমরা। মরা গরুও দেখলাম। তাহলে কি...' জোলিনের ঘোড়াটা ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতেই কথা থামিয়ে অস্ত্রটা আবার বের করল সে। 'কে ওখানে?'

'হেনরি কালাহানের ভাতিজি,' বলল মাইক। 'জোলিন কালাহান।' একটু থামল। খারাপ লাগছে দুঃসংবাদটা দিতে। পেছনে তাকাল। 'জোলিন, বেরিয়ে এসো, ভয় নেই। মিস্টার মেযার্ভ ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল, রাউন্ড মাউন্টিন থেকে এসেছে।'

হ্যাটে আলতো করে আঙুল ছুঁইয়ে জোলিনকে সম্মান দেখাল মেযার্ভ। মাইকের ওপর ফিরে এসে দৃষ্টি স্থির হলো। 'গরুর পাল কই?'

'কেড়ে নিয়েছে জে-হকাররা।'

বিস্ময়াহত চোখে মাইকের দিকে চেয়ে থাকল মেযার্ভ। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখের সামনে হঠাৎ করেই বুড়ো লাগল তাকে দেখতে। মনে হলো সমস্ত মনোবল তার শুষে নিয়েছে কেউ। নিচু, নিষ্কম্প গলায় বলল, 'সাকুরাটার সঙ্গে কথা হয়েছে। বলল সে নিজে দেখতে এসেছে কালাহান সত্যি গরু নিয়ে আসে কিনা। ক্রিসম ট্রেইল পর্যন্ত গেছে ওরা খুঁজতে খুঁজতে। সাকুরাটা

আমাকে বলেছে এটাই শান্তি বজায় রাখার শেষ চেষ্টা ওর। যদি এবারও তাকে ফিরে গিয়ে বলতে হয় যে গরু আসবে না, তাহলে লড়াই ঠেকানোর আর কোন উপায় নেই। ব্যাপারটা তখন আর সাকুরাটার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে না। পওনিরা ধরে নেবে আবারও তাদের ঠকানো হয়েছে।'

'কালাহান ওদের ঠকায়নি,' বলল মাইক।

'কিভাবে সেটা সাকুরাটাকে বিশ্বাস করাব বলো? আমি যখন বললাম কালাহানের গরু তুমি নিয়ে আসছ তখনও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি সে। কালাহানকে সাকুরাটা চেনে। তাকে সে গরুর পালের সঙ্গে দেখেনি।'

'কিন্তু সাকুরাটা জানে আমরা রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে যাচ্ছিলাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেযার্ভ ক্লান্ত ভঙ্গিতে। 'এই ট্রেইল বাক্সটার স্প্রিঙের দিকে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি জানো। আমার তো ধারণা ছিল্ হলিঙ্গারকে এড়ানোর পর পশ্চিমে বাঁক নেবে তোমরা। কালাহানের গরুর কোন চিহ্ন না দেখে সাকুরাটা ধরে নিয়েছে তোমরা টেক্সাসের গরুর পাল নিয়ে বাক্সটার স্পিঙের বাজারে বেচতে যাচ্ছ।...তোমার ক্রুদের কি হলো?'

'জে-হকার ওরা, হলিঙ্গারের লোক। সব আগেই ঠিক করা ছিল। ট্রেইলটা ভাল করেই চিনত ওরা। আমি আর কালাহান, দু'জনের কেউ চিনতাম না। ওরা জানত কোথায় গরুর পাল স্ট্যাম্পিড করাতে হবে।'

'এক যাত্রায় দুটো গরুর পাল হারিয়েছ তুমি। দুর্ভাগ্য একেই বলে।'

'হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি নিজে অনেকাংশে দায়ী।

'মিস্টার মেযার্ভ,' বলে উঠল জোলিন, 'নিজেকে অযথা দোষ দিচ্ছে ও। ক্রুরা ছিল বিপক্ষে, ছিল জে-হকাররা, ট্রেইল চিনি না আমরা কেউ—একা কি করবে ও?' মাথা নাড়ল। 'আসলে কিছুই

করার ছিল না ওর। যা করেছে সেটাই বেশি।'

'মিস কালাহান,' নবম গলায় বলল মেযার্ভ, 'কার দোষ সেটাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ভাবছি পরিণতির কথা। এই যে পওনি দু'জন, এদের পাঠিয়েছে সাকুরাটা। খোঁজ নিয়ে জানতে বলেছে আসলেই গরুর পাল রাউন্ড মাউন্টিনে যাচ্ছে কিনা। ওর পক্ষে শান্তি বজায় রাখার জন্যে যা করা সম্ভব তা করেছে। ওর সন্দেহ আমি ওকে ভুল বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি রিযার্ভেশনে। এখন কি হবে বুঝতে পারছ? এরা ফিরে গিয়ে তাকে জানাবে গরুর পাল নেই। ধরে নিচ্ছি দু'তিন দিন সময় পাব আমরা, তারপরই যুদ্ধ ঘোষণা করবে পওনিরা।'

ঘুরে তাকাল মেযার্ভ। চোখ সরু হয়ে গেল। ইন্ডিয়ান দু'জন কখন যেন নিঃশব্দে চলে গেছে। একটু পর দূরে দুটো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো। আরও দূরে চলে যাচ্ছে আওযাজ। 'ওরা যাচ্ছে,' বলল মেযার্ভ, 'সাকুরাটাকে গিয়ে বলবে আমি একটা মিথ্যুক।'

'তোমার সঙ্গে গিয়ে আমরা যদি ওকে বোঝাই তুমি সত্যি বলেছিলে, তাহলে?' জিজ্ঞেস করল জোলিন

'কোন লাভ হবে না। মাথা নাড়ল হতাশ মার্শাল। 'কথা দিয়ে বোঝানোর তুলনায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। গরুর পাল দেখলে তবে যদি বিশ্বাস করে সাকুরাটা। সাদা মানুষদের মিথ্যে আশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতা ওরা যথেষ্ট সহ্য করেছে। সাদামানুষদের ওরা আর বিশ্বাস করে না। এমনকি আমি যে অর্ধেক ইন্ডিয়ান, সেই আমাকে পর্যন্ত আর বিশ্বাস করছে না কেউ। ওদের ধারণা হয়েছে আমি সাদামানুষদের পক্ষের লোক!'

একটা চিন্তা মাথায় আসতেই মাইক বলল, 'ওরা কি গরুর পাল ফিরে পেতে আমাদের সাহায্য করবে?'

'সাদামানুষদের বিরুদ্ধে ওরা লড়াই করবে?' মাইকের চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল মেযার্ভ লোকটা সত্যি তাই চায়

কিনা। মাইক গম্ভীর দেখে বলল, 'এটাই তো এড়াতে চাই আমরা। আমরা চাই না ওরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিক। তোমার কথা মতো কাজ করলে আমাদের ডাকাত ঘোষণা করা হবে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সঙ্গে তখন আমাদেরও খুঁজবে আইন। জীবিত বা মৃত!'

'কিন্তু হলিঙ্গার আর ওর বদমাশ...'

'কোন কোর্ট বলেনি ওরা অপরাধী। বলেছে? যদি বলেও থাকে তারপরও কোন ইন্ডিয়ান যদি সাদামানুষ খুন করে, তাহলে সেই ইন্ডিয়ানের বাঁচার কোন আশা নেই। তারচেয়ে ইন্ডিয়ানদের জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা অনেক যুক্তিযুক্ত। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে সাদামানুষ খুন করে যাবে। আর ঠিক তাই করতে চলেছে পওনিরা।' একটু থামল মেযার্ভ, তারপর বলল, 'আমার সামনে মাত্র একটা পথই দেখতে পাচ্ছি। আর্মি ডাকতে হবে। যতই ঘৃণা করি না কেন আমি কাজটা করতে; এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'তাতে সময় লাগবে,' বলল মাইক।

'সে কি আর আমি জানি না! ফোর্ট স্মিথের কাছে আস্তানা গেড়েছে সবচেয়ে কাছের সৈন্যরা। ওদের লিউটেন্যান্ট রওনা হবার আগে অবশ্যই তার কমান্ডিং অফিসারের অনুমতি চাইবে। তাতে সময় লাগবে। সৈন্যদের তৈরি হতে সময় লাগবে আরও কয়েকদিন। কমান্ডিং অফিসার হয়তো ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগের আগে কোন নির্দেশ না-ও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে এক সপ্তাহের আগে এদিকে কোন সৈন্য রওনা হবে না।'

'ততক্ষণে...'

'হ্যাঁ, ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাবে। পওনিদের বিরুদ্ধে ফুল স্কেল লড়াই শুরু হবে তারপর। হাজার হাজার পওনি মারা যাবে। বড় বড় শহরের সেলুনে বসে সাংবাদিকরা মনগড়া

কাহিনী ফাঁদবে, সাদাদের আরও উত্তেজিত করে তুলবে। রাজনীতিবিদরা গরম গরম বক্তৃতা দেবে। এদিকে নির্বিচারে খুন করা হবে, নীরিহ ইন্ডিয়ানরাও বাদ যাবে না।'

ক্রীকের কাছে ঘোড়া সরিয়ে নিল মেযার্ভ, রওনা হবে। বলল, 'হোপউইলে যদি পৌঁছোতে পারো তো বাসিন্দাদের বলে দিয়ো ওরা যাতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।' পানি ছিটিয়ে ক্রীকের উত্তর তীরে উঠল মার্শাল, দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছোটাল। আবার সে ফিরে চলেছে সাকুরাটার পওনিদের কাছে।

'আগে আমরা গরুর পাল খুঁজে বের করব,' জোলিনকে বলল মাইক। 'রাউন্ড মাউন্টিনে যাব তারপর। পওনিদের ইন্ডিয়ান এজেন্ট আশা করি সাধ্য মতো চেষ্টা করবে যাতে গরুগুলো ফেরত পাওয়া যায়।'

বারো

আকাশে কাত হয়ে ঝুলছে চাঁদটা, মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি ঘোড়ায় বসে আছে মাইক আর জোলিন। ওদের সামনে একটা উপত্যকা, পশ্চিমদিকে সরু হয়ে গেছে। ওদিক দিয়েই ক্রীকটা পথ করে এগিয়েছে। পুবে উপত্যকা ক্রমশই চওড়া হয়েছে, এক সময় গিয়ে মিশেছে সুদূর দিগন্তে।

এলাকাটা দেখে নির্জন বলে মনে হচ্ছে। গাছের সারি আর নিচু টিলা পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে দূরে চলে গেছে ক্রীকটা। পুবে যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য গরু চরছে প্রেয়ারির তাজা ঘাসে।

ডানদিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে কয়েকটা আলো র‍্যাঞ্চ হাউসটার অস্তিত্ব জাহির করছে।

'গরুর জন্যে এলাকাটা চমৎকার,' মন্তব্য করল মাইক। ক্রীকের পার ধরে ওদের গরুগুলো এই উপত্যকায় নিয়ে আসা হয়েছে। ওরা এসেছে অনুসরণ করে। 'গরুচোরদের জন্যেও দারুণ জায়গা এখানে এনে গরু ছেড়ে দিলেই চলবে, একটু হয়তো ছড়িয়ে যাবে গরুর পাল, কিন্তু তারপরই ঘাসে মন দেবে। পুবদিক ছাড়া আর কোন দিকে কাউবয় রাখার কোন দরকার নেই। একটা বেড়া দিয়েও কাজ সেরে নেয়া যাবে।' আপনমনে বলে চলেছে মাইক, মনে মনে হাতড়াচ্ছে কি করা উচিত। 'দরকারের সময় বেড়া সরালেই হলিঙ্গারের চলবে। পশ্চিমে ওর ক্যানসাসের র‍্যাঞ্চ। গরু ওদিকে যতদূরে খুশি যাক, কোন অসুবিধে নেই।'

'ব্র্যান্ড নিয়ে সমস্যা হবে না?' জিজ্ঞেস করল জোলিন।

'সমস্যার সমাধান বের করে ফেলেছে হলিঙ্গার। এমনই ব্যবস্থা করেছে যে কষ্ট করে আর ব্র্যান্ড বদল করতে হয় না।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে জোলিন, জিজ্ঞেস করল না এসব মাইক জানল কি করে। মাইক নিজেই বলল, 'আমাকে বলেছে এক জে-হকার। আগে আমার সঙ্গে কাজ করেছে লোকটা। নাম রিচি। অস্ত্রের জোরে বেঁচে থাকতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেতে হয়েছে ওকে।'

'তুমি তো খারাপ হয়ে যাওনি।'

'একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে আমি সামলে নিয়েছিলাম, টেক্সাসে ফিরে গিয়ে র‍্যাঞ্চের কাজে মন দিয়েছিলাম।' বোজাকের কথা মনে পড়ল ওর। ওরই মতো নিজেকে বদলে নিয়ে সৎ পথে উপার্জন করতে চেয়েছিল বোজাক। দুর্ধর্ষ পিস্তলবাজ বোজাকের শেষ পরিণতি ওর চোখের সামনে ভাসল। অজান্তেই দাঁতে দাঁত চাপল মাইক, মনে মনে বলল, 'বন্ধু, আমি শোধ নেব, তুমি দেখো, আমি শোধ নেব, যদি বেঁচে থাকি।'

গরুর ওপর চোখ ফিরিয়ে আনল মাইক, জোলিন তাকাতেই বলল, 'শুধু তোমার গরু নয়, আরও অনেক বাড়তি গরু আছে এখানে। ঢাল ধরে একটা চক্কর মেরে আসব আমি, ব্র্যান্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার। হয়তো আমার গরুগুলোর দেখা পেয়ে যেতে পারি।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'এবার তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে। রেঞ্জে আমার কোন উপকার হবে না তুমি সঙ্গে থাকলে। বরং এখানে থাকলে বিপদ হলে হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

'অসুবিধে কি সঙ্গে গেলে?'

'এই আলোয় একা আমাকে যদি ওরা দেখেও, নিজেদের লোক ভাবার সম্ভাবনা বেশি। অন্তত ওদের লোক নই তা নিশ্চিত হতে সময় লাগবে। পালানোর সুযোগ পাব আমি। যত দক্ষ ঘোড়সওয়ারই হও, মেয়েদের স্যাডলে বসার ভঙ্গির ভেতর কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে। সহজেই টের পেয়ে যাবে ওরা যে আমার সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। প্রথমেই ওরা সন্দেহ করে বসলে পালানোর সুযোগটা পাব না আমি।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছসত্ত্বেও বলল জোলিন, 'আমি এখানেই অপেক্ষা করব।'

'গাছের আড়ালে থাকবে, বলল মাইক। 'কোন আওয়াজ করবে না। চোখ-কান খোলা রাখবে। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব আমি। যদি বোঝো তাড়াহুড়ো করে ফিরছি, তাহলে অপেক্ষা করবে না, ক্রীক পেরিয়ে সোজা রওনা হয়ে যাবে উত্তরে। আমি পরে তোমাকে খুঁজে বের করে নেব। ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার!'

চট করে স্যাডলে কাত হলো মাইক, ওর ঠোঁট ছুঁয়ে দিল জোলিনের গাল।

'মাইক,' ফিসফিস করল জোলিন, 'সাবধান, হ্যাঁ? প্লীজ?'

'আমি ফিরে আসব, জোলিন।' স্ট্যালিয়নটাকে সামনে বাড়াল

মাইক বুকটা ভরে উঠেছে প্রশান্তিতে। সব হারিয়েও যে সম্পদ আজ ও খুঁজে পেয়েছে তা সত্যি অমূল্য।

*

ছায়া আর গাছের আড়াল নিয়ে উত্তরের ঢাল ধরে এগোল মাইক। উপত্যকা চওড়া হতেই লুকিয়ে এগোনো কষ্টকর হয়ে গেল। রাতের বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়েছে বেশিরভাগ গরু। সামান্য কয়েকটা এখনও উত্তেজিত, এদিক ওদিক ঘুরছে।

নিচু জমি ধরে এগিয়ে উপত্যকার মাঝ বরাবর চলে এলো মাইক। সবচেয়ে কাছের গরুগুলো ওর পঞ্চাশ ফুট দূরে। কোন পাহারা যদি থাকে তো ওকে দেখতে পাবে গার্ড। নেই, ধরে নিয়েছে মাইক। ঘোড়া হাঁটিয়ে সামনে বাড়ল। ওকে আসতে দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে সরে গেল একটা ষাঁড়। ওটার দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়ল দলের সবকয়টা গরু, তৈরি হয়ে আছে দৌড় দেয়ার জন্যে।

পাশ কাটানোর সময় গরুগুলোর কানের চিহ্ন দেখল ও। টেক্সাসের ব্র্যান্ড। কালাহানের গরুর পাল। যা জানা দরকার ছিল জানা হয়ে গেছে, এবার ঢালের দিকে চলল মাইক। ঢালের শেষদিকটা টিলার মতো খাড়া, অসংখ্য নুড়ি পাথরে ভর্তি। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ঢাল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরছে পাথর। জায়গাটা পার হতেই আবার সমতল হয়ে গেল উপত্যকা। গরুগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ব্র্যান্ড দেখতে দেখতে এগোল মাইক। চাঁদটা আকাশের প্রান্তে ঝুলে আছে। আবছা আলোয় ওকে কেউ চিনে ফেলবে সে-ভয় নেই।

যতগুলো গরু এপর্যন্ত দেখেছে ও, তার সব কয়টাই টেক্সাসে ব্র্যান্ডিং করা। সবগুলো গরু লস্ট ক্রীকের। ওর গরু আর কালাহানের গরু মিলেমিশে আছে চোরাই গরুর এই স্বর্গরাজ্যে। ওরগুলো আছে উপত্যকার মাঝখানে। কালাহানের গরু ঢোকানোর সময় ওগুলোকে মাঝখানে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে

'কে! আর্লি না?' হঠাৎ করে চমকে গেল মাইক প্রশ্নটা শুনে।

অস্ত্র বের করার ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল মাইক। হাঁটার গতিতে চলেছে ওর ঘোড়াটা। একটু দূরে তিনটা ওক গাছ, সেদিকে তাকাল চট করে, প্রয়োজনে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওগুলোকে।

না, যাবে না। একটা গাছের নিচে ঘোড়ায় বসে আছে লোকটা। আঁধারে আরও কালো একটা আকৃতি। নাক দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল ও, কোনাকুনি এগোচ্ছে গাছগুলোর দিকে। ভাব দেখে মনে হলো পালা বদলের প্রহরী সে, গড়িমসি করে কর্তব্য পালন করতে এগোচ্ছে।

'গরুগুলোর গায়ের কাছে গিয়ে কি দেখছিলে?' জিজ্ঞেস করল প্রহরী। ঘোড়াটাকে সামনে বাড়াল। 'ঘড়ি নেই। আমার পালা শেষ?'

আবার নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে শব্দ করল মাইক, ঘোড়া থেকে নেমে কুঁজো হয়ে ওটার সামনের খুরের দিকে তাকাল। ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে না গার্ড। পাশে চলে এসেছে লোকটা, ঝুঁকে এলো মাইকের দিকে।

'কে তুমি! তোমাকে তো আগে দেখেছি বলে...'

টাশ্!

রাইফেলের গুলির আওয়াজ। উপত্যকার পশ্চিমে। কথা থামিয়ে কান পাতল লোকটা। 'ব্যাপার কি?'

গার্ডের কোমরের বেল্ট ধরে গায়ের জোরে নিচের দিকে টান দিল মাইক। লোকটাকে ঘোড়া থেকে ছেঁচড়ে নামাচ্ছে। আরেক হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান। মাপা হাতে ওটা নামিয়ে আনল লোকটার নারকেলের মতো মাথায়। ঠকাশ করে আওয়াজ হলো, হায় হায় করে উঠল লোকটা, তারপর পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে। ভয় পেয়ে ছুট দিল তার ঘোড়া। কয়েকটা গরু পাশ কাটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। খটাখট আওয়াজ করছে ওটার খুর। তাড়াহুড়ো

করে ঘোড়ায় চেপে ওটাকে ধরতে ছুটল মাইক। খালি ঘোড়া র‍্যাঞ্চ হাউসের ধারেকাছে গেলে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

টাশ টাশ করে পরপর কয়েকবার গর্জে উঠল একটা পিস্তল। আওয়াজটা ক্রীকের দিক থেকে আসছে! হয় জোলিন কোন বিপদে পড়েছে, অথবা সতর্ক করছে ওকে কোন কারণে।

উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে। কোন কিছু তোয়াক্কা করার মতো মানসিক অবস্থা নেই মাইকের, স্ট্যালিয়নটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ক্রীকের দিকে ছুটল। 'জোলিন!' ডাকল গলা ছেড়ে।

জবাব দিল না জোলিন। জোলিনকে ও বলেছিল ওর জন্যে অপেক্ষা না করে উত্তরে রওনা হয়ে যেতে। গুলির আওয়াজ…

'অ্যাই টেক্সান, দাঁড়াও!' ধমকের সুরে বলল একজন।

ঝটকা দিয়ে অস্ত্রটা বের করে ফেলল মাইক, স্যাডলে কুঁজো হয়ে গেল। লোকটাকে খুঁজছে ওর চোখ, দেখতে পেলেই গুলি করবে।

আবার গর্জন ছাড়ল আগ্নেয়াস্ত্র। এবার একটা সিক্সগান। এতই কাছে যে মাযল ফ্ল্যাশের আলোয় পেছনের লোকটাকে আবছা ভাবে দেখতে পেল। তলা থেকে ঘোড়াটা সরে যাচ্ছে! গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আগেই স্টিরাপ থেকে পা বের করে নিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে মাইক, নইলে পা ভেঙে যেত।

'ধরো ওকে!' বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

'তাড়াতাড়ি!' তাগাদা দিল আরেকজন।

ক'জন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তা বুঝতে পারল না মাইক, শুধু বুঝল চাপা পড়ে গেছে ও সম্পূর্ণ। পাশ থেকে লাথি মারা হচ্ছে ওকে। ঘুসি আসছে ওপর থেকে। একজন সিক্সগানের নল দিয়ে বাড়ি মারল মাথায়। চোখের পলকে অন্ধকার হয়ে গেল মাইকের দুনিয়া।

*

'অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হলেও তোমাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো,' বলল হলিঙ্গার। লোকটার চেহারা থেকে দম্ভ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

হাতের হুইস্কির গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করল মাইক। গ্লাস টেবিলে রেখে বাঁকা হাসল। 'জে-হকারদের বিচার? একটা বিচারের পরিণতি আমি দেখেছি। আমার ফোরম্যান হুয়ান বোজাককে খুন করেছিলে তোমরা।'

'হ্যাঁ, ওর প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল। তোমারটাও বুঝে পাবে তুমি। আমাদের এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।'

হাতের উল্টো পিঠে মুখের পানি মুছল মাইক। জ্ঞান ফেরানোর জন্যে ওর মাথায় এক জগ পানি ঢালা হয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে, তারপর ধরে নিয়ে আসা হয়েছে হলিঙ্গারের সামনে। এখন পর্যন্ত কোন খারাপ ব্যবহার করেনি জে-হকারদের নেতা, শুধু ভদ্র ভাষায় হুমকি দিয়ে চলেছে। তবে বুঝতে পারছে মাইক, বিপদ আসছে। হলিঙ্গারের মেজাজ মর্জি সম্ভবত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। অধীনস্থদের সঙ্গে এপর্যন্ত তার আচরণে তাই মনে হয়েছে ওর।

ব্যথায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাইকের মাথা। টেবিলের মাথায় তাকাল ও। ওখানে বসে আছে জোলিন। কথা বলছে আর পায়চারি করে চলেছে হলিঙ্গার। বার বার তার চোখ আটকে যাচ্ছে জোলিনের বুকে। দেয়ালের পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেলি এবং কয়েকজন অনুচর। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না র‍্যাঞ্চার। জানালার দিকে তাকাল মাইক। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে দুটো লণ্ঠন।

'কি করবে আগেই তো ঠিক করে রেখেছ,' বলল মাইক, 'বিচারের আবার দরকার কী!'

পায়চারি না থামিয়েই তাকাল হলিঙ্গার মাইকের চোখে।

'কারণ আমিই এখানে আইন। কারণ এটা আমার আদেশ যে শত্রুপক্ষের জীবিত কেউ ধরা পড়লে তাকে বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে। কারণ, এই নিয়ম পালনের ফলে আমার জে-হকাররা নিয়ম মেনে চলতে শেখে। আমি আইনের শাসন নিশ্চিত না করলে ওরা জানোয়ার হয়ে যেত।'

'ওরা এমনিতেই জানোয়ার,' বলল মাইক। হুয়ান বোজাকের মৃতদেহের কথা মনে পড়ল ওর। 'ক্যানসাসের সর্বনাশ করে দিচ্ছ তুমি একদল শয়তানের বাচ্চা পুষে।'

পায়চারি করছে হলিঙ্গার, দু'হাত পেছনে মোড়া। মাথা নাড়ল। 'ভুল ভাবছ তুমি। ক্যানসাস বড় এলাকা। বড় মানুষদের এলাকা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তিশালী মানুষদের এলাকা। অলস জঙলী আর দু'পয়সা দামের সেটলারদের সরে যেতে হবে এখান থেকে। ক্যানসাসকে নষ্ট করছে আসলে ওরা বড় র‍্যাঞ্চাররা নয়। তোমাদের টেক্সাস থেকে ইন্ডিয়ানদের অনেক আগেই বের করে দেয়া হয়েছে। এবার ক্যানসাসেও আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করব।'

'সেসব আমাদের বাবা-দাদাদের আমলের কথা,' প্রতিবাদের সুরে বলল মাইক। ওতে আমাদের হাত ছিল না। সেকারণে যে তুমি টেক্সানদের গরু চুরি করছ তা তো নয়।'

'চুরি?' দাঁড়িয়ে পড়ল হলিঙ্গার, মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'বলো যা আমার প্রাপ্য তা বুঝে নিচ্ছি। জে-হকারদের সংগঠিত রাখতে হচ্ছে আমাকে। সেজন্যে খরচ আছে। খরচ আসবে কোথা থেকে? নিজের পকেট থেকে দেব? যা করা দরকার তা-ই করছি।' আবার পায়চারি শুরু করল। 'ক্যানসাসকে আমি র‍্যাঞ্চারদের স্বর্গরাজ্য বানাব।' আঙুল তুলে মাইকের উদ্দেশে নাড়ল। 'দোষ যা করার তুমি করেছ। বিনা অনুমতিতে আমার জমির ওপর দিয়ে এসেছ। তা-ও কিজন্যে? না, তুমি ইন্ডিয়ানদের গরু পৌঁছে দেবে! এটা আমার কাছে জে-হকারদের খুন করার

চেয়েও খারাপ অপরাধ।'

নড়েচড়ে বসল মাইক। 'কাউকে খুন করিনি আমি।'

'করেছ। আমার জে-হকারদের প্রথম দলটাকে তোমরা খুন করেছ।'

'সেটা আত্মরক্ষার্থে।'

'সেজন্যে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তোমাকে।'

'কখন?'

'আজকেই। শুভ কাজে দেরি করি না আমরা।'

'আর মিস কালাহানের কি হবে। তার তো কোন দোষ নেই।'

'সে সাক্ষি হবে।'

'মাঝখান থেকে কথা বলার জন্যে ক্ষমা চাইছি, মিস্টার হলিঙ্গার,' বলে উঠল কেলি। 'মেয়েলোকটার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। ওকে যখন ধরতে গেলাম, আরেকটু হলে গুলি করে মেরে ফেলেছিল সে আমাকে।'

'বেশ,' গুরুগম্ভীর স্বরে বলল হলিঙ্গার, 'আমি জেনে রাখলাম। এখন ওকে দক্ষিণের ঘরে আটকে রাখো। দেখো, যাতে নাস্তা পায়। আর···একটা কথা; মেয়েটার গায়ে যাতে ফুলের টোকাও না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখবে। কথাটা সব হকে জানিয়ে দাও। মাইক বোল্ডারকেও নিয়ে যাও। ওকে রাখবে খাবারের গুদামে। বিকেলে আমি বিচারে বসব।

*

সেই একই ঘরে বিকালে শুরু হলো বিচারের নামে প্রহসন। ঘরের জানালাগুলো খোলা। সেগুলোয় দাঁড়িয়ে বিচার দেখবে জে-হকাররা। আগেই জানা আছে বিচার কি কচু হবে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা হলো, যেন সত্যিই এটা একটা কোর্ট।

জাজ এবং উকিল—দুটো দায়িত্বই হলিঙ্গার নিজে পালন করছে। কোন জুরি নেই। অভিযুক্তদের পক্ষে কোন উকিলেরও বালাই নেই। পরপর কয়েকজন এসে তাদের অভিযোগ জানিয়ে

বিদায় নিল। ধরেই নেয়া হয়েছে অভিযোগ প্রমাণিত, কাজেই প্রতিবাদ করতে দেয়ার সুযোগ দেয়া অর্থহীন। মাইককে নিজের পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে বলা হলো না।

ঘন লোমওয়ালা এক লোক জানাল তার উপদলের একটা ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করার আছে মাইকের প্রতি। সাউথ ফর্কের কাছে মাইক আর তার সেগুয়েন্ডো মিলে তার দলের কয়েকজনকে হত্যা করে। চারজন মারা যায় 'নৃশংস' হামলায়। তাদের মধ্যে উপ-উপদলের নেতাও ছিল। 'মেক্সিকানটাকে আমরা শেষ করেছি,' জ্বলন্ত চোখে সে মাইককে দেখল। 'এবার এই শালার পালা। আমি বলি কি একে ঝুলিয়ে দিতে দেরি করা ঠিক হবে না।'

তাকে সমর্থন করে গুঞ্জন উঠল জে-হকারদের ভিড়ে। টেবিলে কাঠের হাতুড়ি পিটিয়ে সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করল হলিঙ্গার। 'মনে রাখতে হবে এটা বিচারালয়। যা করার আইনের মাধ্যমে করতে হবে।' কথাগুলো হলিঙ্গার এতই গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলছে যে পরিস্থিতি জানা না থাকলে কেউ বুঝতে পারত না আসলে কি ঘটছে। হলিঙ্গার কথা বলা শুরু করতেই চুপ হয়ে গেছে জে-হকাররা। বুনো লোকগুলোর ওপর হলিঙ্গারের নিয়ন্ত্রণ দেখে বিস্মিত হলো মাইক।

'অপরাধীদের নিজের পক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেয়া হবে। কারও প্রতি এই কোর্ট কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না।'

একের পর এক জে-হকার এসে একই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এক সময় ব্যাপারটা জোলিনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। হলিঙ্গার তাকে হাতের ইশারায় বসতে বলল। শুনল না জোলিন, প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'বিচার হচ্ছে এখানে? একদল চোর ভাল মানুষদের বিচার করে কিভাবে!'

'কাকে তুমি চোর বলছ!' গুরুগম্ভীর স্বরে জানতে চাইল

হলিঙ্গার।

'তোমাকে। তোমার লোকদের। তোমরা বিচারক নও। তোমরা সাক্ষি নও। তোমরা একদল অপরাধী। একদল চোর!'

আস্তে আস্তে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল হলিঙ্গারের। হাত কাঁপছে থরথর করে। নিষ্পলক তাকাল সে জোলিনের চোখে। একটু পর তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল। ফ্যাসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি চোর বলেছ, ম্যাম?'

'হ্যাঁ। তুমি আমার কাছে মড়াখেকো শকুনের চেয়েও ঘৃণ্য।'

চট করে জে-হকারদের দিকে তাকাল হলিঙ্গার।

দম আটকে ফেলল মাইক। জোলিন বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। হলিঙ্গারের মতো লোক নিজের লোকদের সামনে এই অপমান সহ্য করবে না। এর শোধ হলিঙ্গার অবশ্যই নেবে। তার চেহারাই মনের ভাব বলে দিচ্ছে। একা থাকলে হয়তো জোলিনকে পিটিয়ে মেরে ফেলত লোকটা।

অত্যন্ত দ্রুত নিজেকে সামলে নিল হলিঙ্গার। টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলল, 'মাননীয় কোর্ট অবমাননার দায়ে তোমাকে আমি অভিযুক্ত করছি।' হাতের ইশারায় কেলিকে ডাকল সে। জোলিনকে দেখিয়ে বলল, 'ওর মুখ বেঁধে রাখো।'

নির্দেশ পালিত হলো।

পরের সাক্ষি বলল হুইটারের মৃত্যুর জন্যে মাইক দায়ী।

'আর রিচির কি হলো?' জানতে চাইল হলিঙ্গার।

'তাকে মেরে ফেলা হয়েছে,' বলল লোকটা। 'তাকে মাতাল অবস্থায় একটা ঝোপের মধ্যে পাই আমরা। ওখানেই খতম করে দেয়া হয়েছে। রিচিই মাইক বোল্ডারকে দলের সঙ্গে ভিড়িয়েছিল, কাজেই মৃত্যু প্রাপ্য ছিল তার।'

বক্তব্য শেষ করে লোকটা চলে যাওয়ার পর টেবিলে হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে হলিঙ্গার বলল, 'সমস্ত সাক্ষ্য আমাদের শোনা হয়েছে। এবার কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে কি শাস্তি দেয়া যায়।'

টানটান উত্তেজনাময় নিরবতা নামল চারধারে। জানালায় দাঁড়ানো জে-হকাররা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

টেবিলে রাখা একটা লেযার খুলল হলিঙ্গার, খস খস করে কি যেন লিখল। মুখ তুলে বলল, 'অপরাধ প্রমাণিত। খুনের দায়ে শাস্তি দেয়া হবে মাইক বোল্ডারকে।'

হৈ-হৈ করে উঠল জে-হকাররা। তাদের জন্যে মাইকের মৃত্যু দৈনন্দিন ম্যাড়মেড়ে জীবনে একটা ব্যতিক্রমী চিত্তাকর্ষক ঘটনা। একেকজন একেক ভাবে শাস্তি হোক তা চাইছে। জানালা দিয়ে গলা ঢুকিয়ে চেঁচাচ্ছে তারা।

'ফাঁসি!'

'চাবুক দিয়ে পিটিয়ে...'

'আগুনে ফেলুন ওকে!'

'ইন্ডিয়ানদের মতো! ইন্ডিয়ানদের মতো! চামড়া ছুলে নিয়ে লবণ মাখিয়ে রোদে বেঁধে রাখলে হয়।'

মাইকের মনে হলো হলিঙ্গারের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়েছে, এখনই ওর ওপর হামলে পড়বে জে-হকাররা। দৌড়ে মাইকের কাছে আসতে চাইল জোলিন। ওকে মাঝপথে ধরে ফেলল কেলি, বুকের সঙ্গে পিষল। আরেক দফা হৈ-হৈ করে উঠল জে-হকাররা। 'ও আমার!' বলে উঠল কেলি। হলিঙ্গারের দিকে তাকাল সম্মতির আশায়।

ঠিক ওই সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় ঘরে ঢুকে পড়ল ফিন স্টার। দরজার কাছ থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে এগোল, 'না, ও আমার! ঈশ্বরের শপথ, ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। আমার লোকদের জিজ্ঞেস করো। সেই প্রথম থেকে ওকে আমি দেখে দেখে রেখেছি।'

'কিন্তু আমি ধরেছি ওকে!' কেলিও খেপে উঠেছে। দরকার হলে সে অস্ত্র বের করতেও রাজি।

একটু আগে সাক্ষ্য দিয়ে যাওয়া সেই লোমওয়ালা উপদল

নেতা ঘরে ঢুকে বেল্ট থেকে মস্ত একটা ছুরি বের করল, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্রতিযোগিতা যদি হয় তো আমিও আছি। আমারও মালটা পছন্দ।' জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। কুঁতকুঁতে চোখে লোভ নিয়ে জোলিনকে দেখছে।

জোলিনের দিকে একবার তাকাল মাইক, পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিল। অপমানে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জোলিনের মুখ। কিছুই আর করার নেই ওর। হলিঙ্গারকে খালি হাতে আক্রমণ করতে পারে ও, কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই মাটিতে শুইয়ে ফেলবে ওকে হলিঙ্গারের খাস চ্যালারা।

টেবিলে হাতুড়ি ঠুকল হলিঙ্গার। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরবতা নামল ঘরে। সবাই উন্মুখ হয়ে উঠেছে বিচারের রায় শোনার জন্যে।

হলুদ চুলে আঙুল চালাল হলিঙ্গার। 'মেয়েটাকে নিয়ে আমি চিন্তা করে দেখলাম এতক্ষণ। এই কেসে সে-ও জড়িত। আমাকে সে অপমান করেছে। আমার কোর্টে মূল্যবান সাক্ষিদের অবমাননা করেছে। তবুও কোর্ট তাকে ক্ষমা করবে। তার দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হবে যেকোন একজনকে।'

'চুপ!' কেলি, লোমওয়ালা আর স্টার মুখ খুলতে একযোগে হাঁ করেছিল, তাদের ধমকে থামিয়ে দিল হলিঙ্গার। 'এবার আমি বিচারের রায় ঘোষণা করছি।...বোল্ডারকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।'

চিৎকার করে রায় সমর্থন করল জে-হকাররা। বুনো আনন্দে চোখ চকচক করছে তাদের। সবার উচ্ছ্বাস একটু কমে আসতে আবার বলল হলিঙ্গার, 'মাইক বোল্ডার লড়াকু মানুষ। তাকে আমি লড়াই করার সুযোগ দেব ঠিক করেছি। খালি হাতে লড়াই হবে। একজন একজন করে আমার লোকরা লড়বে তার সঙ্গে। যতক্ষণ মাইক বোল্ডারের মৃত্যু না হয় ততক্ষণ এভাবেই লড়তে হবে তাকে।'

'আর মেয়েটা, বস্?' জিজ্ঞেস করল কেলি। 'তার কি হবে?'

'এ মহান কোর্ট তাকে ক্ষমা করেছে। জোলিন কালাহানের বিরুদ্ধে কোর্টের আর কোন অভিযোগ নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, তাকে চলে যেতে দেয়া চলবে না। এমনিতেই সে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। মাইক বোল্ডারের সঙ্গে লড়াইতে যে জিতবে, অর্থাৎ মাইক বোল্ডার যার হাতে মারা যাবে, সে-ই পাবে মেয়েটাকে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইক চেয়ার ছেড়ে, জে-হকাররা হৈ-হৈ করছে সেদিকে খেয়াল নেই, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল ও হলিঙ্গারের ওপর। কিন্তু আট-দশজন জে-হকার চেপে ধরল ওকে মাটির সঙ্গে। ঝটকা মারল মাইক, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এতজনের চাপে একটা আঙুলও নড়াতে পারল না।

তেরো

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে জে-হকাররা। বেশির ভাগই হতাশ। একটু আগে টস হয়ে গেছে। নম্বর লিখে একটা হ্যাটের ভেতর ছোট ছোট কাগজের টুকরো রাখা হয়েছিল, যে যার কাগজ তুলে নিয়েছে। প্রথম পাঁচজন বেশ আনন্দিত। প্রত্যেকেই ভাবছে মাইক বোল্ডারকে শেষ করে জোলিন কালাহানকে দখল করতে পারবে।

সবাই যাতে সুযোগ পায় সেজন্যে প্রতিটা লড়াই পনেরো মিনিট স্থায়ী হবে ঠিক করা হয়েছে। ফ্রী স্টাইলে চলবে লড়াই। খালিহাতে। হাত-পা যা খুশি ব্যবহার করতে পারবে দুই প্রতিপক্ষ। ইচ্ছে করলে বুট দিয়ে লাথি মারতে পারবে, চোখ

গেলে দিতে পারবে, মেরে ফেলতে পারবে গলা চিপে। নিয়মাবলী জানানোর পর জে-হকারদের বেশ কয়েকজন লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল।

কেলির দলের এক তরুণ প্রথম সুযোগ পেল। শার্ট খুলে তার মুখোমুখি হলো মাইক। সোনার ঘড়ির দিকে তাকাল হলিঙ্গার, তারপর হাঁক ছাড়ল, 'শুরু করো।'

ছোকরা দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে বিশাল। প্রচণ্ড শক্তি রাখে দেহে। আত্মবিশ্বাসও আছে। সে চাইল প্রথম চোটেই মাইককে শেষ করে দিতে। ষাঁড়ের মতো তেড়ে এলো সে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। মুখের সামনে গার্ড নিয়ে তাকে ঠেকাল মাইক। পিছু হটল। সরে গিয়ে পাশ কাটাতে দিল প্রতিপক্ষকে। চাইছে তরুণের দম ফুরাক।

কিছুদূর গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জে-হকার। দ্বিতীয়বার তেড়ে এলো। শেষ মুহূর্তে এবারও সরে গেল মাইক, বাম হাতের একটা ঘুসি বসিয়ে দিল পাশ কাটানোর সময়।

রাগে গর্জন ছাড়ল ক্ষিপ্ত যুবক, মাথা নিচু করে তেড়ে এলো। আগের মতোই শেষ মুহূর্তে ডজ দিয়ে সরে গেল মাইক। পাশ কাটানোর সময় প্রতিপক্ষের মুখে সুইপ করল। গতি কমানোর আগেই রিং করে দাঁড়ানো কয়েকজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল যুবক। ধাক্কা দিয়ে তাকে রিঙের ভেতর ফেরত পাঠানো হলো।

প্রতিযোগীরা মনোযোগ দিয়ে লড়াই দেখছে, মাইকের কৌশল বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। বাকিরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। একজন বলে উঠল, 'এটাকে লড়াই বলে? বোল্ডার সময় নষ্ট করছে!'

'বোল্ডার শক্তি জমিয়ে রাখছে,' মন্তব্য করল কেলি। 'হয়তো আমার সময় পর্যন্ত টিকবে ও।'

'হোর্ড এখনও ওকে মারতে শুরু করেনি,' বলল যুবকের এক সঙ্গী।

হাত ঘুরানো একটা ঘুসি বসে পড়ে এড়িয়ে গেল মাইক, কিন্তু

পেটের ঘুসিটা এড়াতে পারল না। পর পর দুটো পাল্টা ঘুসি মারল ও যুবকের বুকে। ও চাইছে লড়াইটা পুরো পনেরো মিনিট স্থায়ী হোক। পরের লোকটার জন্যে শক্তি রাখছে দেহে। কিন্তু ও জানে, ওর শেষ পরিণতি মৃত্যু!

একের পর এক অপরিশ্রান্ত প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়ে জেতা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কেউ না কেউ ওকে শেষ করে দেবেই। বেশিক্ষণ টিকে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আসলে ওর। তবু মনের কোণে ক্ষীণ একটা আশা জাগছে, হয়তো এমন কিছু একটা হবে যে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে ও। হয়তো···হয়তো জোলিনকে নিয়ে পালাতে পারবে এই নরক থেকে। ওর ভাগ্যের সঙ্গে একই সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছে জোলিনের ভাগ্য। ওকে যে খুন করবে সে-ই পাবে জোলিনকে। মেয়েটাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করবে সেলোক। জোলিনের জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে। সভ্য সমাজে আর কোন দিন মুখ দেখাতে পারবে না মেয়েটা। ব্যবহার শেষে জোলিনকেও মেরে ফেলা হবে যাতে তথ্য ফাঁস না হয়। লড়াইয়ের ফাঁকে জোলিনের কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করে চলেছে মাইক, সেজন্যেই বাঁচার আশা এখনও ছাড়তে পারেনি।

বড় বেশি জোরে বুকে ঘুসি মেরেছে মাইক। থমকে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে যুবক, ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। শ্বাস নিতে পারছে না। লড়াইয়ের ইচ্ছে উধাও। আস্তে করে বসে পড়ল যুবক, তাকাল একবার মাইকের বুটজুতোর দিকে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে রিং ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দু'পাশে সরে তাকে বেরোবার পথ করে দিল জে-হকাররা।

'দুই নম্বর!' হাঁক ছাড়ল হলিঙ্গার। একটা চেয়ার আনিয়ে রিঙের কিনারায় আরাম করে বসে আছে সে। ভাবছে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু না হলে সে নিজেও একবার মাইকের বিরুদ্ধে নামত। জোলিন কালাহান সত্যি অপরূপা সুন্দরী।

দু'হাতে থুতু মেখে রিঙে ঢুকল দুই নম্বর, হাসছে সবকয়টা নোংরা হলুদ দাঁত কেলিয়ে। এ কুস্তিগির, মুষ্টিযোদ্ধা নয়। এর মতলব মাইককে চেপে ধরা। একবার মাটিতে ফেলতে পারলে কুস্তির কৌশলে মাইককে মেরে ফেলবে সে অনায়াসে। অন্তত তা-ই তার ধারণা।

গাট্টাগোঁট্টা লোক সে। গায়ে শার্ট নেই। বুক আর পাঁজর পেশি সমৃদ্ধ, রোমশ। হাত ভাঁজ করায় বাইসেপ দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। পায়ে মোকাসিন পরেছে ইন্ডিয়ানদের মতো। 'টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব!' হাসির ফাঁকে নিচু গলায় মাইককে হুমকি দিল সে। আস্তে আস্তে সামনে বাড়ছে, একটু কুঁজো হয়ে আছে। হাত দুটো মরণ-আলিঙ্গনের ইচ্ছেয় সামনে বাড়ানো।

কৌশল বদলাল মাইক, আগে বেড়ে আক্রমণ করে বসল। ডান কাঁধের পুরো জোর দিয়ে ঘুসি মারল কুস্তিগিরের তলপেটে, পরক্ষণেই বাম হাতে ঘুসি বসাল ঘাড়ে। একই সঙ্গে ডান পা ওপরে তুলে সবুট নামিয়ে আনল লোকটার মোকাসিন পরা পায়ের পাতায়। রাগে, ব্যথায় ঘড়ঘড় করে গর্জন ছাড়ল জে-হকার, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল মাইককে। চোয়ালে আপারকাট করল মাইক, পরবর্তী ঘুসিতে চোখ বুজিয়ে দিল প্রতিপক্ষের, ঝটকা দিয়ে হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো চট করে। গা গরম করার আগেই কুস্তিগিরকে দমিয়ে দিতে চাইছে মাইক। ওর কাজে ও বেশ সফল। একবার কুস্তিগিরের হাতের আওতায় ধরা পড়লে চাপের চোটে ওর পাঁজরের হাড় ভেঙে যাবে।

এক চোখ বন্ধ, লেঙচে লেঙচে মাইকের দিকে এগোল কুস্তিগির, চোয়ালে চোয়াল পিষছে আর অসন্তুষ্ট গর্জন ছাড়ছে। রিঙের মাঝখানে চলে এলো সে। এবার ধীরেসুস্থে মাইককে কোণঠাসা করতে এগোল। বাউলি কেটে সরে গেল মাইক, সরে গিয়েই অন্য চোখটা লক্ষ্য করে ঘুসি মারল।

ঘুসিটা লক্ষ্যে লাগল না, কপালের এক পাশে লেগে পিছলে গেল মাইকের হাত। হাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে গোটা হাত ঝনঝন করে উঠল মাইকের, চোখে অন্ধকার দেখল মুহূর্তের জন্যে। টের পেল মোটা মোটা আঙুল ওর কোমর খামচে ধরছে। বাম হাতটা আটকে গেছে বুকের পাশে। বাঁদরের মতোই দ্রুতগতি জে-হকারের, এতক্ষণ মাইককে বাগে পাওয়ার আশায় মার খাচ্ছিল। এবার সে মাইককে হাতের নাগালে পেয়েছে!

'ধরেছি!' সন্তুষ্ট হয়ে চাপা স্বরে বলল জে-হকার।

পেছন দিকে শরীর এলিয়ে দিল মাইক, বুট দিয়ে জে-হকারের পায়ের পাতায় পরপর কয়েকবার আঘাত করল, কিন্তু আড়ষ্ট বাম হাত ছোটাতে পারল না। বুঝতে পারল আর সামান্য চাপ বাড়ালেই ওর বাহুর হাড় ভেঙে যাবে। শেষের শুরুটা ঘটছে, বুঝতে পারছে ও। এই সাদা দানব জোলিনকে দখল করে নেবে। ভাবনাটা মাথায় আসতেই হাঁটু তুলে কুস্তিগিরের তলপেটে গুঁতো মেরে বসল মাইক।

কোমর ছেড়ে ব্যথার চোটে কুঁজো হয়ে গেল কুস্তিগির, দু'চোখে অন্ধকার দেখছে।

কেউ প্রতিবাদ করে কোন মন্তব্য করল না। মাইক যা করছে তার চেয়ে অনেক বেশি নৃশংসতা করা হবে তার সঙ্গে, এটা সবাই জানে। খালি হাতে মার খেতে খেতে মরতে হবে মাইককে। এর কোন ব্যত্যয় নেই।

বরং কুস্তিগির বেমক্কা মার খাওয়ায় পরবর্তী প্রতিযোগীদের কয়েকজন সন্তুষ্ট হয়ে চিৎকার করে মাইককে উৎসাহ দিল।

লড়াই শেষ করল মাইক কুস্তিগিরের খোলা চোখটায় ঘুসি মেরে। টের পাচ্ছে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে বাম হাতে। এখনই এই লড়াই শেষ হয়ে গেলে বিপদে পড়ে যাবে ও। আগে হাতে সাড়া ফিরে পাওয়া দরকার। ধাক্কা দিয়ে কুস্তিগিরকে রিঙের ওপর ঠেলে ফেলল মাইক, ইচ্ছে করেই আক্রমণ করল না। হাঁপাচ্ছে

কুস্তিগির। টলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু দম নিয়ে নিচ্ছে। এখনও জোলিনকে পাবার আশা ছাড়েনি।

অন্ধকার নামছে চারপাশে। ডিমের কুসুমের মতো সূর্যটা দিগন্তের প্রান্তে মুখ লুকাচ্ছে। একবার চট করে হলিঙ্গারকে দেখল মাইক। রাত নামার পরও যদি ও দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে আজকের মতো লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে লোকটা। আর একটা দিন সময় পাওয়া যাবে। বেঁচে থাকতে পারবে ও। একদিন কম কী! অনেক কিছুই ঘটতে পারে এক দিনে।

'সময় শেষ!' উঁচু স্বরে ঘোষণা করল হলিঙ্গার।

'পনেরো মিনিট এখনও হয়নি,' প্রতিবাদ করল মাইক।

পাত্তা দিল না হলিঙ্গার। 'আমাদের ছেলেটাকে রিং থেকে বের করে দাও।...তিন নম্বর, রিঙে ঢোকো!'

প্রথম দর্শনে তিন নম্বরকে লড়াকু লোক বলে মনে হলো না। হালকা পাতলা দেহ তার, হাত দুটো খাটো। দু'পা স্যাডলে বসে থেকে থেকে বেঁকে গেছে। ঘাড় বলতে কিছুই নেই। চকচকে নেড়া মাথাটা একেবারেই গোল। একে মুষ্টিযোদ্ধা নয়, তারওপর এ কুস্তিগিরও নয়, তারপরও এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে রিঙে ঢুকেছে যে মাইক বুঝতে পারছে দু'চারটা গোপন কৌশল আছে এই লোকের থলেতে; দেখে যা মনে হচ্ছে সেই তুলনায় অনেক কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে লোকটা।

কাঁধ বরাবর দু'হাত তুলল সে, কনুই ভাঁজ হয়ে আছে। গোটা শরীর ঘুসি মারার জন্যে খালি!

ভিড়ের ভেতর নিরবতা নেমেছে, দেখছে মাইকের নতুন প্রতিপক্ষকে। যারা লোকটাকে চেনে তারা একে অপরকে গুঁতো দিয়ে হাসাহাসি করছে।

একটা ঘুসি ছুঁড়ল মাইক, বুঝতে চেষ্টা করছে লোকটার কৌশল। মাথা সরিয়ে নিল ওর প্রতিপক্ষ, তারপর সামনে বাড়ল।

লোকটা কাছে চলে আসতেই সূর্যের শেষ আলোয় মাথাটা দেখতে পেল মাইক। মাথা দাগে আর ক্ষতচিহ্নে ভরা।

চট করে মাইকের দু'হাত ধরে ফেলল নেড়া-মাথা, মাইককে কাছে টানল। মাথা পিছিয়ে নিয়ে ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়াল সে আবার মাইকের মুখ লক্ষ্য করে।

লড়াই শেষ করার জন্যে ওই একটা আঘাতই যথেষ্ট। জ্ঞান হারিয়ে বেঘোরে মারা পড়বে মাইক। সম্ভবত শ্বাস আটকে মারা হবে তাকে।

একেবারে শেষ সময়ে দাগ আর ক্ষতচিহ্ন দেখে সতর্ক হয়েছে মাইক। কোনমতে ডান হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখের সামনে গার্ড নিল। ঠাস করে আঘাত হানল মাথাটা। এতই জোরে যে সাবধান হওয়ার পরও মাথার বাড়িতে মাইকের নিজের হাত আছড়ে পড়ল ওরই মুখে।

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মাইক, পিছু হটল; নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। দীর্ঘ হাতের সুবিধেটা কাজে লাগাল মাইক, নেড়া-মাথার আওতার বাইরে থেকে কয়েকটা পাঞ্চ করল। সরে গেল না প্রতিপক্ষ, মাথা পেতে বরণ করে নিল সমস্ত আঘাত। অপেক্ষা করছে, কখন বেকায়দা ঘুসি মেরে নিজের আঙুল ভেঙে ফেলে মাইক। সাধে তার মাথায় এত ক্ষতচিহ্ন হয়নি! গোল মাথাটা ইঁটের দেয়ালের মতোই বেমালুম হজম করছে সমস্ত আঘাত।

একটু দূর থেকে চোয়ালে আপারকাট ঝাড়ল মাইক, খট করে লাগল লক্ষ্যে। টলে উঠল নেড়া-মাথা, কাছে আসছে মাথা বাগিয়ে। একবার মাথাটা তুলতেই দেখা গেল তার সারা মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। মাইকের ধাক্কা খেয়ে ভিড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঠেলা দিয়ে তাকে রিঙের ভেতর ফেরত পাঠানো হলো।

ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকাল হলিঙ্গার। 'সময় শেষ,' বলে

উঠল। ডাকল গলা ছেড়ে, 'নম্বর চার, জলদি ঢুকে পড়ো। বেশি সময় নেই হাতে।'

চতুর্থ লোকটা সুঠামদেহী। উচ্চতা আর ওজন মাইকের সমানই হবে। এতক্ষণ সে মাইকের কৌশল মনোযোগ দিয়ে দেখেছে। কুস্তিগিরের ভঙ্গি নিল সে। মাইক যেই কাছে এলো, অমনি শরীর ঝাড়া দিয়ে দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা বনে গেল। চট করে পাঞ্চ করল সে মাইকের বুকে। পরক্ষণেই ডান হাতি ঘুসি বসাল মাইকের চোয়ালে।

ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে রিঙের কিনারায় দাঁড়ানো জে-হকারদের গায়ে গিয়ে পড়ল মাইক। ঘাড় ধরে ওকে রিঙের ভেতর ফেরত পাঠানো হলো।

মাইক বুঝতে পারছে, এই লোকের সঙ্গে সময় নষ্ট করার অর্থ নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। এবার ওকে জানপ্রাণ দিয়ে লড়তে হবে। শক্তি বা দম জমিয়ে রাখার উপায় নেই কোন। লোকটা ক্ষিপ্র একটা বাঘের মতোই বিপজ্জনক। আগে বেড়ে আক্রমণ করছে, সময় দিচ্ছে না ভাবনা চিন্তার।

মাইকের বামহাতি একটা ঘুসি লাগল প্রতিপক্ষের ঘাড়ে। কেঁপে উঠল লোকটা। সরে গেল। ডানহাতি ঘুসি মিস করল মাইক। দু'জন দু'জনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একের পর এক জ্যাব আর হুক করছে। কিছুক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'জন দু'জনের মার খেল ওরা, তারপর দম নিতে পিছিয়ে গেল দু'জনই।

আবার সামনে বাড়ল ওরা। চোয়ালে একটা ঘুসি খেল মাইক। ওর মনে হলো বিস্ফোরিত হয়েছে চোয়াল।

পাগলের মতো হাত চালাল মাইক। মাথা ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করে ঘুসি মারল জে-হকারের পেটে। পরক্ষণেই লোকটাকে ডজ দিয়ে সরে গেল এক পাশে। লড়াইয়ের গতির দ্রুততা দম আর শক্তি দুটোই শেষ করে দিচ্ছে ওর। হাত দুটো ভারী ভারী লাগছে। পা নড়তে চাইছে না। কাজ করছে না মাথা।

কেমন ভোঁতা একটা অনুভূতি জড়িয়ে ধরছে ওকে চারপাশ থেকে। একটু বিশ্রাম দরকার, সামান্য সময়ের জন্যে হলেও।

জে-হকারও ক্লান্ত, আগের চেয়ে ঘুসির জোর কমেছে, কিন্তু এখনও তার পা যথেষ্ট সচল, অনুসরণ করে চলেছে মাইককে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে বুঝে আগেই অবস্থান নিচ্ছে। রিঙের এক ধারে মাইককে কোণঠাসা করল লোকটা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘুসি বিনিময় শুরু হয়ে গেল দু'জনের। গার্ড নিচ্ছে না কেউ আর। ঘুসির বদলে ঘুসি দিয়ে পরস্পরকে জবাব দিচ্ছে। টিকে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে দু'জনের ভেতর। এখন আর ব্যথা টের পাচ্ছে না মাইক, ঘুসি খেলে শুধু ঝাঁকিটা অনুভব করছে। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে সচল রেখেছে ওকে।

চোখের সামনে আঁধার লাগছে। ডুবে গেছে সূর্যটা। আঘাতগুলো আগের মতো জোরাল নয়। ঘুসিগুলোকে এখন ধাক্কা বলে মনে হচ্ছে মাইকের।

হঠাৎ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর সামনে দেখতে পেল না মাইক। মাটির দিকে চোখ পড়তে দেখল ওখানে পড়ে আছে ওর শত্রু। রিঙের কিনারায় যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল মাইক, পা বাড়াতেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে গেল ও মাটিতে। হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। মাথা ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল।

কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে ঢুকতে দাও! আমি পাঁচ নম্বর!'

লিস্টে যাদের নাম আছে তাদের তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদ এলো। ওরা সবাই দেখতে পাচ্ছে মাইক বোল্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। পাঁচ নম্বরের জন্যে ব্যাপারটা বড় বেশি সহজ হয়ে যায়। অন্যদের টেক্কা দিয়ে বিনা পরিশ্রমে সুন্দরী মেয়েটাকে সে পেয়ে যাবে এটা হতে দেয়া যায় না।

চিৎকার চেঁচামেচি মাত্রা ছাড়ানোর আগেই হস্তক্ষেপ করল আর্ল হলিঙ্গার। 'এখানে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, খেলা পাওনি কেউ।

পরিস্থিতি বিচার করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমান সুযোগ দেয়া হবে। রাত হয়ে গেছে, কাজেই মাইক বোল্ডারকে খাবারের গুদামে আটকে রাখো। কাল সকালে আবার লড়াই শুরু হবে।'

*

অন্ধকারে শুয়ে আছে মাইক বোল্ডার, পিঠের তলায় একটা গমের খালি ছালা। ঘুমাতে পারছে না। সারাশরীরে জমাট ব্যথা। বেশিক্ষণ যে একদিকে কাত হয়ে শোবে তারও কোন উপায় নেই। এপাশ ওপাশ করতে গেলেই খচ খচ করে ব্যথা লাগছে। দপদপ করছে মাথাটা। ওকে ভেতরে ভরে দিয়ে যাবার পর কেউ আসেনি। খাবার বা পানিও দেয়া হয়নি।

রাত অনেক হয়েছে। কেউ আসবে সে আশা করছে না মাইক। অর্ধঅচেতন অবস্থায় ওকে ফেলে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেছে ওরা। হলিঙ্গারের নির্দেশ পালন করেছে। বন্দির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, কাজেই তাকে কোন রকমের সুবিধে দেয়া অর্থহীন।

গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেক কষ্টে উঠে বসল মাইক, অন্ধকারে খুঁজে দেখল। পানি নেই গুদামে। এত বড় গুদাম, পুরোটা খুঁজে দেখা সম্ভব নয়। ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বস্তার মিছিল। কোথাও যদি কোন একটা বাকেটে সামান্য পানিও থাকত...

শক্ত একটা জিনিসে বাড়ি লাগায় অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাইক। বিড়বিড় করে গাল বকল। যেখানে পড়েছে সেখান থেকে আর উঠল না। অন্ধকারে বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে। সকালে ওকে যখন বের করে নিয়ে গেল ওরা তখন একবার চারপাশটা ভাল করে দেখেছে ও।

গুদামটা ছোট একটা বার্নের সমান। জানালা নেই কোন। ছাদটা অনেক উঁচুতে। শক্ত করে বানানো হয়েছে ঘর, যাতে ঝড়-বৃষ্টির অত্যাচার নির্বিঘ্নে সহ্য করতে পারে। ছাদ পর্যন্ত উঁচু হয়ে

আছে গম এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের বস্তার পাহাড়। ঘোড়াগুলোকে ভাল খাওয়া দেয় হলিঙ্গার এবং তার জে-হকাররা, যাতে প্রয়োজনের সময় ওগুলোর দম না ফুরায়। শত শত ঘোড়ার দীর্ঘদিনের খাবার জমা করা আছে এখানে। বড় বড় বস্তা, দু'সারিতে সাজানো। মাঝখানে দশ ফুট চওড়া একটা প্যাসেজ, দরজার দিকে গেছে।

হাতড়ে দেখল মাইক, ও হোঁচট খেয়েছে প্যাসেজে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দণ্ডে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুঝল, হলিঙ্গার শস্য যতই জড় করুক, বস্তাগুলো সাজিয়ে রাখার মতো দক্ষ এবং ইচ্ছুক লোক নেই তার। বাজে ভাবে তৈরি দেয়ালের মতো বস্তার একটা মিছিল হেলে পড়েছে প্যাসেজের দিকে। ওটা যাতে হুড়মুড় করে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে কাঠের টুকরোটা দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়েছে। অলসতার কারণে মিছিলটা আবার বস্তার ওপর বস্তা রেখে সাজানো হয়নি। আপাতত কাজ চলছে, কিন্তু যেকোন সময় দণ্ডটা ভেঙে যেতে পারে। কোন লোকের ঘাড়ে বস্তার পাহাড় ধসে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু।

একবার মাইক ভেবেছিল কাঠের টুকরোটা দিয়ে গুঁতো মেরে দরজা ভাঙার চেষ্টা করে দেখবে কিনা। হাত দিয়ে অবস্থা বোঝার পর বাদ দিয়েছে ওই পরিকল্পনা। দণ্ডটা সরালেই ওর গায়ের ওপর পড়বে তিন-চার টন বস্তাবন্দি শস্য। আস্তে করে দণ্ডটার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরল মাইক। বস্তা চাপা পড়ে মরার কোন মানে হয় না।

দরজার কাছে হালকা একটা আওয়াজ হলো। ধাতব আওয়াজ। কান পেতে শুনল মাইক, নড়ছে না এক চুলও। মনের মাঝে আশার দোলা টের পাচ্ছে। যদি জোলিন···

আবার হলো শব্দটা। ঘষা খাচ্ছে দুটো ধাতু। তালার ভেতর চাবি ঘুরছে। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো। প্যাড লকটা খুলে গেছে। খসখস আওয়াজ হচ্ছে। আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল।

বন্ধ হলো আবার। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। আগুন দেয়া হলো একটা লণ্ঠনে। আলোটা ছড়াতেই মাইকের সমস্ত আশার প্রদীপ নিভে গেল।

গুদামে ঢুকেছে রোমশ সেই উপদল নেতা। আস্তে আস্তে ওর দিকে আসছে। হাতে একটা থলে।

লোকটার কোমরে কোন অস্ত্র নেই।

'না, অস্ত্র নিয়ে আসিনি আমি,' মাইকের মনের কথা যেন পড়ছে লোকটা। 'অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে সে উপায় নেই। আমরা চাই না কোন আওয়াজ হোক। চাই, তুমি কি বলো?' ডান হাত তুলে মুঠোটা দেখাল সে। হাতের গিঁটের ওপর একটা নাক্‌ল্ ডাস্টার পরেছে। একটা ঘুসি মারলে ভর্তা হয়ে যাবে সেজায়গার মাংস আর হাড্ডি।

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না?' তিক্ত স্বরে বলল মাইক। 'আমার যা অবস্থা তাতে ওটা তোমার ব্যবহার করার দরকার পড়বে না।'

মাথা নাড়ল রোমশ দস্যু। 'এটা পরেছি তুমি যাতে বাড়াবাড়ি না করো।' হাতের থলেটা বাড়িয়ে দিল। 'নাও। খাবার আর পানি আছে। হুইস্কির একটা বোতলও পাবে। খেতে থাকো। তোমার জন্যে আমি লিনিমেন্ট নিয়ে এসেছি। তুমি খাবে আর আমি মালিশ করে দেব তোমার শরীর। শরীর একটু জ্বলবে, কিন্তু আড়ষ্টতা কেটে যাবে মাংসপেশির।'

প্রচণ্ড খিদের কারণে কথা বাড়াল না মাইক। থলে থেকে মাংস আর রুটি বেরুলো। পিঠ সোজা করে বসল ও, খাবারে মন দিল। ওর হাত-পা মালিশ করতে শুরু করল জে-হকার।

কাজ শুরু করে বলল, 'কালকে সকালে যার সঙ্গে তোমার লড়াই হবে তার সম্বন্ধে বলব এখন। মনে রেখো এটাই তোমার বাঁচার একমাত্র উপায়। পাঁচ নম্বর সহজ লোক না। সমস্ত দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে তোমাকে।

'কি লিনিমেন্ট জ্বলছে, তাই না?' হাসল জে-হকার। 'প্রথম প্রথম একটু জ্বলবে, বলেছিলাম না?...হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর। ওর কথা বলছিলাম। সাবধান, ও হচ্ছে লাথি মারার ওস্তাদ। জায়গায় দাঁড়িয়ে লাথি মেরে সামনের লোকটার মুখ থেঁতলে দিতে দেখেছি আমি ওকে। এক চিনেম্যানের কাছ থেকে নাকি কৌশলটা শিখেছে, বলে।'

লোকটা চুপ করে যেতেই মাইক বলল, 'আজকে তুমি আমার মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছ, অথচ এখন সাহায্য করছ, আমি বুঝতে পারছি না তোমার উদ্দেশ্য। পাঁচ নম্বর তোমার মতোই জে-হকার, অথচ তুমি চাইছ আমি যাতে তার হাতে মারা না পড়ি!' জে-হকারের চোখে তাকাল মাইক। 'কেন?'

জবাবে রোমশ লোকটার ঠোঁটে ধীরে ধীরে হিংস্র হাসি ফুটে উঠল, খসখসে কর্কশ গলায় বলল, 'পাঁচ নম্বরের পরই আমি। আমি ছয় নম্বর। স্যাডল ছাড়া আর সবকিছু আমি বাজি ধরেছি তোমার ওপর। তুমি জিতবে। পাঁচ নম্বর হারবে। তারপর আমি তোমাকে শেষ করে মেয়েটাকে পাব। আমার টেকনিক অন্যরকম। আমি জিতবই! বুঝেছ? আমও আমার, ছালাও আমার। আমি গাছেরটাও খাব, তলারটাও কুড়াব!'

চোদ্দো

পা টিপছে জে-হকার। আস্তে করে পা-টা ছাড়িয়ে নিল মাইক। তলারটাও কুড়াবে? মনে মনে বলল। পরক্ষণেই কাঠের তক্তাটা

গায়ের জোরে টান দিয়ে ছুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার দিকে।

খটাং করে একটা শব্দ হলো দণ্ডটা মাটিতে পড়তে। চোখ বিস্ফারিত হলো জে-হকারের। খস খস আওয়াজ করে নড়ে উঠল বস্তার পাহাড়, তারপর কাত হতে শুরু করল। বসে আছে জে-হকার, মাথার ওপর আওয়াজটা শুনে মাইকের দিক থেকে চোখ সরাল। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে তার। ধড়াস ধড়াস করে পড়ছে একের পর এক ভারী বস্তা। প্রায় পনেরোটা বস্তার তলায় চাপা পড়ে গেল জে-হকার দেখতে দেখতে।

নিস্তব্ধতায় মৃদু আওয়াজও বিস্ফোরণের মতো শোনাল। কেউ শুনে ফেলল না তো? একাই এসেছিল জে-হকার?

অপেক্ষা করল মাইক দরজার পাশে। কেউ ঢুকলে তাকে আক্রমণ করবে। কেউ এলো না। দশ মিনিট পর বস্তাগুলোর কাছে ফিরে এলো মাইক। একটা একটা করে বস্তা সরিয়ে বের করল জে-হকারকে। ঘাড় মটকে পড়ে আছে লোকটা। মারা গেছে। শরীর শক্ত হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল মাইক। দরজার কাছে চলে এলো। আস্তে করে পাল্লা ফাঁক করে বাইরে তাকাল। কেউ টের পায়নি এখানে কি ঘটেছে, টের পেলে এতক্ষণে হুলস্থুল শুরু হয়ে যেত। র‍্যাঞ্চ হাউসে আলো জ্বলছে। চারপাশ শান্ত। বাঙ্ক হাউসের কাছে অন্ধকারে এখানে ওখানে জ্বলছে দু'একটা ছোট শিখা, সিগারেট খাচ্ছে প্রহরী জে-হকাররা। বাঙ্কহাউসে কথাবার্তা চলছে তাস খেলার ফাঁকে, অস্ফুট শব্দ পাচ্ছে মাইক। চারজন লোক উঠান পেরোল। তাদের সঙ্গে কথা বলল এক লোক র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দা থেকে। দল ভেঙে তিন দিকে চলে গেল চার আউট-ল।

আপনমনে মাথা নাড়ল মাইক। কারও চোখে ধরা না পড়ে বাড়িটার দিকে যাওয়ার উপায় নেই। অস্ত্র দরকার। প্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে হবে।

শীতল বাতাসে শিউরে উঠল মাইক, ভাবছে এখন কি করবে।

পায়ে হেঁটে রাউন্ড মাউন্টিনে পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ওখানে কোন সাহায্য যদি পাওয়াও যায়, তবু তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, চিরতরে হারাতে হবে জোলিনকে। মেয়েটাকে নিয়ে জে-হকাররা কি করতে পারে ভাবনাটা মাথায় আসতেই দাঁতে দাঁত পিষল। না, রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে যাওয়া চলবে না ওর। বাড়িটার পেছন দিকের একটা ঘরে জোলিনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ওকে উদ্ধার করতে হবে। ও বেঁচে থাকতে জোলিনের কোন বিপদ হতে পারে না।

একটা অস্ত্র দরকার। অস্ত্র হাতে পেলে ক্রল করে বাড়িটার পেছনে চলে যেতে পারবে ও। ভোরে সবাই যখন অসতর্ক থাকবে তখন জোলিনকে মুক্ত করে পালানোর চেষ্টা করতে পারবে। ট্যাঙ্কার টডের কথা মনে পড়ল মাইকের। লোকটার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে জোলিনকে দিয়েছিল ও, কিন্তু টডের সারা শরীর সার্চ করে দেখা হয়নি। টডের মতো লোক আরও অস্ত্র লুকিয়ে না রেখেই পারে না। অন্তত একটা ডেরিঞ্জার হলেও থাকবে। দুটো গুলি বেশি কিছু নয়, কিন্তু এই দুঃসময়ে তা-ই অনেক।

ক্রীকের দিকে পা বাড়ানোর আগে শেষবারের মতো বাড়িটার দিকে তাকাল মাইক। এখনও আলো জ্বলছে সামনের দিকের সব কয়টা জানালায়।

*

দুর্বল শরীরে ক্রীক পর্যন্ত যেতে গিয়ে মাইকের মনে হলো দূরত্ব কেবলই বাড়ছে। একটু আগে লিনিমেন্ট দিয়ে মালিশ করা হয়েছে, তারপরও পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে এলো। ধীর পায়ে চলেছে মাইক। বার বার থেমে কান পাতছে। উপত্যকার মুখে জোলিন ধরা পড়েছিল, তার মানে ওখানে প্রহরী আছে। অন্তত ছিল। চোরাই গরু আনার পর হয়তো গার্ড দেয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু জোলিন আর ও ধরা পড়ার পরও কি কেউ থাকবে? সম্ভাবনা কম। নিশ্চিত হবার যদিও কোন উপায় নেই।

চাঁদ ডুবে গেছে। গফারের গর্তময় প্রেয়ারি এখন ঘোড়সওয়ারদের জন্যে মরণ ফাঁদ। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে মাইকের। একটা ঘোড়া পেলে ধরা পড়ার ঝুঁকিটা ও বিনা দ্বিধায় নিত। ক্রীকের পানিতে বুট জুতো খুলে পা নামাল ও, ফিরতি পথে আবার এতদূর হাঁটতে হবে ভাবতেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু পর চলে এলো ট্যাঙ্কার টডকে যেখানে দেখেছিল।

ওখানেই আছে মৃতদেহটা। সার্চ শুরু করল মাইক। হতাশ হতে হলো ওকে। টডের কাছে একটা ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। ছুরিটাও ছোট ছুরি, তামাক কাটার জন্যে। ট্যাঙ্কার টড গোপন অস্ত্র রাখত না, পুরোপুরি নির্ভর করত তার সিক্সগানের ওপর।

ছুরিটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ও, ভাবছে। ও নিশ্চিত ছিল জোলিনকে উদ্ধার করার পথ পেয়ে গেছে। কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না। ভাগ্য ওর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে। ছুরিটা ক্রীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও মত বদলাল, একটা পাথর খুঁজল, ছুরিটা ধার করবে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, চোখে খোঁচা দিতে পারলে এই ছুরিও একটা সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। চ্যাপ্টা একটা পাথর পেতেই ছুরিতে শান দিতে শুরু করল ও। চমকে উঠল হঠাৎ করে। কে যেন ওর কাঁধে হাত রেখেছে!

ঝট করে ঘুরল মাইক। হাত উঁচিয়ে ছুরি তুলল শত্রুর চোখে গাঁথার জন্যে। ওরই মতো চমকে গেছে সাকুরাটাও। মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। মাইক চিনতে পেরেছে বুঝে নিচু স্বরে বলল, 'আমার হাত অস্ত্রে আরও চালু, বোল্ডার!'

হাড্ডিসার হাতে ধরা সিক্সগানটা দেখল মাইক। একবার ভাবল ছুরিটা থ্রো করবে কিনা। অস্ত্রটা ওর খুবই দরকার। ছুরি মারতে হলে হাতটা পেছনে নিতে হবে ওকে।

'পেছনে দেখো,' যেন ওর মনের কথা পড়ে বলল সাকুরাটা।

পেছনে তাকাল মাইক। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল ইন্ডিয়ান। একদম স্থির, পাথরের মতো। স্কাউট হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ হয় পওনিরা, কিন্তু মাইক বুঝতে পারল না ওর কান এড়িয়ে এত কাছে কি করে এলো এতজন ইন্ডিয়ান। বড় করে দম ছাড়ল মাইক, আস্তে করে ভাঁজ করল ফোল্ডিং ছুরিটা। নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'গরুগুলো কেমন ছিল?'

'ভাল।'

'রূপার আঙটিটা ফেরত চাও? ওটা ছাড়া আর কিছু নেই আমার। চাইলে দিয়ে দেব, আঙটির জন্যে মরার কোন মানে হয় না।'

গর্তে বসা চোখ দুটো জ্বলে উঠল সর্দারের। 'গরুর বদলে ওটা তোমাকে দিয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত স্বরে বলল মাইক। 'গরু নিয়ে এসে এপর্যন্ত ওটাই আমার একমাত্র লাভ। তোমার লোকরা বলেনি তোমাকে? মেযার্ভের কথা শোনোনি? ফতুর হয়ে গেছি আমি। সমস্ত গরু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে জে-হকাররা।'

'শুনেছি।'

'তারপরও তুমি ফিরে এসেছ। তার মানে যুদ্ধ চাও তোমরা। আসলে...'

'যুদ্ধ চাই,' মাইককে থামিয়ে দিল সাকুরাটা। ইন্ডিয়ানরা সাধারণত কথার মাঝে কথা বলার অভদ্রতা করে না। কিন্তু সাকুরাটা অনেক সময় কাটিয়েছে সাদা মানুষদের সঙ্গে। 'আমরা মেযার্ভের কথা বিশ্বাস করিনি। সে বলছিল তুমি রাউন্ড মাউন্টিনে গরু নিয়ে যাচ্ছ। মেযার্ভের শরীরে পওনি রক্ত আছে, কিন্তু ও সাদা মানুষ। তাছাড়া সরকারের লোক।'

'সত্যি কথাই বলেছে মেযার্ভ।'

'আমার যোদ্ধারা তোমার কথা শুনে আমাকে গিয়ে বলেছে। সেজন্যেই আমরা এখানে তোমাকে খুঁজতে এসেছি। এখানে

শুনলাম ছুরি ঘষার আওয়াজ। তুমি কি বলতে চাও তুমি সত্যি রাউন্ড মাউন্টিনে তোমার গরু নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'যাচ্ছিলাম, কিন্তু গরু আমার নয়, কালাহান নামের এক লোকের।'

'বিশ্বাস করলাম আমি তোমাকে,' ধীর গলায় বলল সাকুরাটা।

'মেযার্ভ আমাকে বলেছে তুমি কালাহানকে চিনতে। তুমি কি হলিঙ্গারকে চেনো?'

'চিনি। সে কোথায়?'

'তার বাড়িতে। কালাহান আর আমার গরু সব ওর কাছে। জে-হকার নামের একদল ডাকাত গরুগুলো পাহারা দিচ্ছে, কিছুতেই রাউন্ড মাউন্টিনে যেতে দেবে না। একটু আগে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। একটা অস্ত্র দরকার। ধার দিতে পারবে একটা?'

মাইকের হাতের ছুরিটার দিকে তাকাল সাকুরাটা। 'তুমি কি ওটা নিয়ে লড়াই করতে ফিরবে ভাবছিলে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইক। 'এটা ছাড়া আর কিছু নেই।' একটু থেমে বলল, 'কালাহানের ভাতিজিকে দেখেছিলে না? সে বন্দি হয়ে আছে ডাকাতদের আস্তানায়।'

প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল মাইক। ইন্ডিয়ান চীফের চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ ফুটল না। সাধারণ একটা দুটো মেয়েমানুষের কি পরিণতি হলো তাতে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। 'মেযার্ভ কই?' জিজ্ঞেস করল।

'হতাশ হয়ে বোধহয় সৈন্য আনতে গেছে,' বলল মাইক। ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা অনেকেই ইংরেজি বোঝে। ওর কথা শুনে নিচু একটা গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে। ভয় পাচ্ছে না ওরা, যুদ্ধের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাকুরাটার হাত ধরল মাইক। 'একটা অস্ত্র আর একটা ঘোড়া ধার দাও আমাকে। সত্যি যদি গরু চাও তো আমার সঙ্গে এসো, গরু যাতে পাও সেব্যবস্থা আমি করে

দেব। গরুর কাছে তোমাদের নিয়ে যাব আমি। কোন খুনোখুনিতে জড়াতে হবে না তোমাদের। যা করার আমিই করব। পরে তোমাদের দোষ দেবে না কেউ।'

'আমি বলেছি আমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত,' গুরুগম্ভীর স্বরে বলল সাকুরাটা। থুতনি উঁচু করল। 'হলিঙ্গারের বিরুদ্ধে লড়াই করব আমরা। সে-ই আমাদের প্রাপ্য গরু কেড়ে নিয়েছে।'

'খুন করে কারও মাথার চামড়া ছিলে নেয়া চলবে না,' প্রতিবাদ করল মাইক। 'আমি ওসবের সঙ্গে নেই। হলিঙ্গার বা আর কাউকে তোমরা মেরে ফেলো, ব্যস, তোমাদের সবার বেঁচে থাকার আশা শেষ। মনে রেখো সেনাবাহিনী আসবে। মেযার্ভ যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছে। তোমাদের সঙ্গে থাকার অপরাধে সারাজীবনের জন্যে আউট-ল হয়ে যেতে চাই না আমি।'

নাক দিয়ে আওয়াজ করল সাকুরাটা, মুখটা কুঁচকে উঠেছে। 'আমরা শত্রুদের কাছে যাব, কিন্তু লড়াই করব না?'

'না, করবে না, চীফ। তুমি লোকদের নিয়ে গরু খেদিয়ে রাউন্ড মাউন্টিনের দিকে যাবে, আর আমি যা করার করব র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে। রাজি?'

'লড়াই ছাড়া গরু নিয়ে যাব কি করে! তুমি বোকার মতো কথা বলছ, মাইক বোল্ডার!' মাথা নাড়ল সাকুরাটা। 'আমাদের কাছে অস্ত্র আছে। ওরা গুলি করবে। আর ওরা গুলি করলে...'

'তোমরা যদি লড়ো তাহলে ব্যাপারটা যুদ্ধে গড়াবে। ওয়াশিংটনে বসে থাকা গাধার দল বলবে পওনি ওয়ার পার্টি সাদা মানুষদের ওপর হামলা করেছে। কারা ঠিক পথে আছে আর কারা আগে অন্যায় করেছিল সেসব ভুলে যাবে তারা। সেনাবাহিনী এলে বিনা বিচারে খুন করা হবে তোমাদের। বাচ্চা আর মহিলারাও বাদ যাবে না।...এসব তো আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানা থাকা উচিত।'

'ইন্ডিয়ানরা আবার কবে ঠিক পথে ছিল!'

'ঠিক ধরেছ। তাই বলবে ওরা, যদি তোমরা কোন সাদামানুষকে মারো। ধরো হলিঙ্গারের ওপর হামলা করে মেরে ফেললে তোমরা তাকে, তারপর? তারপর কি হবে? সেনাবাহিনী তাড়া করবে, কাজেই রাউন্ড মাউন্টিনে গরু নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা। আর্মির সঙ্গে লড়তে হবে তোমাদের। তার মানে রিযার্ভেশনে থাকা পওনিরাও জড়িয়ে যাবে লড়াইয়ে। মেয়ার্ভ ঠিকই বলেছিল। লড়াই ছড়িয়ে যাবে। রক্ত ঝরা থামার পর সাদারা তোমাদের দেখতে পারবে না, নিজের লোকরা তোমাদের দোষ দেবে তাদের যুদ্ধের অভিশাপের সঙ্গে জড়িয়েছ বলে।'

লম্বা একটা বক্তৃতা দিয়েছে বলে মনে হলো মাইকের। বড় বড় করে শ্বাস নিল কয়েকবার। চুপ করে আছে সাকুরাটা। একটু পর নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করল। গায়ে জড়িয়ে নিল ব্ল্যাঙ্কেট। তার মানে এব্যাপারে তার আর কোন কিছু বলার নেই। কালো চোখ দুটোতে সমঝদারী প্রকাশ পাচ্ছে।

'একটা অস্ত্র, গোলাগুলি আর একটা ঘোড়া দাও আমাকে,' প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল মাইক। 'আমি সঙ্কেত না দেয়া পর্যন্ত তোমার ব্রেভদের নিয়ে লুকিয়ে থেকো। যদি শুনতে না চাও তো আমার কিছু বলার নেই। জে-হকারদের ওপর হামলা করে দেখতে পারো। আমি গোটা এলাকা দেখে এসেছি। সামনাসামনি লড়াইয়ে জেতার তেমন কোন সুযোগ নেই তোমাদের।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল সাকুরাটা, কি করবে কিছুই বলল না। বুড়ো যোদ্ধার মগজ যুদ্ধের পরিণতির বাস্তবতা বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু সত্যি সে কথা শুনবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পওনি চীফরা সাধারণত প্রভাবিত হয় না। যা ইচ্ছে তা-ই করার অধিকার রাখে তারা। অধীনস্তরা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় তার আদেশ।

আবার ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল সাকুরাটা নাক দিয়ে। গানবেল্ট খুলে অস্ত্র সহ ফেলে দিল সে মাইকের পায়ের

কাছে। এবার দলের ব্রেভদের উদ্দেশ্যে দ্রুত কি যেন বলল পওনিতে।

চোখের সামনে নিঃশব্দে গায়েব হয়ে গেল ব্রেভরা। পওনি নামের মানেটা মনে পড়ল মাইকের। নেকড়ে!

মাইক আশা করছে সাকুরাটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি আজ রাতে মাথার চামড়া ছিলে নেয়ার অভিযানে ওরা না বের হয় তাহলে ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবার একটা সম্ভাবনা আছে।

একটু পরেই পওনি ব্রেভরা হাজির হলো আবার। এবার সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে এসেছে। একটা পনি ঘোড়া দেয়া হলো মাইককে।

ইন্ডিয়ান পনির পছন্দ হলো না মাইকের গায়ের গন্ধ। এক পাশে সরে গেল ওটা, চোখ উল্টে ফেলেছে। সাদা অংশটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লাফ দিয়ে ওটার ব্ল্যাঙ্কেটে ঢাকা পিঠে উঠল মাইক, সাকুরাটার উদ্দেশে বলল, 'এটাকে ঠিকই সামলে নেব, চীফ। আমার পাশে চলে এসো, পরিকল্পনাটা করে ফেলি।'

তস্করদের উপত্যকা সম্বন্ধে যা মনে আছে আস্তে ধীরে সবই জানাল মাইক সাকুরাটাকে। চুপ করে শুনছে সাকুরাটা, চলছে মাইকের পাশে। হেডকোয়ার্টার কোথায়, কোথায় প্রহরী থাকতে পারে নানা কথা বলল মাইক। সাকুরাটা শুনছে শুধু। তার ব্রেভরাও শুনছে। কাজের সময় মানবে কিনা, নাকি নিজেদের মতো করে লড়াই শুরু করবে, সেটা বলছে না কেউ।

পনেরো

উপত্যকায় ঢোকার মুখে কোন পাহারা নেই। দুটো কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। হয় জে-হকাররা হলিঙ্গারের হেডকোয়ার্টারের সিকিউরিটি বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, অথবা তাদের চর আগেই ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি জানিয়ে দিয়েছে, ফলে আরও সামনে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে তারা।

স্যাডলে কাত হয়ে পেছনটা একবার দেখল মাইক। অন্ধকারে বোঝা গেল না কতজন ইন্ডিয়ান যোদ্ধা পেছন পেছন আসছে। সাকুরাটা ওর বক্তব্য দলের ছেলেদের বলেছে কিনা কে জানে!

উত্তরদিকে এগোল মাইক। ওদিকের টিলাগুলো উপত্যকার একপাশে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ও চাইছে ওদিকেই অবস্থান নিক ইন্ডিয়ানরা। দক্ষিণে হাত তুলে দেখাল ও। ওদিকে জ্বলজ্বল করছে র‍্যাঞ্চ হাউসের আলো, আগের চেয়ে বাতির সংখ্যা কমেছে কয়েকটা। তিনটার বেশি বাজে, আন্দাজ করল মাইক।

'আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'কয়জন আছে ওখানে?' এতক্ষণে মুখ খুলল সাকুরাটা। চিবুক উঁচু করে তাকিয়ে আছে আলোর দিকে।

'জানি না,' বলল মাইক। 'বেশ অনেকজন হবে।' সাকুরাটার দেয়া সিক্সগানটা বের করে সিলিন্ডার খুলে গুলি আছে কিনা দেখে নিল ও। অস্ত্রটা কোল্ট ড্রাগুন, ·৪৪ সেন্টার ফায়ার। চমৎকার ওজন। সিলিন্ডারে ছয়টা গুলিই ভরা আছে। আর্মি যে ক্যাপ অ্যান্ড

বল অস্ত্র ব্যবহার করে তার চেয়ে এটা অনেক বেশি কার্যকর। ঈশ্বর জানেন এত চমৎকার অস্ত্র সাকুরাটা কোত্থেকে যোগাড় করেছে।

'আমি ওখানে একা যাব, চীফ।'

'যাও, বোকা, যাও, জবাবে শান্ত গলায় বলল সাকুরাটা। পওনিতে আরও কি যেন বলল বিড়বিড় করে। সম্ভবত অসন্তোষ প্রকাশ করল।

'মনে রেখো, চীফ, তোমার ছেলেরা আকাশে আর মাটিতে গুলি করতে পারে, কিন্তু ভুলেও যাতে কোন সাদা মানুষের গায়ে গুলি না করে। মনে রেখো, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানো চলবে না।'

কোন জবাব দিল না সাকুরাটা, আস্তে করে সরে গেল মাইকের পাশ থেকে, ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে যাচ্ছে দলের কাছে। চোখে সন্দেহ নিয়ে অপসৃয়মান বুড়োর দিকে তাকাল মাইক। ঈশ্বর জানেন শেষ পর্যন্ত কথা রাখবে কিনা ইন্ডিয়ান বুড়ো। যদি না রাখে, সর্বনাশ ঠেকানোর আর কোন উপায় থাকবে না। পরিণতি: অযথা রক্তপাত!

মাথা থেকে আপাতত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগোল মাইক। থামল আলোগুলো আলাদা করে চিনতে পারার পর। তিনটা জানালা আর একটা দরজা দিয়ে আলো আসছে। ঘোড়ায় চেপে আর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে পালানোর সময় ঘোড়াটা কাছাকাছি থাকলে ভাল। ইন্ডিয়ান পিঠে চাপলে যেরকম নিঃশব্দে চলে ততটা নিঃশব্দে চলছে না পনিটা, বরং ইচ্ছে করেই পাথরে লাথি মারছে। হ্যাকবেরির একটা ঝোপে ঘোড়াটাকে বেঁধে পায়ে হেঁটে এগোল মাইক। বেশ অনেকটা দূর দিয়ে বাড়িটা পাশ কাটিয়ে পেছনে যেতে চাইছে ও।

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি সময় লাগল ওর। ভয় পাচ্ছে বেশি দেরি করে ফেলছে। সাকুরাটার সঙ্গে

যেরকম কথা হয়েছে তাতে দেরি করা মানে বিপদ। ইন্ডিয়ান হামলা শুরু হয়ে যেতে পারে ও সময় মতো না ফিরলে। উঠানে কেউ নেই। বাড়ির সামনের ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে ঘুটঘুটে আঁধার।

চলার গতি দ্রুত হলো মাইকের। মনে মনে একুশো গুনছে। যেকোন সময় উপত্যকার মুখে গুলির আওয়াজ শুরু হয়ে যাবে। জে-হকারদের মনোযোগ ওদিকে সরিয়ে দেয়া হবে, সাকুরাটার সঙ্গে সেরকমই কথা হয়েছে। হাতে সময় নেই বেশি, জে-হকাররা সংগঠিত হওয়ার আগেই জোলিনকে উদ্ধার করে পালাতে হবে।

বাড়ির পেছনে জানালার সংখ্যা কম। যেকটা আছে সেগুলো দেয়ালের গায়ে উঁচুতে। আকারেও ছোট। কোন্ ঘরে জোলিনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেটা জানা নেই ওর। জানালায় নুড়ি পাথর ছুঁড়ে জোলিনের সাড়া পাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেকোন সময় জানালাগুলো থেকে জোলিনের গলার আওয়াজের বদলে জে-হকারদের গুলি আসতে পারে।

হামাগুড়ি দিয়ে বসল মাইক, উপত্যকার মুখে গোলাগুলি শুরু হবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে। ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে একের পর এক মিনিট, উত্তেজনার মাত্রা বাড়ছে ওর। ইন্ডিয়ানদের কাছে সময় রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কে জানে! ওদের কাছে এক ঘণ্টার মানে হয়তো আধঘণ্টা থেকে অর্ধেক দিন! সাকুরাটা ঠিক সময়ে গুলি আরম্ভ না করলে ভেস্তে যাবে ওর পরিকল্পনা।

একটু পরই রাত শেষ হয়ে যাবে। হাতের মুঠোয় নুড়ি পাথর কুড়াতে কুড়াতে ছোট ছোট জানালাগুলোর ওপর চোখ বোলাল মাইক। কোনমতে যদি আন্দাজ করা যেত জোলিন কোন্ ঘরে আছে!

দুম! দুম! টাশ! টাশ!

সাকুরাটা তার কাজ শুরু করেছে!

ইন্ডিয়ানদের আশা ছেড়ে দিয়েছিল মাইক।

উপত্যকার মুখে পুরোদস্তুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল তেমনিই আচমকা গোলাগুলি থেমেও গেল।

সেকেন্ডগুলো পার হচ্ছে দ্রুত। বিস্ফোরণের আওয়াজের পর কানে অসহ্য লাগছে জমাট নিরবতা। হঠাৎ করেই চাঞ্চল্য শুরু হলো বাড়ির ভেতরে। হাঁক-ডাক আর দৌড়োদৌড়িতে মনে হলো ঘুমন্ত একটা সেনাবাহিনীর ব্যারাকে হামলা হয়েছে। ঝটপট বুট পরে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে জে-হকাররা, একে অপরকে প্রশ্ন করছে গলা চড়িয়ে। কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। রাত-দিন সতর্ক থাকতে অভ্যস্ত ডাকাত এরা, যা করছে তা জেনে বুঝেই করছে।

কেলির গলার আওয়াজ চিনতে পারল মাইক।

'অ্যাই, তোমরা উঠানের পশ্চিমদিকটা কাভার দাও! ঘোড়া ধরার দরকার নেই। ঘোড়া যাদের আছে তারা এদিকটা কাভার দাও! বাকিরা ছড়িয়ে যাও। আমার পেছনে আসো! দেখো, কেউ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।'

হলিঙ্গার কি যেন বলল। জবাব দিল কেলি। 'না। খুঁজে বের করব ওদের। বারো তেরোটা গুলি হয়েছে। কারবাইন আর সিক্সগান!'

'হয়তো আমাদের লোক ফিরছিল, পথে আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। ক্যাভালরি?'

'মনে তো হলো সামনাসামনি লড়াই। যারাই হোক, শেষ করে দেব আমরা।'

'দেখো, কেউ যাতে পালাতে না পারে,' সাবধান করল হলিঙ্গার।

'পারবে না।' একটু থামল কেলি, তারপর বলল, 'তুমি যদি মেয়েটার কাছে না থাকো তাহলে আমার থাকা দরকার।'

'আমিই থাকব। তুমি মাইক বোল্ডারের খোঁজ নাও। হয়তো বন্ধু-বান্ধবরা খুঁজছে ওকে।'

গলার আওয়াজ নেমে গেল দু'জনের। উঠানের দিক থেকে বাড়ির সদর দরজায় হলিঙ্গারের কাছে যাচ্ছে কেলি। বাড়ির কোনায় চলে এলো মাইক আরও ভাল করে শোনার আশায়।

'শালার গুদামের চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না,' বলল কেলি। 'গুদামে তো দেখলাম তালা আছে। কিন্তু চাবিটা···'

'ভাল লাগছে না আমার ব্যাপারটা,' গম্ভীর স্বরে বলল হলিঙ্গার। 'কারও না কারও কাছে চাবিটা আছে। কেউ আমার সঙ্গে গাদ্দারি করছে।'

'না। মাইককে কেউ সাহায্য করবে না এখানে। হ্যাঁ, খুন করতে পারে, কিন্তু সাহায্য···নাহ্, কাল সকালে যে মরবে তাকে আজকে মেরে ফেললে তো উপকার করা হয়ে যায়।'

'কিন্তু গোলাগুলি···চাবি হারিয়ে যাওয়া···ব্যাপারগুলো আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেলি। 'চাবি নিয়ে থাকলে মেয়েটা নিয়ে থাকতে পারে। নেয়ার কোন সুযোগ পেয়েছে মেয়েটা?'

'চলো দেখি! এসো আমার সঙ্গে।'

সামনের ঘরের আলো কমে গেল। কাঠের পাটাতনে হলিঙ্গার আর কেলির বুটের আওয়াজ পেল মাইক, দূরে চলে যাচ্ছে। ওদের একজন যাওয়ার সময় টেবিল থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে গেছে।

তিনজন অশ্বারোহী উঠানে এসে থামল। বাড়ির পাশের দেয়ালে নিজেকে সাঁটিয়ে ফেলল মাইক।

সামনের ঘরে এখনও একটা লণ্ঠন রয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে কেলি আর হলিঙ্গারকে দেখতে না পেয়ে নিচু গলায় আলাপ শুরু করেছে ওরা। সাবধানে বাড়ির পেছনে চলে এলো মাইক। ছোট একটা জানালা দিয়ে চলন্ত আলো দেখা গেল। জানালার সামনে গিয়ে মাত্র সোজা হয়েছে মাইক, তিন অশ্বারোহী ঘুরে চলে এলো

বাড়ির পেছনে। মনে মনে গাল দিয়ে জানালার কাছ থেকে ঝট করে সরে গেল মাইক, আস্তে করে শুয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়ে ওকে পার হলো লোকগুলো, নিজেদের মাঝে কথা বলছে এখনও। যাচ্ছে উপত্যকার দিকে। লোকগুলো ওর দিকে পিঠ দিতেই আবার জানালার এক পাশে দাঁড়াল মাইক। এখন আর জানালায় আলো নেই।

রাগ লাগছে মাইকের। ভাগ্য ওর প্রতি বিরূপ হয়ে আছে। দৌড়ে বাড়ির সামনে চলে এলো ও, ঘরে ঢুকে দেখল দুটো লণ্ঠন জ্বলছে। পা টিপে টিপে এগোল। দূরে একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এদিকে। পরিষ্কার শুনতে পেল ও কেলির গলার আওয়াজ।

'আমার মনে হয় সময় নষ্ট করছি আমরা, মিস্টার হলিঙ্গার। তুমি বললে ওকে সার্চ করে দেখতে পারি।'

*

দরজার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল মাইক, আগুয়ান ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা খেয়াল করে শুনছে। আওয়াজটা স্বাভাবিক নয়। ঘোড়াটা সম্ভবত পঙ্গু। জোর করে ওটাকে ছোটানো হচ্ছে।

একটা চেয়ারে বসে আছে হলিঙ্গার, টেবিলে আঙুল ঠুকছে, একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে টেবিলের ওপারে দাঁড়ানো জোলিনের চোখে। জোলিনের পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কেলি।

জবাব না পেয়ে কেলি আবার জিজ্ঞেস করল, 'সার্চ করব?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মৃদু মাথা নাড়ল হলিঙ্গার, চোখ সরাল না জোলিনের ওপর থেকে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চোখের দৃষ্টি দিয়েই সে বশ করতে চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। কাজ হচ্ছে না। নিষ্পলক চোখে পাল্টা তাকিয়ে আছে জোলিন।

অস্বস্তি বোধ করে কাঁধ ঝাঁকাল কেলি। 'তুমি বললে সার্চ করতে পারি। সময় নষ্ট হবে না। চাবিটা ওর কাছে থাকলে পেয়ে যাব ঠিকই।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল হলিঙ্গারের। ধমকে উঠল, 'যদি চাই তো সার্চ করতে বলব তোমাকে। বাইরে যাও তুমি, দেখো গিয়ে ছেলেরা কি করছে।'

'কিন্তু গুলির আওয়াজ তো থেমে গেছে!'

'যেতে বলছি, যাও!'

শ্রাগ করল কেলি। ঘুরতে শুরু করেই মাইককে দেখতে পেল দরজায়। অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে মাইক!

নিজেও জানে না কি করছে, রিফ্লেক্সের বশে খামচি দিয়ে জোলিনকে ধরল কেলি, টান দিয়ে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েটাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হলিঙ্গার। 'কি হলো! অমন ভাবে...'

কেলির দৃষ্টি অনুসরণ করে মাইককে দেখে কথা শেষ করল না সে। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ায় মুখটা হাঁ হয়ে গেল। দু'চোখ বিস্ফারিত। মুহূর্তের জন্যে তাকে ছেড়ে গেল প্রবল আত্মবিশ্বাস। আধবসা ভঙ্গিতে আটকে গেল সে, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল চোখে অবিশ্বাস নিয়ে।

ঢাল হিসেবে জোলিনকে পেয়ে নিশ্চিন্ত কেলি। চোখ সরু করে মাইককে দেখল। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল, 'কে ছুটিয়ে দিল তোমাকে?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে হলিঙ্গার। কেলির প্রশ্নের প্রতিধ্বনি তুলল, 'কে?'

'জেনে তোমাদের লাভ কী,' এক পা সামনে বাড়ল মাইক। 'বসো!' হলিঙ্গারের পেটে সিক্সগান তাক করেছে।

আস্তে করে বসল হলিঙ্গার।

'হাত দুটো টেবিলের ওপরে রাখো। নড়াবে না।'

কেলির মুখে বেপরোয়া হাসিটা লেগে আছে। লম্বা রিয়াটা থাকার পরও সে মাইকের ছোট ল্যাসোর সঙ্গে লড়াইতে পারেনি, সেটা ভোলেনি গানম্যান। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছেয় চোখ জোড়া

জ্বলছে তার।

আরও এক পা সামনে বাড়ল মাইক।

'জোলিন চলে এসো। কেলি, ওকে ছেড়ে দাও।'

হাঁটু ভাঁজ করে জোলিনের পুরো আড়ালে চলে গেল কেলি, দু'পাশ থেকে জোলিনের দু'হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। বাম হাতে জড়িয়ে ধরল এবার। ডান হাত মুক্ত।

'অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ো না,' সতর্ক করল মাইক নিচু স্বরে।

ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল জোলিন, পারল না। আগের চেয়েও শক্ত করে তাকে ধরে রেখেছে কেলি। হাইহিল দিয়ে কেলির হাঁটুর চাকতিতে খোঁচা মারল জোলিন। গাল বকে উঠল কেলি। মেয়েটা ঝটকাঝটকি করছে। এমনিতেই আড়াল হিসেবে জোলিন যথেষ্ট নয়, তার ওপর ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাকে সামলাতে কেলিকে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াতে পারল না।

'গুলি করো!' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'মেয়েটার গায়ে লাগবে গুলি।'

'যা তোমরা করতে তার চেয়ে গুলি খেয়ে মরাও ওর জন্যে ভাল।' আস্তে আস্তে সরছে মাইক, সামনে এগোচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে গুলি করার। ওর সঙ্গে সঙ্গে কেলিও ঘুরছে, মাঝখানে রাখার চেষ্টা করছে জোলিনকে।

টেবিলের কাছে থামল মাইক, হলিঙ্গারের কানের গর্তে সিল্লগানের নল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, 'ওকে বলো জোলিনকে ছেড়ে দিতে, নইলে খুপড়ি উড়িয়ে দেব!'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না তাকে। নিচু স্বরে বলল হলিঙ্গার, 'ওকে ছেড়ে দাও, লিউ!'

'ও গুলি করবে না,' বলল কেলি, 'ভয় দেখাচ্ছে শুধু।'

'যা বলছে তা করো, লিউ!'

'ও জানে গুলির আওয়াজ শুনলে সবাই ছুটে আসবে এখানে। গুলি করলে ও দরজার কাছ থেকেই করত।'

'শুনতে পাওনি তোমাকে কি বললাম!' খেঁকিয়ে উঠল হলিঙ্গার। তার কানের ভেতরে খোঁচা মারছে সিক্সগানের নল। মনে হচ্ছে তপ্ত সীসে মগজটা ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে যাবে যেকোন সময়ে। আর কথা শুনছে না বেয়াক্কেল লিউ কেলি। জীবনের ঝুঁকি কেলির নয়, জীবন যাবে তার নিজের।

'আমার কথা শোনোনি?' সাহস করে পাল্টা বলল কেলি, 'কোন চিন্তা নেই। ছেলেরা আসুক, তার আগে পর্যন্ত খেলা ড্র হয়ে থাকবে।'

লেঙড়া ঘোড়ায় চড়ে আসছে কেউ একজন, কথাটা মনে পড়ল মাইকের। শিগ্‌গিরই চলে আসবে লোকটা। এখানে অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছে ও। ইন্ডিয়ানরা···

'ছেলেরা এখন আসবে না,' বলল মাইক, 'ওরা এখন উপত্যকার মুখে গরু সামলাতে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। গরু সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'উপত্যকার মুখে কোন গরু নেই,' নিচু স্বরে বলল হলিঙ্গার।

'থাকবে,' বলল মাইক। 'যত গরু আছে সব তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'মিথ্যুক!' বলে উঠল কেলি। 'গরু সরাতে হলে অনেক লোক থাকা দরকার ছিল তোমার।'

'আছে লোক। ষাটজনের বেশি। দক্ষ কাউবয় ওরা।'

'কারবাইনের গুলি ওরাই করেছে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হলিঙ্গার। চেহারায় অদম্য রাগ ফুটে উঠল। রক্ত জমে গেল দুই গালে। 'তার মানে পওনিরা, না? ওদের যুদ্ধের হাঁক তো শুনলাম না!'

সিক্সগান দিয়ে হলিঙ্গারের কানে হালকা এক খোঁচা দিল মাইক। 'শুনবে, আগে গরুগুলোকে ওরা দৌড় শুরু করাক!

তোমার জে-হকারদের জান নিয়ে পালাতে হবে, নইলে পাঁচ হাজার গরুর খুরের তলায় পড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে সবাই। এবার ওরা বুঝবে স্ট্যাম্পিডের সময় গরুর ধাওয়া খেতে কেমন লাগে।'

'ডাকাত!' বলে উঠল হলিঙ্গার মুখ কুঁচকে। 'বেআইনী কাজ করছ তোমরা।' শুধু নিজের দিকটাই দেখছে সে। অতিরিক্ত ক্ষমতা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তার বিপক্ষে যাওয়া মানেই আইনের লঙ্ঘন, এটা তার স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

উন্মাদ, বুঝতে পারল মাইক। লোকটার মাথা খারাপ। কেলির দিকে মনোযোগ দিল ও। 'কেলি, তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আমি। হয় জোলিনকে ছেড়ে দাও, নইলে গুলি করব।'

বাইরে কার যেন পায়ের আওয়াজ। চুপ হয়ে গেল মাইক।

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল ফিন স্টার, এক কাঁধে স্যাডল চাপিয়ে রেখেছে। একে ঘরে আলো বেশি নয়, তার ওপর স্যাডলের কারণে পুরো ঘর দেখতে পাচ্ছে না সে। 'উপত্যকায় কি যেন হচ্ছে,' বলল স্টার। 'গরুগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' কাঁধ থেকে স্যাডল নামাল। 'আরও আগেই আসতাম, কিন্তু ঘোড়াটা গফারের গর্তে পা দিয়ে খোঁড়া হয়ে গেছে।'

অস্বাভাবিক পরিবেশটা টের পেতেই পুরো ঘরে নজর বুলাতে ঘুরে দাঁড়াল স্টার, থমকে গেল। বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'যিশু!'

কেলি, হলিঙ্গার আর স্টারকে কাভার করতে চট করে এক পা পিছাল মাইক, ঘরের এক কোনায় সরে এসেছে ও। ব্যাপারটা ওর পছন্দ হলো না। নির্দেশ দিল, 'স্যাডল মাটিতে ফেলো। ওটার ওপর বসবে।'

দ্বিধা করল স্টার, বুকের কাছে স্যাডলটা ধরে আছে। ঠোঁট দুটো নিচের দিকে বেঁকে গেছে। তাকে আরও বয়স্ক লাগছে দেখতে। কেলির দিকে অসহায় চোখে তাকাল। চোখে চোখে সঙ্কেত বিনিময় হলো। আরও শক্ত করে জোলিনকে চেপে ধরেছে

কেলি। কষ্ট করে শ্বাস নিল জোলিন। ওর দিকে তাকাল মাইক। ওই একই মুহূর্তে স্যাডলটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল স্টার।

সরে গেল মাইক, অস্ত্রটা তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। উড়ন্ত স্যাডলে লাগল গুলি, তারপর ছাদে গিয়ে নাক গুঁজল। মাইকের দ্বিতীয় গুলি স্টারের বুকে বিঁধল। অস্ত্র প্রায় বের করে এনেছিল স্টার, হাত থেকে ওটা পিছলে পড়ে গেল। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল স্টার। কিন্তু তার কাজ সে করে গেছে, কেলিকে সুযোগ করে দিয়েছে গুলি করার।

ষোলো

জোলিনের পাশ থেকে গুলি করল কেলি। জোলিনের নড়াচড়ায় তার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। কেলির দ্বিতীয় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো জোলিন তার হাতে গুঁতো মেরে বসায়। গুলিটা মেঝেতে গাঁথল। হিল দিয়ে কেলির হাঁটুর নিচের হাড়ে লাথি মারছে জোলিন। কিছু না কিছু ও করছেই, স্থির হতে দিচ্ছে না কেলিকে।

রাগের চোটে ছোট একটা গর্জন ছাড়ল কেলি, তারপর সিক্সগানের বাঁট নামিয়ে আনল জোলিনের মাথায়। শরীর শিথিল হয়ে গেল মেয়েটার। এখন সে আর বর্ম নয়। জোলিনকে মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র হাতে সামনে বাড়ল কেলি।

মাইকের বাম হাত ছুঁয়ে গেছে একটা বুলেট। ওই হাতটা বাড়িয়ে পর পর দুটো গুলি করল ও কেলির বুক লক্ষ্য করে।

কেলির দিকে মনোযোগ দেয়ায় হলিঙ্গার তার সুযোগ পাবে জেনেও কিছুই করার উপায় নেই ওর। ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে গেল কেলি। টলমল পায়ে পেছনের দরজার দিকে চলল। ভাব দেখে মনে হলো লড়াইয়ে আর কোন উৎসাহ নেই তার। দরজার কাছে গিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে পড়েই থাকল, নড়ল না আর।

টেবিলের ওপর কনুই রেখে মাইকের দিকে তাক করেছে হলিঙ্গার তার সিক্সগান। লণ্ঠনের আলোয় তার ভারী চেহারা দেখল মাইক একপলক। চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ নেই। হ্যাট খুলে ফেলেছে লোকটা। তার এক মাথা হলুদ চুল সোনার মতো লাগছে দেখতে। ঝাঁপ দিল মাইক মেঝেতে। শূন্যে থাকা অবস্থায় একটা গুলি করল যাতে হলিঙ্গারের তাক নষ্ট হয়।

আর মাত্র একটা গুলি আছে ওর কোল্ট ড্রাগুনে!

ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পেল মাইক। ওর পেছনে হ্যামার পুরো কক করল হলিঙ্গার। শরীর মুচড়ে চিত হলো মাইক, আন্দাজে আওয়াজ লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলি লাগেনি।

'অস্ত্র খালি,' বলে উঠল হলিঙ্গার। 'আমি গুলি গুনেছি।' টেবিলে অস্ত্রটা ঠুকল। 'এদিকে এসো। হামাগুড়ি দিয়ে আসবে।'

তিন রাইডার উঠান কাঁপিয়ে এসে থামল। হলিঙ্গারের নাম ধরে ডাকছে।

মাইকের চোখে তাকিয়ে আছে হলিঙ্গার। 'পওনিরা আমার গরু নিয়ে যাচ্ছে এটা মিথ্যে বলেছ, তাই না? জবাব দাও!'

'তোমার গরু না, আমার আর জোলিনের গরু।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'তা-ই ভাবতে চাইলে ভাবতে পারো।'

'গরুগুলো আসছে, মিস্টার হলিঙ্গার,' বাইরে থেকে ডাকল এক রাইডার।

'কী!' মাথাটা ঝাঁকি খেল হলিঙ্গারের। 'ঠিক বলছ তো?'

'একটা গরুও বাদ নেই।...এখানে গুলির আওয়াজ পেলাম মনে হলো। ব্যাপার কি?'

'কিছু না। তোমরা যাও, ছেলেদের বলো ঝোপে আগুন দিয়ে গরু ঠেকাতে। বলো...'

লাফ দিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল মাইক। ওর হাতের ধাক্কায় হলিঙ্গারের অস্ত্র ছাদে গুলি বর্ষণ করল। চেয়ার কাত হয়ে পড়ে গেল হলিঙ্গার। টেবিলটা পড়ল তার ওপর। লণ্ঠনটা মাটিতে পড়তেই কেরোসিন ছিটাল। দপ করে আগুন ধরে গেল কাঠের মেঝেতে।

টেবিলটা ধাক্কা মেরে গায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হলিঙ্গার। মাইক শুঁতো খেল ওটার কোনায়। হলিঙ্গারের কোনদিকে মনোযোগ দেয়ার উপায় নেই। কেরোসিন তেলে ভিজে গেছে তার জামা, আগুন ধরে গেছে জামায়। মুহূর্তের জন্যে তাকে জ্বলন্ত একটা মশালের মতো লাগল দেখতে। বিকট স্বরে কি যেন বলে উঠল হলিঙ্গার, তারপর দৌড়ে বাইরে চলে গেল। উঠানে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে আগুন নিভাতে গেল বোধহয়।

উঠানে দাঁড়ানো ঘোড়াগুলো জ্বলন্ত লোকটাকে দেখে ভয় পেয়ে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল।

স্টারের সিক্সগানটা তুলে নিয়ে জোলিনের কাছে চলে এলো মাইক। চোখ পিটপিট করছে জোলিন, বিহ্বল দৃষ্টি। আস্তে করে মাথার তালু ছুঁলো। ব্যথায় মুখ বিকৃত করল। বুঝতে পারছে না চারপাশে কি ঘটছে।

উঠানে নানা শব্দ হচ্ছে। ছোটাছুটি করছে লোকজন। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো। গালাগাল করছে জে-হকাররা।

দরজার দিকে অস্ত্র তাক করে অপেক্ষায় থাকল মাইক। লোকগুলো ভেতরে ঢুকলে গুলি করবে।

উপত্যকার দিক থেকে হৈ-হৈ করে উঠল কারা যেন। পরমুহূর্তের রক্ত জমাট করা রণহুঙ্কার ছাড়তে শুরু করল পওনিরা।

পাঁচ হাজার গরু দৌড়াচ্ছে, তবু তাদের খুরের শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে তাদের ভয়ঙ্কর গর্জন। পওনিরা গরু জড় করেছে, তারপর উপত্যকার প্রবেশ মুখের আধমাইলের মধ্যে এসে তাড়া দিয়েছে ওগুলোকে। জে-হকারদের জান নিয়ে পালাতে হবে। একটু দেরি করলেও মারা পড়বে ওরা গরুচাপা পড়ে।

'ওরা যাচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল জোলিন।

'হ্যাঁ, যাচ্ছে,' প্রতিধ্বনি তুলল মাইক। 'সাকুরাটা বোধহয় ভাবছে আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নেব।'

'করালে ঘোড়া নেই?'

'আছে। কিন্তু তিনজন লোক উঠানে ছিল। ওরা সম্ভবত আমি বের হব সেই অপেক্ষায় আছে।...হাঁটতে পারবে?'

'পারব।'

দূরাগত বজ্রপাতের আওয়াজের মতো লাগছে স্ট্যাম্পিড করা গরুর পালের খুরের আওয়াজ। উপত্যকার প্রবেশ মুখের কাছে চলে গেছে গরুগুলো। ওখানে চাপাচাপি হবে। কিছু গরু মরবে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

আওয়াজটা কমে এলো। শেষ গরুটাও সম্ভবত বেরিয়ে গেছে উপত্যকা হতে। মনে মনে প্রার্থনা করল মাইক, সাকুরাটার ছেলেরা যাতে গরুগুলোকে দলবদ্ধ রেখে এগোতে পারে। পওনিরা দলে অনেক, সবাই মিলে চেষ্টা করলে পাঁচ হাজার গরু সামলাতে পারার কথা।

পটপট করে মেঝে পুড়ছে, আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে আগুন। মৃদু এই আওয়াজটা ছাড়া চারপাশে আর কোন আওয়াজ নেই।

'কি ভয়ঙ্কর নিরব!' বিড়বিড় করে বলল জোলিন।

বড় বেশি নিরব। উঠানের তিনজন বোধহয় চলে যায়নি। শ্বাস বন্ধ করে মনোযোগ বাড়াল মাইক, দরজা আর জানালাগুলোর দিকে পালা করে তাকাচ্ছে। অস্ত্রের বাঁটে ঘাম জমছে। ওর মনে হলো মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে।

'মাইক,' ফিসফিস করল জোলিন, 'দরজায় যেন কে!'

খোলা দরজায় অস্ত্র তাক করল মাইক। পাখির পালক সহ একটা মাথা উঁকি দিল দরজায়। আস্তে করে নড়ল মাথাটা। এতক্ষণে শ্বাস ছাড়ল মাইক। জোলিনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। নিচু স্বরে বলল, 'হাই, চীফ!'

'হাই, বোল্ডার,' জবাব দিল সাকুরাটা।

তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দলের আরও পনেরোজন ইন্ডিয়ান। স্টার আর কেলির লাশের ওপর ঘুরে এসে মাইকের ওপর স্থির হলো সাকুরাটার দৃষ্টি। বেশ খুশি দেখাল তাকে।

'আমার অস্ত্রটা ব্যবহার করেছ, বোল্ডার? ভাল! খুবই ভাল!' মেঝে থেকে অস্ত্রটা তুলে নিল সে। 'এখানে ঘোড়া আর স্যাডল আছে তোমার আর তোমার মেয়েমানুষের জন্যে। আমাদের এবার যেতে হয়। ভোরের আগেই উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। হয়তো এখনও দু'চারজন জে হকার উপত্যকায় রয়ে গেছে।'

'হলিঙ্গার উঠানে ছিল?' জোলিনকে পাশে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন ছুঁড়ল মাইক। হোঁচট খেয়ে মাইককে ধরে নিজেকে সামলে নিল জোলিন।

'তোমার মেয়েমানুষটা দুর্বল,' বলল সাকুরাটা। 'ওকে সবল করে তুলতে হবে, নাহলে ঠিক মতো বাচ্চা দিতে পারবে না।'

'মাথায় আঘাত পেয়েছে ও।'

'মেয়েমানুষের মাথায় আঘাত করা ঠিক না, বোল্ডার। মাথা খুব দুর্বল জায়গা। পেটানোর ভাল জায়গা হচ্ছে...'

কেলির লাশটা দেখাল মাইক। 'ও মেরেছিল।' হলিঙ্গারের ব্যাপারে প্রশ্নটা আবার করল ও।

চোখ পিটপিট করে মাইককে কিছুক্ষণ দেখল সাকুরাটা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'তার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে।'

*

দুটো পাল একই সঙ্গে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সূর্যের আলোয়

চমৎকার লাগছে ইন্ডিয়ান ব্রেভদের দেখতে। যেকজন দরকার তার চেয়ে লোক বেশি, ফলে সামান্য বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না তা নয়, তবে সেটা নগণ্য। পাঁচজন সৈন্য দাবি করেছে তারা কাউ পাঞ্চার ছিল। তাদের নির্দেশে গরুর পালের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে ব্রেভরা। গান গাইছে ওরা, এগিয়ে চলেছে মহা ফুর্তিতে।

'টমক্যাটের গর্জন না গান!' মাইকের পাশে যেতে যেতে মন্তব্য করল ইউ এস মার্শাল মেযার্ভ। 'ওদের গান পছন্দ করার তুলনায় আমি বোধহয় বেশি সাদা।'

ফোর্ট স্মিথের রাস্তায় নয়জনের একটা সৈন্যদলের দেখা পায় মেযার্ভ। তার সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে যায় দুঃসাহসী তরুণ লেফটেন্যান্ট। উপত্যকা থেকে গরু তাড়িয়ে নেয়ার পর সকালে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে সৈন্যদল।

সাবধান হয়ে গেছে মাইক, মনে মনে আশা করছে মেযার্ভ কোন অপ্রীতিকর প্রশ্ন করবে না। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে, দায়িত্ব পালন করতে হলে কিছু বিষয় মেযার্ভকে জানতেই হবে। সেজন্যে ও তৈরি। ওর মুখ ফস্কে বিপজ্জনক কিছু বেরোবে না।

'সাকুরাটা ইন্ডিয়ান এজেন্টকে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আমরা গরু নিয়ে আসছি,' বলল মেযার্ভ।

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাইক। বুঝতে পারছে আলাপ শুরু করার জন্যে কথাটা বলেছে মেযার্ভ। সাকুরাটা, মেযার্ভ আর লেফটেন্যান্ট মাইক আর জোলিনের পাশে পাশে চলেছে। মাইকের মনে হলো লোকগুলো ওকে আর জোলিনকে একটু একা থাকতে দিলে ভাল হতো।

ওর মনের কথা বুঝেই যেন পিছিয়ে চলে গেল সাকুরাটা। একটু পর লেফটেন্যান্টও সঙ্গীদের কাছে ফিরল। মেযার্ভ একটু পেছনে সাকুরাটার পাশে অবস্থান নিল।

জোলিনের দিকে তাকাল মাইক। 'আমাকে অ্যাবিলিনে যেতে হবে।'

'কেন? ওখানে কি?'

'আমার ক্রুরা ওখানে আছে। ওদের নিয়ে ফিরে যাব আমি লস্ট ক্রীকে। যাওয়ার পথে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব হোপউইল থেকে।'

মাইকের চোখে তাকাল জোলিন। নিরব ভাষায় কথা হয়ে গেল ওদের মাঝে। আস্তে করে মাথা দোলাল জোলিন, বলল, 'মাইক বোল্ডার, বেশি দেরি কোরো না। তুমি আমার মেজাজ তো দেখোনি!'

'দেরি হবে না,' নিশ্চয়তা দিল মাইক। তারপর বলল, 'আমাকেও তুমি চেনোনি। বেশি বাড় বেড়েছ তো সাকুরাটার মতো করব।

'কি করে সে?'

'একটা বেত রাখে অবাধ্য বউয়ের পেছনে বাড়ি দেয়ার জন্যে।'

'মাইক বোল্ডার, খবরদার!' হেসে উঠল জোলিন।

পবিত্র একটা ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে বলে মনে হলো মাইকের। 'হোপউইলে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলব আমরা,' বলল ও।

লাল হয়ে গেল জোলিনের কপোল। একবার মাইকের চোখে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

মাইক ভেবেছিল কেউ টের পাচ্ছে না। কিন্তু ওর ধারণা ভুল। পেছন থেকে সন্তুষ্ট একটা আওয়াজ করল সাকুরাটা, ফিরে চলেছে ছেলেদের কাছে। গরু ডেলিভারী দেয়ার পর বিরাট একটা ভোজের আয়োজন করবে ওরা। সেই অনুষ্ঠানে মাইকের সঙ্গে জোলিনের বিয়ে হবে, তার ব্যবস্থা করতে গেল।

জোলিনের পাশে চলে এসেছে মেযার্ভ। মাইককে ইশারা করে সামনে বাড়ল। তার পাশে ছুটল মাইকের ঘোড়া।

'বোল্ডার,' বলল মেযার্ভ। 'যেই আমি পেছন ফিরেছি অমনি আমার পওনিদের নিয়ে তুমি হলিঙ্গারের ওপর হামলা চালিয়েছ।'

কোন অভিযোগ নয়, মন্তব্যের সুরে কথাটা বলেছে ইউ এস মার্শাল। 'হলিঙ্গারের বাড়ি পুড়ে গেল কিভাবে? মৃত জে-হকারদের লাশগুলোই বা কি হলো?'

'ছাই হয়ে গেছে।'

'কোন প্রমাণ নেই কে মেরেছে?'

'নেই।'

'হলিঙ্গার আর ফিরছে না,' মন্তব্য করল মার্শাল। 'জে-হকাররা শেষ। বড় কোন দল নেই আর।'

'সাকুরাটার কাছে নতুন একটা মাথার চামড়া আছে,' বলল মাইক। 'চুলগুলো হলুদ।'

হাসল মেযার্ভ। 'ঠিক আছে, আমি রিপোর্ট করব ইন্ডিয়ানরা কাউকে গুলি করেনি।'

মাইকও হাসল। এতদিনে মনে হচ্ছে সত্যিই হাসা যায়। গরু ফিরে পেয়েছে ও, অপরূপা রাজকন্যা পেয়েছে, রাজ্য স্মাছে লস্ট ক্রীকে। চিন্তা কী! সুখে কাটবে জীবন।

মেযার্ভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জোলিনের পাশে চলে এলো মাইক। বুকটা ভরে উঠল প্রশান্তিতে।

***

শুভম ক্রিয়েশন

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

মোঃ রাসমুন নাঈম (মুন)
দক্ষিণ লালবাগ, দিনাজপুর।

আমি সেবা প্রকাশনীর একজন পুরনো ও নীরব পাঠক। বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন, অনুবাদ এবং তিন গোয়েন্দা বইয়ের আমি ভক্ত। সেবা প্রকাশনীর মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক হচ্ছেন কাজি মাহবুব হোসেন ও কাজী মায়মুর হোসেন। এবার আসল কথায় আসা যাক, মাহবুব আংকেলের লেখা ওয়েস্টার্নের 'নিঠুর পশ্চিম' বইটির মূল চরিত্র 'হেনরি স্লোন'কে আমার এত ভাল লেগেছে যা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। সেবা প্রকাশনী ও মাহবুব আংকেলকে আমার বিশেষ অনুরোধ যেন হেনরি স্লোনকে নিয়ে তিনি নিঠুর পশ্চিমের মত আর একটি ভাল ওয়েস্টার্ন আমাদেরকে উপহার দেন।

আর একটি কথা। গুদামের ৪০% কমিশনের দুর্লভ বইয়ের মধ্যে কি কাজি মাহবুব হোসেনের আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, আর কতদূর; শওকত হোসেনের প্রহরী, ঘেরাও—এই বইগুলি আছে? যদি থাকে তাহলে আমাকে মানি অর্ডারে কত টাকা পাঠাতে হবে?

সবশেষে সেবা প্রকাশনীকে প্রাণের গভীর থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

* আপনাকেও আমাদের তরফ থেকে অশেষ শুভেচ্ছা। না, আংকেল, এসব বই শেষ হয়ে গেছে।

ওয়েস্টার্ন টুটুল

সনিকুঞ্জ, খিলখেত, টানপাড়া।

নতুন বছরের শুরুতে সুন্দর একটি ওয়েস্টার্ন উপহার দেয়ার জন্য আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে বিশ্বাস করুন, 'বারুদ' বইটি সত্যিই চমৎকার। যদিও বইটিতে রোমান্স খুবই কম। বারুদ বইটির জন্য মায়মুরদাকে ধন্যবাদ। গতবছর মায়মুরদার 'প্রতিজ্ঞা' দিয়ে শুরু করেছিলাম, আর এবার ওঁরই 'বারুদ' দিয়ে শুরু করলাম বছর। গতবছর ওঁর ৬টি বই উপহার পেয়েছিলাম, এবার আশা করি আরও বেশি পাব।

বারুদের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় হয়েছে। এজন্য বিপ্লবদাকে অভিনন্দন। ভাল লাগল বারুদ বইয়ের শেষে আগামী দুটি বইয়ের বিজ্ঞাপন। এখন থেকে প্রতি বইয়েই এরকম থাকলে ভাল লাগবে।

নতুন লেখক সুস্ময় আচার্য সুমনের 'অপবাদ' বইটির অপেক্ষায় রয়েছি। আশাকরি অপবাদ দিয়ে সুমনদা আমাদের চমকে দেবেন।

* আমরাও তাই আশা করি। বইটি কেমন লাগল তা জানার অপেক্ষায় থাকলাম।

আসমান

উকিলপাড়া, নওগাঁও।

তিন গোয়েন্দার 'জাল নোট' বইটি দিয়ে সেবা প্রকাশনীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ক্লাস ফোর থেকে আমি সেবা প্রকাশনীর বই পড়ে এসেছি। এখন ক্লাস এইটের ছাত্র। সেবা প্রকাশনীর প্রায় সব সিরিজের বই আমি পড়েছি। সেবা প্রকাশনীর বই আমার কাছে এত ভাল লাগে যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষ করে তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন, অনুবাদ, ক্লাসিক, কিশোর হরর, পিশাচ কাহিনী, উপন্যাস এগুলো পড়তে খুব আনন্দ লাগে। তিন গোয়েন্দার কিছু বই পড়তে আমার খুব ভাল লেগেছে। যেমন

কাকাতুয়া রহস্য, তিন গোয়েন্দা, রূপালী মাকড়সা, অথৈ সাগর, জলদস্যুর দ্বীপ, ভীষণ অরণ্য, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, ধূসরমেরু, মায়াজাল ইত্যাদি। তিন গোয়েন্দার একটি বই ছাড়া সব বই আমার সংগ্রহে আছে। এরপর আসা যাক ওয়েস্টার্ন বইগুলোতে। ওয়েস্টার্ন বই পড়লে মনে হয় আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। প্রায় সত্তরটির বেশি ওয়েস্টার্ন বই আমি পড়েছি। বিশেষ করে আলেয়ার পিছে, বাঁধন, রাইডার, লুটপাট, বসতি, নীল নকশা, অতন্দ্র প্রহরী, দুঃসাহস, ক্যালিবার .৪৫ ইত্যাদি বই পড়ে খুব ভাল লেগেছে। মাসুদ রানার আশিটির মত বই আছে আমার কাছে। মাসুদ রানার সব বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। মানে, যতগুলো বই আমার কাছে আছে। এ সিরিজের কিছু কিছু বই তো দুর্দান্ত। যেমন ধ্বংস-পাহাড়, দুর্গম দুর্গ, চারিদিকে শত্রু, অগ্নিপুরুষ, আই লাভ ইউ, ম্যাক্স, মৃত্যুপ্রহর, টার্গেট নাইন, নিরাপদ কারাগার, ব্ল্যাক স্পাইডার ইত্যাদি। সেবা প্রকাশনীর ৩০০-র বেশী বই আমার কাছে আছে। মাসুদ রানা বই পড়লে আমার মনে হয় আমি যেন মাসুদ রানার মত স্পাই হয়ে গেছি এবং বাংলাদেশের সেবা করার জন্য আমার জন্ম হয়েছে। আমার খুব খারাপ লাগে যখন কেউ মাসুদ রানার সমালোচনা করে। কাজী দা সেবা প্রকাশনীর লেখক নিয়াজ মোরশেদ, শাহাদত চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান এদের ছদ্ম নাম কি ও প্রকৃত নাম কি আমি জানতে চাই। সেবা প্রকাশনীর আমার প্রিয় লেখক হলেন কাজি মাহবুব হোসেন, কাজী মায়মুর হোসেন, রকিব হাসান, রওশন জামিল, শওকত হোসেন, নিয়াজ মোরশেদ ও টিপু কিবরিয়া। আপনি তো আছেনই।

* বোঝা গেল তুমি সত্যিই সেবা'র অনেক বই পড়েছ। তুমি যে নাম তিনটি লিখেছ, এগুলোই তাঁদের আসল নাম। শাহাদত চৌধুরী অবশ্য কিছু বই হাসান উৎপল ছদ্মনামে লিখেছেন।

কালিন চাকমা
২২/৪ ব্লক বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
আমি ওয়েস্টার্নের একজন নিয়মিত পাঠক। কাজী মায়মুর

হোসেনের 'বারুদ' বইটি পড়ে খুব ভাল লাগল। কতটা, তা লিখে বোঝানো যাবে না। মায়মুর'দাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। আমার অনুরোধ, তিনি যেন পরবর্তী সব বই রক বেননকে নিয়ে লেখেন। আর ব্যাগলারকেও যেন ফিরিয়ে আনেন। কাজী শাহনূর হোসেনের কি হয়েছে, তিনি বই লিখছেন না কেন? সেবা'র (ওয়েস্টার্নের) দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

* আপনার অনুরোধ জানিয়ে দিলাম মায়মুর'দাকে। বই লেখার তাগিদ জানিয়ে দিলাম কাজী শাহনূর হোসেনকে। তিনি আসলে ব্যবসা দেখাশোনার পিছনে বেশি সময় দিচ্ছেন বলে লেখার সময় কমই পাচ্ছেন। তবে, আশা করি, তিনি আপনার তাগিদে আবার লেখালিখি শুরু করবেন।

আশরাফুল আলম

সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

সেদিন ফেব্রুয়ারী ২০০২ রহস্যপত্রিকাটা কিনে চোখ বুলালাম শেষ পৃষ্ঠায়। কারণ সেখানে সেবা'র আগামী বই কবে বের হবে তার তারিখ থাকে। কিন্তু চোখ বুলিয়ে যখন দেখলাম এগারো তারিখে ওয়েস্টার্ন 'অপবাদ' বের হবে তখন মনটা খারাপ হলো। অনেক আগেই বিজ্ঞাপন দেখে ভেবেছিলাম তিন তারিখে বইটা পাব। যা হোক, রহস্য পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে যখন 'তস্কর' বইটির বিজ্ঞাপন দেখলাম তখন আবার মনটা আনন্দে ভরে গেল। বইটির প্রচ্ছদে দেখলাম নায়িকার ছবি আছে। সেজন্যে তস্কর বইয়ের প্রচ্ছদ শিল্পীকে ধন্যবাদ।...'অপবাদ' বইয়ের আগে 'তস্কর' বইয়ের প্রচ্ছদ কিভাবে তৈরি হলো বুঝলাম না। অপবাদ' বইয়ের প্রচ্ছদও যেন 'তস্কর' বইটির মতো হয় সেই অনুরোধ রইল। 'অপবাদ' বইটি ঠিক এগারো তারিখেই যাতে পাই। আশা করছি শিগ্‌গিরই 'তস্কর' বইটিও উপহার পাব। 'তস্কর' বইটির জন্যে মায়মুরদাকে আগাম ধন্যবাদ।

*** যে বইয়ে নারীর বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকে না, সে-প্রচ্ছদেও জোর করে মেয়ের ছবি দেয়া কি ঠিক? অপবাদের কথা বলছি না,**

কাহিনীটি কাজী মায়মুর হোসেন অনুমোদন করায় আমি আর পড়িনি। প্রচ্ছদ অবশ্য অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেছিল। এখন থেকে মেয়ে চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলে শিল্পীকে বলা থাকল, যেন প্রচ্ছদে মেয়ের ছবি দেয়া হয়।

একটা সময়ে বইয়ের প্রচ্ছদে মেয়ের ছবি দেখলে ওয়েস্টার্নের স্বল্পভাষী, পৌরুষদীপ্ত, কঠিন পাঠকবৃন্দ রীতিমত আপত্তি করতেন। ভাবটা ছিল–একজন সত্যিকার ওয়েস্টার্ন নায়কের কঠোর জীবনে মেয়ে আবার কি দরকার; পিস্তল, ঘোড়া, গরু আর বাথানই তো তার জন্য যথেষ্ট। রনবীর আহমেদ বিপ্লব সেই ধারারই একজন মহা ওয়েস্টার্ন প্রেমিক। হয়তো সেজন্যেই তাঁর প্রচ্ছদে নায়িকার আকাল।

আপনার ধন্যবাদ দুটি যথাস্থানে পৌছে দিলাম।